অষ্টাবিংশতিতম পারা

টীকা-১. 'সূরা মুজাদালাহ্' মাদানী; এতে তিনটি রুকূ', বাইশটি আয়াত, চারশ তিয়াত্তরটি পদ এবং এক হাজার সাতশ বিরানব্বইটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. তিনি 'খাওলাহ্ বিনতে সা'লাবাহ্' ছিলেন, আউস্ ইবনে সামিতের স্ত্রী।

শানে নুযূলঃ কোন এক কথার ভিত্তিতে আউস তাঁকে বলেছিলেন, "তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মতো।" এটা বলার পর আউসের মনে অনুশোচনা হলো। কারণ, এ বাক্যটা জাহেলিয়্যাহ্ যুগে 'তালাক্বই' ছিলো। আউস বললেন, "আমার মনে হয় তুমি আমার জন্য হারাম হয়ে গেছো।"

খাওলাহ্ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে সমস্ত ঘটনা আরয করলেন, আরো আরয করলেন, "আমার সম্পদ শেষ হয়ে গেছে, আমার মাতা-পিতা মৃত্যুবরণ করেছেন, বয়স ভারী হয়ে গেছে, ছেলে মেয়েরাও ছোট ছোট, তাদেরকে তাদের পিতার নিকট রেখে গেলে তারা মারা যাবে আর আমার সাথে রাখলে ক্ষুধায় মরে যাবে। সুতরাং আমার ও আমার স্বামীর মধ্যে বিচ্ছেদ না ঘটার কোন উপায় আছে কি?" বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করমালেন, "তোমার এ বিষয়ে আমার নিকট কোন বিধান নেই।" অর্থাৎ এখনো পর্যন্ত 'যিহার' (ظهار) সম্পর্কে কোন নতুন বিধান অবতীর্ণ হয়নি। পুরানা রীতি হচ্ছে- 'যিহার'- এর কারণে স্ত্রী হারাম হয়ে যায়।"

নারীটি (হযরত খাওলাহ্) আরয করলেন, "হে আল্লাহ্র রসূল! (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম!) আউস 'তালাক্ব' শব্দ বলেনি। সে আমার সন্তানদের পিতা এবং আমার নিকট অত্যন্ত প্রিয়।" এ ভাবে তিনি বারবার আরয করতে লাগলেন। কিন্তু মনঃপূত জবাব তখনো পাননি। অতঃপর আস্মানের দিকে মাথা উঁচু করে বলতে লাগলেন, "হে আল্লাহ্! আমি তোমার দরবারে আমার মুখাপেক্ষিতা, অসহায়ত্ব ও দুঃখজনক অবস্থার ফরিয়াদ করছি! আর তোমার নবীর উপর আমার সম্পর্কে এমন নির্দেশ অবতীর্ণ করো, যাতে আমার মুসীবত দূরীভূত হয়ে যায়।"

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা বললেন, "চুপ করো! দেখো, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারকের উপর ওহী অবতীর্ণ হবার চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছে।" যখন ওহী পূর্ণ হয় গেলো, তখন এরশাদ করমালেন, "তোমার স্বামীকে ডেকে আনো।" আউস হাযির হলো। অতঃপর হুযূর এ আয়াতগুলো তেলাওয়াত করে শুনালেন।

সূরা ঃ ৫৮ মুজাদালাহ্ ৯৭৫ পারা ঃ ২৮

সূরা মুজাদালাহ্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা মুজাদালাহ্ মাদানী	আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-২২ রুকূ'-৩

রুকূ' - এক

১. নিশ্চয় আল্লাহ্ শুনেছেন ঐ নারীর কথা, যে আপনার সাথে আপন স্বামীর ব্যাপারে বাদানুবাদ করছে (২) এবং আল্লাহ্র দরবারে ফরিয়াদ করছে; আর আল্লাহ্ তোমাদের উভয়ের বাদানুবাদ শুনছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ শুনেন, দেখেন।

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ①

২. ঐসব লোক, যারা তোমাদের মধ্যে স্বীয় স্ত্রীদেরকে নিজ মায়ের বিশেষ বিশেষ অঙ্গের সাথে তুলনা করে বসে (৩); তারা তাদের মা নয় (৪)। তাদের মায়েরা তো হচ্ছে তারাই, যাদের থেকে তারা জন্মলাভ করেছে (৫)। এবং নিশ্চয়

اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَاۤىِٕهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ۭ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰۤـِٔيْ وَلَدْنَهُمْ ۭ وَاِنَّهُمْ

মানযিল - ৭

টীকা-৩. অর্থাৎ 'যিহার' (ظهار) করে;

'যিহার' (ظهار) এর সংজ্ঞাঃ যিহার বলে আপন স্ত্রীকে বংশীয় অথবা দুগ্ধপান জনিত 'মুহাররামাহ্' নারী (যে নারীকে বিবাহ করা হারাম)-এর শরীরের এমন কোন অঙ্গের সাথে তুলনা করা, যার প্রতি তাকানো হারাম। যেমন- স্ত্রীকে বললো, "তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মতো।" অথবা স্ত্রীর দেহের এমন অঙ্গকে যার দ্বারা তার পূর্ণ শরীরকেই বুঝানো যায়, অথবা তার দেহের কোন অন্যতম প্রধান অঙ্গকে (যা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললে তার প্রাণনাশ ঘটবে), 'মুহাররামাহ্ নারীদের' এমন কোন অঙ্গের সাথে তুলনা করা, যেটার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হারাম; যেমন- স্ত্রীকে এ কথা বললো, "তোমার মাথা অথবা অর্ধ শরীর আমার মায়ের পিঠ অথবা তাঁর পেট কিংবা তাঁর রান; অথবা আমার বোন কিংবা ফুফী অথবা দুগ্ধমাতার পিঠ কিংবা পেটের মতোই- এমনটি বলাকে (শরীয়তের পরিভাষায়) 'যিহার' বলা হয়।

টীকা-৪. এটা বলার কারণে সে 'মা' হয়ে যায়নি।

টীকা-৫. মাস্আলাঃ দুগ্ধমাতাগণ (আপন স্তনের) দুগ্ধ পান করানোর কারণে তাঁরা 'মায়ের' হুকুম (বিধান)-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলায়হি ওয়াসাল্লাল্লাম্মের পবিত্র বিবিগণ পূর্ণাঙ্গ সম্মানের অধিকারী হবার কারণে মা-ই; বরং মায়েদের চেয়েও অধিক উত্তম।

টীকা-৬. যে ব্যক্তি স্ত্রীকে মা বলে; তার জন্য কোন মতেই তার মায়ের সাথে এ তুলনা করা উচিত নয়।

টীকা-৭. অর্থাৎ তাদের সাথে 'যিহার' করে

মাস্‌আলাঃ এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দাসীর সাথে 'যিহার' হয়না। যদি তাকে 'মুহার্‌রামার' সাথে তুলনা করা হয়, তবে সে 'যিহারকারী' হবে না।

টীকা-৮. অর্থাৎ ঐ 'যিহার'কে ভঙ্গ করতে চায় এবং হারাম হবার বিধানের প্রযোজ্যতাকে অপসারিত করতে চায়,

টীকা-৯. 'যিহার'-এর প্রতিকার করা (কাফ্‌ফারা দেয়া)। সুতরাং তাদের জন্য অপরিহার্য–

টীকা-১০. চাই সেই ক্রীতদাস মু'মিন হোক, অথবা কাফির, ছোট হোক কিংবা বড়, পুরুষ হোক কিংবা নারী। অবশ্য, 'মুদাব্বার' (مُـدبَّـر) ★, উম্মে ওয়ালাদ, (اُمِّ وَلَـد)★★ এবং এমন মুকা-তাবকে (مكاتب) ★★★ (মুক্ত করা) বৈধ নয়, যে নির্দ্ধারিত মুক্তিপণ থেকে কিছু পরিশোধ করেছে।

لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝٢

তারা মন্দ ও নিরেট মিথ্যা কথা বলছে (৬)। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অবশ্যই পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।

وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝٣

৩. এবং ঐসব লোক, যারা আপন স্ত্রীদেরকে আপন মায়ের কোন অঙ্গের সাথে তুলনা করে (৭) অতঃপর তারা তাদের ঐ জঘন্য উক্তি সংশাধন করতে চায়, যা তারা বলেছে (৮), তবে তাদের উপর অপরিহার্য (৯)– একটি ক্রীতদাস মুক্ত করা (১০) এরই পূর্বে যে, একে অপরের গায়ে হাত লাগাবে (১১)। এটা হচ্ছে– যেই উপদেশ তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে এবং আল্লাহ্‌ তোমাদের কার্যাদি সম্বন্ধে অবহিত।

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ۚ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَتِلْكَ

৪. অতঃপর যে ব্যক্তি ক্রীতদাস পায়না তবে সে (১২) লাগাতার দু'মাসের রোযা রাখবে (১৩) এর পূর্বে যে, একে অপরের গায়ে হাত লাগাবে (১৪)। অতঃপর যার দ্বারা রোযা রাখাও সম্ভবপর নয় (১৫), তবে তাকে ষাটজন মিস্‌কীনকে পেট ভরে আহার করাতে হবে (১৬)। এটা এ জন্য যে, তোমরা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান রাখবে (১৭)। এবং এগুলো

টীকা-১১. মাস্‌আলাঃ এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, এ কাফ্‌ফারা পরিশোধ করার পূর্বে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা এবং সহবাপূর্ব শৃঙ্গার কার্যাদিও হারাম বা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

টীকা-১২. সেটার কাফ্‌ফারা

টীকা-১৩. লাগাতার। এভাবে যে, না এ দু'মাসের মধ্যখানে রমযান মাস আসবে, না ঐ পাঁচ দিন থেকে কোন একটি আসবে, যে গুলোতে রোযা পালন করা নিষিদ্ধ এবং না কোন অপারগতা কিংবা কোন ওযর ব্যতিরেকে মধ্যখান থেকে কোন কোন রোযা ছেড়ে দেয়া হয়। যদি এমন হয়, তাহলে প্রথম থেকে পুনরায় রোযা পালন করতে হবে।

টীকা-১৪. কতিপয় মাস্‌আলাঃ অর্থাৎ রোযা দ্বারা যেই কাফ্‌ফারা দেয়া হয়, তাও সহবাস ও এর পূর্ববর্তী শৃঙ্গার কার্যাদির পূর্বেই করা আবশ্যক। আর যতদিন পর্যন্ত ঐ কাফ্‌ফারার রোযা পূর্ণ না হয় ততদিন পর্যন্ত স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে কেউ কারো গায়ে হাত লাগাবে না।

টীকা-১৫. অর্থাৎ তার মধ্যে রোযা পালনের ক্ষমতাই না থাকে। বার্দ্ধক্য অথবা রোগ ইত্যাদির কারণে অথবা রোযা তো রাখতে পারে, কিন্তু লাগাতার রাখতে পারে না।

টীকা-১৬. অর্থাৎ ষাটজন মিস্‌কীনকে আহার্য প্রদান করা। আর তা এভাবে যে, প্রত্যেক মিস্‌কীনকে অর্দ্ধ সা' গম অথবা এক সা' খেজুর কিংবা যব প্রদান করবে। আর যদি মিস্‌কীনদেরকে এর মূল্য দিয়ে দেয় অথবা সকাল-সন্ধ্যা দু'বেলা তাদেরকে পেট ভরে আহার করায়, তবে তাও বৈধ।

মাস্‌আলাঃ এ 'কাফ্‌ফারা'র মধ্যে এই শর্ত নেই যে, তা একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে হতে হবে। এমনকি যদি আহার করানোর মধ্যবর্তী সময়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলনও সংঘটিত হয়ে যায়, তবে নতুন করে সেই-কাফ্‌ফারা দিতে হবে না।

টীকা-১৭. এবং খোদা ও রসূলের আনুগত্য করো এবং মূর্খতার যুগের প্রথা বর্জন করো।

★ মুদাব্বার (مـدبَّر) ঃ ঐ ক্রীতদাস, যাকে মুনিবের মৃত্যুর সাথে সাথে আযাদ হবার অঙ্গীকার ঘোষণা করা হয়েছে।

★★ উম্মে ওয়ালাদ (ام ولـد) ঃ ঐ ক্রীতদাসী, যার গর্ভ থেকে মুনিবের সন্তান জন্মলাভ করে এবং এ কারণে সে আযাদ হয়ে যায়।

★★★ মুকা-তাব' (مكاتـب) ঃ ঐ ক্রীতদাস, যাকে মুনিব একটা নির্দ্ধারিত পরিমাণ অর্থ আদায়ের শর্তে আযাদ বলে ঘোষণা করে।

টীকা-১৮. সেগুলো ভঙ্গ করা ও সেগুলো লংঘন করা বৈধ নয়।

টীকা-১৯. রসূলগণের বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে

টীকা-২০. রসূলগণের সত্যতার প্রমাণ বহনকারী।

টীকা-২১. কাউকেও অবশিষ্ট রাখবেন না

حُدُودُ اللّٰهِ ۗ وَلِلْكٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ④

আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা (১৮)। এবং কাফিরদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيٰتٍ بَيِّنٰتٍ ۚ وَلِلْكٰفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ⑤

৫. নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা বিরুদ্ধাচরণ করে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের, তাদেরকে অপমানিত করা হবে যেমন অপমানিত করা হয়েছিলো তাদের পূর্ববর্তীদেরকে (১৯) এবং নিশ্চয় আমি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি (২০)। আর কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনার শাস্তি রয়েছে।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۚ أَحْصٰهُ اللّٰهُ وَنَسُوهُ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ⑥

৬. যে দিন আল্লাহ্ তাদের সবাইকে পুনরুত্থিত করবেন (২১) অতঃপর তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত করবেন (২২)। আল্লাহ্ সেগুলোর গণনা করে রেখেছেন আর তারা তা ভুলে গেছে (২৩) এবং প্রত্যেক কিছু আল্লাহ্‌র সম্মুখে রয়েছে।

রুকূ' - দুই

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوٰى ثَلٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ⑦

৭. ওহে শ্রোতা! তুমি কি দেখোনি যে, আল্লাহ্ জানেন যা কিছু আস্‌মানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে (২৪)। যে কোন স্থানেই তিন ব্যক্তির কানাঘুষা হয় (২৫), সেখানে চতুর্থ তিনিই উপস্থিত থাকেন (২৬) এবং পাঁচজনের (২৭) হলে, তবে 'ষষ্ঠ' তিনি (২৮) এবং না তা থেকে কম (২৯), এবং না তদপেক্ষা বেশীর, কিন্তু এ'যে, তিনি তাদের সাথে থাকেন (৩০) তারা যেখানেই থাকুক না কেন। অতঃপর তাদেরকে ক্বিয়ামত-দিবসে বলে দেবেন যা কিছু তারা করেছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু জানেন।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنٰجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوٰنِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ

৮. আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি, যাদেরকে মন্দ পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিলো, অতঃপর তাই করে (৩১) যা করতে নিষেধ করা হয়েছিলো এবং পরস্পরের মধ্যে পাপ ও সীমালংঘন (৩২) এবং রসূলের বিরুদ্ধাচরণের

টীকা-২২. লাঞ্ছিত ও লজ্জিত করার জন্য।

টীকা-২৩. স্বীয় কর্মসমূহ, যেগুলো সে পৃথিবীতে করতো

টীকা-২৪. তাঁর নিকট কিছুই গোপন নেই।

টীকা-২৫. এবং আপন গোপন রহস্যের কথা পরস্পরের মধ্যে কানে কানে বলে এবং নিজেদের পরামর্শের কথা কাউকেও অবহিত না-ই করে,

টীকা-২৬. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে দেখেন, তাদের মনের গোপন কথাও জানেন।

টীকা-২৭. কানাঘুষা

টীকা-২৮. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা

টীকা-২৯. অর্থাৎ পাঁচ ও তিন অপেক্ষা,

টীকা-৩০. আপন জ্ঞান ও ক্ষমতা দ্বারা

টীকা-৩১. শানে নুযূলঃ এই আয়াত ইহুদী ও মুনাফিকদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে যারা পরস্পর কানাঘুষা করতো, আর মুসলমানদের প্রতি দেখতেই থাকতো এবং চোখে তাঁদের দিকে ইঙ্গিত করতো, যাতে মুসলমানরা এ কথা মনে করেন যে, তারা তাদের বিরুদ্ধে কোন গোপনীয় কথা বলছে এবং তা দেখে যেন তাঁরা দুঃখিত হন।

তাদের ঐ ধরণের কাজের ফলে মুসলমানগণ দুঃখিত হতেন। আর তাঁরা বলতেন, "হয়ত এসব লোক আমাদের ঐসব ভাইয়ের সম্পর্কে নিহত হওয়ার কিংবা বিপর্যস্ত হবার কোন খবর পেয়েছে, যাঁরা জিহাদে গেছেন।"

আর ঐসব লোক তাঁদের সম্পর্কে মিথ্যা কথা রচনা করতো ও তাঁদের প্রতি ইঙ্গিত করতো; যখন মুনাফিকদের এমন কার্যকলাপ খুব বৃদ্ধি পেলো এবং মুসলমানরাও বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন, তখন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কানাঘুষাকারীদেরকে কানাঘুষা করতে নিষেধ করে দিলেন; কিন্তু তারা তা থেকে বিরত হলো না; বরং এমন মন্দ তৎপরতা অব্যাহতই রাখলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৩২. পাপ ও সীমালংঘন করা এ যে, প্রতারণা সহকারে কানাঘুষা করে মুসলমানদেরকে দুঃখ ও দুশ্চিন্তায় ফেলে

টীকা-৩৩. এবং রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অমান্য করা এ যে, নিষেধ সত্ত্বেও বিরত হতো না। এও কথিত আছে যে, তাদের মধ্যে একে অপরকে পরামর্শ দিতো যেন রসূলের নির্দেশ অমান্য করে।

টীকা-৩৪. ইহুদীগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে যখন আসতো, তখন বলতো– اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ (আস্সামু আলায়কুম)। 'সাম' (سَام) বলা হয় মৃত্যুকে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদের জবাবে শুধু عَلَيْكُمْ (আলায়কুম অর্থাৎ তোমাদের উপর) বলতেন।

وَاِذَا جَآءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ ۙ وَيَقُوْلُوْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ ۚ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ٨

ব্যাপার পরামর্শ করে (৩৩)। আর যখন আপনার সম্মুখে উপস্থিত হয় তখন এমন বাক্য দ্বারা আপনাকে অভিবাদন জানায়, যেসব শব্দ আল্লাহ্ আপনার সম্মানের ক্ষেত্রে বলেন নি (৩৪) আর তাদের মনে মনে বলে, 'আমাদেরকে আল্লাহ্ কেন শাস্তি প্রদান করেন না আমাদের এ কথা বলার উপর (৩৫)?' তাদের জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। তারা তাতেই বিধ্বস্ত হবে। সুতরাং কতই মন্দ পরিণতি!

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ٩

৯. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন পরস্পর কানাঘুষা করো তখন পাপ ও সীমালংঘন করার এবং রসূলের বিরুদ্ধাচরণের পরামর্শ করোনা (৩৬) এবং সৎকাজ ও খোদাভীরুতার পরামর্শ করো। এবং আল্লাহ্কে ভয় করো, যাঁর প্রতি উত্থিত হবে।

اِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْـًٔا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ١٠

১০. ঐ পরামর্শ তো শয়তানেরই নিকট থেকে (৩৭) এ জন্য যে, ঈমানদারদেরকে কষ্ট দেবে। এবং তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না আল্লাহ্র নির্দেশ ব্যতীত। এবং মুসলমানদের আল্লাহ্রই উপর ভরসা করা চাই (৩৮)।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ١١

১১. হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয় 'মজলিসসমূহে জায়গা দাও!' তবে জায়গা দাও। আল্লাহ্ তোমাদেরকে জায়গা দেবেন (৩৯)। আর যখন বলা হয়, 'উঠে দাঁড়াও (৪০)!' তখন উঠে দাঁড়াও। আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে ঈমানদারদের ও তাদেরই, যাদেরকে জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে (৪১), মর্যাদা সমুন্নত করবেন। এবং আল্লাহ্র নিকট তোমাদের কর্মসমূহের খবর আছে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ؕ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا

১২. হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা রসূলের নিকট কোন কথা গোপনে আরয করতে চাও, তবে আপন আরয করার পূর্বে কিছু সাদক্বাহ প্রদান করো (৪২)! এটা তোমাদের জন্য উত্তম ও খুব পবিত্র। অতঃপর যদি তোমাদের সামর্থ্য

টীকা-৩৫. এতে তাদের এ কথা বলা উদ্দেশ্য ছিলো যে, "যদি হযরত নবী হতেন, তাহলে আমাদের এ বেয়াদবী প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে শাস্তি দিতেন।" আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন–

টীকা-৩৬. এবং যে রীতি ইহুদী ও মুনাফিকদের, তা থেকে বিরত হও।

টীকা-৩৭. যাতে পাপ ও সীমালংঘন করা এবং রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ থাকে। আর শয়তান তার বন্ধুদেরকে এর প্রতি উৎসাহিত করে

টীকা-৩৮. যেহেতু, আল্লাহর উপর ভরসাকারী ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

টীকা-৩৯. শানে নুযূলঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের মর্যাদা দিতেন। একদিন কিছু সংখ্যক বদরী সাহাবী এমতাবস্থায় এসে পৌঁছলেন, যখন বরকতময় মজলিস পরিপূর্ণ ছিলো। তাঁরা হুযূরের সম্মুখে হাযির হয়ে সালাম আরয করলেন। হুযূর জবাব দিলেন। অতঃপর তাঁরা উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলীকে সালাম করলেন। তাঁরাও জবাব দিলেন। তারপর তাঁরা এই অপেক্ষায় দণ্ডায়মান রইলেন যে, তাঁদের জন্য মজলিসের মধ্যে স্থান করে দেয়া হবে। কিন্তু কেউ জায়গা দিলেন না। এটা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট অপছন্দনীয় হলো। তখন হুযূর তাঁর নিকটে উপবিষ্ট শ্রোতাদেরকে উঠিয়ে তাঁদের জন্য জায়গা করে দিলেন। যাঁরা উঠে গেলেন তাঁদের নিকট হুযূরের নিকট থেকে উঠে যাওয়া কষ্টকর ছিলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৪০. নামাযের অথবা জিহাদের অথবা অন্য কোন ভাল কাজের জন্য এবং এরই অন্তর্ভূক্ত রয়েছে– রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের স্মরণের সম্মানার্থে দাঁড়ানো।

টীকা-৪১. আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের কারণে।

টীকা-৪২. যেহেতু, তাতে হযরত রিসালতাশ্রয় সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে স্থান পাবার সম্মান ও গরীব মিসকীনদের উপকার

উভয়টাই রয়েছে।

শানে নুযূলঃ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে যখন ধনীরা তাঁদের আবেদন-নিবেদন ইত্যাদির পরম্পরাকে দীর্ঘায়িত করতে লাগলেন এবং অবস্থা এ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে যে, গরীবরা তাঁদের আবেদন পেশ করার সুযোগই কম পাচ্ছিলেন, তখন আবেদনকারীদের আবেদন পেশ করার পূর্বে সাদ্‌ক্বাহ্ প্রদানের 'নির্দেশ দেয়া হলো। এ নির্দেশ হযরত আলী মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুই পালন করেছিলেন। তিনি একটা দিনার সাদ্‌ক্বাহ্ রূপে পেশ করে দশ'টা মাস্‌আলার সমাধান জেনে নিলেনঃ

১) তিনি আরয করেছিলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়কা ওয়াসাল্লাম! ' وفاء ' (ওয়াফা) বা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা কি? এরশাদ ফরমালেন, " توحيد (তাওহীদ) বা আল্লাহ্‌র একত্বের সাক্ষ্য দেয়া।"

২) আরয করলেন, "ফ্যাসাদ কি?" এরশাদ ফরমালেন– "কুফর ও শির্ক।"

৩) আরয করলেন, "হক কি?" এরশাদ করলেন, "ইসলাম, ক্বোরআন ও বেলায়ত, যখন তুমি অর্জন করো।"

৪) আরয করলেন, " حيلة (হীলাহ্) কি; অর্থাৎ বাঁচার পথ বের করা বা তদ্‌বীর কি?" এরশাদ করলেন, "হী-লাহ্ (বাঁচার বাহানা তালাশ করা) বর্জন করাই।"

৫) আরয করলেন, "আমার উপর আবশ্যকীয় কি?" এরশাদ ফরমানি, "আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য।"

সূরা ঃ ৫৮ মুজাদালাহ ৯৭৯ পারা ঃ ২৮

فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

না থাকে, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ۚ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٣﴾

১৩. তোমরা কি এতে ভয় পেয়েছো যে, তোমরা স্বীয় আবেদনের পূর্বে কিছু সাদক্বাহ্ দেবে (৪৩)? অতঃপর যখন তোমরা এটা করোনি এবং আল্লাহ্ স্বীয় করুনা সহকারে তোমাদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছেন (৪৪); সুতরাং নামায কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহ্ ও রসূলের অনুগত থাকো। আর আল্লাহ্ তোমাদের কর্মসমূহ সম্পর্কে জানেন।

রুকূ' – তিন

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ۙ وَيَحْلِفُوْنَ

১৪. আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি যারা এমন লোকদের বন্ধু হয়েছে, যাদের উপর আল্লাহ্‌র ক্রোধ রয়েছে (৪৫)? তারা না তোমাদের মধ্য থেকে, না তাদের মধ্য থেকে (৪৬);

মানযিল - ৭

৬) আরয করলেন, "আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে কিভাবে দো'আ-প্রার্থনা করবো?" এরশাদ করলেন, "সততা ও দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে।"

৭) আরয করলেন, "কিপ্রার্থনা করবো?" এরশাদ ফরমালেন, "পরকালের শুভপরিণতি।"

৮) আরয করলেন, "স্বীয় মুক্তির জন্য কি করবো?" এরশাদ ফরমালেন, "হালাল খাও ও সত্য বলো।"

৯) আরয করলেন, "আনন্দ কি?" এরশাদ ফরমান, "জান্নাত।" এবং

১০) আরয করলেন, "পরম শান্তি কি?" এরশাদ ফরমালেন, "আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাত।"

যখন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু এসব প্রশ্নের জবাব অর্জন করে অবসর হলেন, তখনই এ নির্দেশ (সাদক্বাহ্ প্রদানের) রহিত হয়ে গেলো। আর 'রুখসাত' অবতীর্ণ হলো (অর্থাৎ সাদক্বাহ্ প্রদানে ইখ্‌তিয়ার দেয়া হলো) আর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু ব্যতীত অন্য কেউ এ নির্দেশ পালনের সুযোগই পাননি। (মাদারিক ও খাযিন)

হযরত অনুবাদক (কুদ্দিসা সির্‌রুহু) বলেন, এটা যেই শিরনী ইত্যাদি আউলিয়া কেরামের মাযারসমূহে সাদক্বাহ্ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় তারই (বৈধতার পক্ষে) উৎস-প্রমাণ।

টীকা-৪৩. স্বীয় দারিদ্র ও অভাবের কারণে।

টীকা-৪৪. এবং পূর্বে সাদক্বাহ্ প্রদান করা বর্জন করার উপর জবাবদিহিতা তোমাদের উপর থেকে রহিত করা হলো এবং তোমাদেকে ইখ্‌তিয়ার দেয়া হলো।

টীকা-৪৫. 'যে সব লোকের উপর আল্লাহ্‌র ক্রোধ রয়েছে' তারা হচ্ছে 'ইহুদী সম্প্রদায়'। আর তাদের সাথে বন্ধুত্বকারীরা হচ্ছে– 'মুনাফিকগণ।'

শানে নুযূলঃ এ আয়াত মুনাফিকদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা ইহুদীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে এবং তাদেরই হিত কামনায় লেগে থাকতো। আর মুসলমানদের গোপন রহস্য তাদের নিকট ফাঁস করে দিতো।

টীকা-৪৬. অর্থাৎ না মুসলমান, না ইহুদী; বরং মুনাফিক, দ্বিমুখী ভূমিকা পালনকারী।

عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ إِنَّهُمْ
سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

তারা জ্ঞাতসারেই মিথ্যা শপথ করে (৪৭)।

১৫. আল্লাহ্ তাদের জন্য কঠিন শাস্তি তৈরী করে রেখেছেন। নিশ্চয় তারা অতি মন্দ কাজই করে।

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٦﴾

১৬. তারা আপন শপথগুলোকে (৪৮) ঢালস্বরূপ গ্রহণ করে নিয়েছে (৪৯)। অতঃপর আল্লাহ্‌র পথে বাধা দিয়েছে (৫০) সুতরাং তাদের জন্য লাঞ্ছনার শাস্তি রয়েছে (৫১)।

لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ
مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧﴾

১৭. তাদের ধন-সম্পদ ও তাদের সন্তানগণ আল্লাহ্‌র সম্মুখে তাদের কোন কাজে আসবে না (৫২)। তারা দোযখবাসী। তাদেরকে তাতে স্থায়ীভাবে থাকতে হবে।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ
كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ۖ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٨﴾

১৮. যে দিন আল্লাহ্ ঐসব লোককে পুনরুত্থিত করবেন, তখন তাঁর সম্মুখেও তেমনই শপথ করবে, যেমন তোমাদের সামনে করছে (৫৩)। এবং তারা একথা মনে করছে যে, তারা কিছু করেছে (৫৪)। ওহে, শুনছো! নিশ্চয়, তারাই মিথ্যুক (৫৫)।

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ
اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ أَلَا إِنَّ
حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٩﴾

১৯. তাদের উপর শয়তান বিজয়ী হয়ে গেছে, সুতরাং তাদের নিকট থেকে আল্লাহ্‌র স্মরণকে বিস্মৃত করে দিয়েছে। তারা শয়তানের দল। শুনছো! নিশ্চয় শয়তানেরই দল ক্ষতির মধ্যে রয়েছে (৫৬)।

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴿٢٠﴾

২০. নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সর্বাধিক লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত।

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ
قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢١﴾

২১. আল্লাহ্ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন (৫৭) যে, 'অবশ্যই আমি বিজয়ী হবো এবং আমার রসূল (৫৮)।' নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিমান, মহা সম্মানিত।

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا
آبَاءَهُمْ أَوْ

২২. আপনি পাবেননা ঐসব লোককে, যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে আল্লাহ্ ও শেষ দিনের উপর এমনি যে, তারা বন্ধুত্ব রাখে ঐসব লোকের সাথে, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে (৫৯), যদিও তারা তাদের পিতা অথবা

টীকা-৪৭. শানে নুযূলঃ এ আয়াত আবদুল্লাহ্ ইবনে নাব্‌তাল্ মুনাফিকের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের মজলিসে হাযির থাকতো আর সেখানকার কথা ইহুদীদের নিকট পৌঁছাতো। একদিন হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পবিত্র বাসস্থানে তাশরীফ রেখেছিলেন। হুযূর এরশাদ ফরমান, "এখন একজন লোক আসবে, যার অন্তর অতি কঠোর এবং সে শয়তানের দৃষ্টিতে দেখে।" কিছুক্ষণ পর আবদুল্লাহ্ ইবনে নাব্‌তাল আসলো। তার চোখ ছিলো নীল বর্ণের। হুযূর সৈয়্যদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, "তুমি ও তোমার সাথীগণ আমাদেরকে গালি দাও কেন?" সে শপথ করেই বললো যে, তারা তেমন করে না এবং আপন সাথীদেরকেও নিয়ে আসলো। তারাও শপথ করে বললো, "আমরা আপনাকে গালি দিইনি।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৪৮. যেগুলো মিথ্যা

টীকা-৪৯. যাতে নিজেদের প্রাণ ও সম্পদ রক্ষা পায়।

টীকা-৫০. অর্থাৎ মুনাফিকগণ তাদের এই চক্রান্তের মাধ্যমে লোকজনকে জিহাদ থেকে নিবৃত্ত করেছে এবং কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, অর্থ এ যে, লোকজনকে ইসলামগ্রহণে বাধা দিয়েছে।

টীকা-৫১. আখিরাতে।

টীকা-৫২. এবং ক্বিয়ামত-দিবসে তাদেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

টীকা-৫৩. যে, দুনিয়ার মধ্যে নিষ্ঠাবান মু'মিন ছিলো।

টীকা-৫৪. অর্থাৎ তারা নিজেদের এই মিথ্যা শপথগুলোকে উপকারী মনে করে।

টীকা-৫৫. নিজেদের শপথসমূহে। আর এমন মিথ্যুক যে, দুনিয়ায়ও মিথ্যা বলতে থাকে এবং আখিরাতেও; রসূলের সামনেও, আল্লাহ্‌র সামনেও।

টীকা-৫৬. যে, জান্নাতের স্থায়ী নি'মাতসমূহ থেকে বঞ্চিত এবং জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তিতে গ্রেফতার।

টীকা-৫৭. 'লওহ্-ই-মাহ্‌ফূয'-এর মধ্যে

টীকা-৫৮. যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা অথবা তরবারি দ্বারা।

টীকা-৫৯. অর্থাৎ মু'মিনদের মধ্য থেকে; এটা হতেই পারে না এবং তাঁদের জন্য শোভা পায় না। বস্তুতঃ ঈমান এ কথা পছন্দই করেনা যে, খোদা ও রসূলের শত্রুর সাথে বন্ধুত্ব রাখবে।

মাস্‌আলাঃ এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মহীন, অধার্মিক এবং আল্লাহ্ ও রসূলের শানে যারা বেয়াদবী করে, তাদের সাথে ভালবাসা খা ও

বা

মেলামেশা করা বৈধ নয়।

টীকা-৬০. সুতরাং হযরত আবূ ওবায়দাহ্ ইবনে জাররাহ্ উহুদের যুদ্ধে আপন পিতা জার্রাহ্কে হত্যা করেছিলেন। আর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বদরের যুদ্ধের দিন আপন পুত্র আবদুর রহমানকে সম্মুখ-যুদ্ধের জন্য আহ্বান করেছিলেন। অবশ্য, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ঐ যুদ্ধের অনুমতি দেননি। আর মাস্'আব ইবনে 'উমায়র আপন ভাই আবদুল্লাহ্ ইবনে 'উমায়রকে হত্যা করেছিলেন। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু স্বীয় মামা 'আ-স ইবনে হিশাম ইবনে মুগীরাকে বদরের দিন হত্যা করেছিলেন। হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব, হামযাহ্ ও আবূ ওবায়দাহ্ রবী'আর পুত্র ওত্বা ও শায়বাহ্ এবং ওয়ালীদ ইবনে উত্বাহ্কে বদরের যুদ্ধে হত্যা করেছিলেন; যারা তাঁদের আত্মীয় ছিলো। আল্লাহ্ ও রসূলের উপর যাঁরা ঈমান আনে তাঁদের নিকট (কাফিরদের সাথে) আত্মীয়তার কি-ই বা গুরুত্ব?

টীকা-৬১. এ 'রূহ' দ্বারা হয়তো 'আল্লাহ্র সাহায্য' বুঝানো হয়েছে অথবা 'ঈমান' অথবা 'ক্বোরআন' অথবা 'জিব্রাঈল' অথবা 'আল্লাহ্র রহমত', অথবা 'নূর' (জ্যোতি)।

أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

পুত্র, অথবা ভাই কিংবা নিজ জ্ঞাতি-গোত্রের লোক হয় (৬০)। এরা হচ্ছে ঐসব লোক, যাদের অন্তরগুলোতে আল্লাহ্ ঈমান অঙ্কিত করে দিয়েছেন এবং তাঁর নিকট থেকে রূহ দ্বারা তাঁদের সাহায্য করেছেন (৬১) এবং তাদেরকে বাগানসমূহে নিয়ে যাবেন; যেগুলোর পাদদেশে নহরসমূহ প্রবহমান, সেগুলোর মধ্যে স্থায়ী হবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট (৬২) এবং তারাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট (৬৩)। এটা আল্লাহ্র দল। শুনছো! আল্লাহ্রই দল সফলকাম। ★

সূরা হাশ্‌র

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সূরা হাশ্‌র মাদানী	আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-২৪ রুকূ'-৩

রুকূ' – এক

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾

১. আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করে যা কিছু আস্মানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে এবং তিনিই সম্মান ও প্রজ্ঞাময় (২)।

টীকা-৬২. তাঁদের ঈমান, নিষ্ঠা ও আনুগত্যের কারণে।

টীকা-৬৩. তাঁর রহমত ও বদান্যতা দ্বারা। ★

****

টীকা-১. 'সূরা হাশ্‌র' মাদানী। এতে তিনটি রুকূ', চব্বিশটি আয়াত, চারশ পঁয়তাল্লিশটি পদ এবং এক হাজার নয়শ তেরটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. শানে নুযূলঃ এ সূরাটি 'বনী নযীর' সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। এসব লোক ইহুদী ছিলো। যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনা তৈয়্যবাহ্য় তাশরীফ আনিয়ন করলেন, তখন তারা হুযূরের সাথে এ শর্তের ভিত্তিতে সন্ধি করলো যে, তারা না তাঁর (দঃ) সাথে থাকাবস্থায় কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, না তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। যখন বদরের যুদ্ধে ইসলামের বিজয় হলে, তখন বনী নযীর বললো, "ইনি ঐ নবী, যাঁর গুণাবলীর বিবরণ তাওরীতের মধ্যে রয়েছে।" অতঃপর যখন উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয়ের মতো অবস্থা হলো, তখন তারা সন্দেহের শিকার হলো এবং তারা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও হুযূরের প্রতি আত্মোৎসর্গ-কারীদের সাথে শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ ঘটালো। আর যেই সন্ধি করেছিলো তা ভঙ্গ করলো।

তারপর তাদের (ইহুদীগণ) একজন নেতা কা'আব ইবনে আশ্‌রাফ ইহুদী চল্লিশজন ইহুদী নেতাকে সাথে নিয়ে মক্কা মুকার্‌রামাহ্য় পৌঁছলো এবং কা'বা মু'আয্যামার গিলাফ ধরে ক্বোরাঈশ নেতাদের সাথে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে অঙ্গীকার করলো। আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক জ্ঞানদানের কারণে হুযূর এদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

তাছাড়া, বনী নযীর সম্প্রদায় থেকে আরেকটা বিশ্বাসঘাতকতা এও সংঘটিত হয়েছিলো যে, তারা দুর্গের উপর থেকে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর অসদুদ্দেশ্যে একটা পাথর খণ্ড আপতিত করেছিলো। আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ব থেকে হুযূরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন আর আল্লাহ্র অনুগ্রহক্রমে হুযূর নিরাপদে ছিলেন।

★ 'সূরা মুজাদালাহ্' সমাপ্ত।

মোটকথা, বনী নযীর গোত্রের ইহুদী সম্প্রদায় বিশ্বাসঘাতকতা করলো ও সন্ধিভঙ্গ করলো এবং ক্বোরাঈশ বংশের কাফিরদের সাথে হুযূরের বিরুদ্ধে সাহায্যের অঙ্গীকার করেছিলো। তখন হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মুহাম্মদ ইবনে মাস্‌লামাহ্ আন্‌সারীকে নির্দেশ দিলেন। সুতরাং তিনি কা'আব ইবনে আশ্‌রাফকে হত্যা করে ফেলনেন। অতঃপর হুযূর সৈন্যবাহিনী সহকারে বনী নযীরের দিকে রওনা হলেন এবং তাদেরকে অবরোধ করে ফেললেন। এই অবরোধ একুশ দিন স্থায়ী হলো। ইত্যবসরে মুনাফিকগণ ইহুদীদের সাথে সমবেদনা ও একাত্মতার বহু অঙ্গীকার করেছিলো। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সবাইকে অকৃতকার্য করে দিলেন। ইহুদীদের অন্তরে আতঙ্ক সৃষ্টি করলেন। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে (ইহুদীগণ) হুযূরের নির্দেশে বহিষ্কৃত হতে হলো। সুতরাং তারা সিরিয়া, আরীহা ও খায়বারের দিকে চলে গিয়েছিলো।

টীকা-৩. অর্থাৎ বনী নযীর গোত্রের ইহুদীগণ।

টীকা-৪. যারা মদীনা তৈয়্যবায় ছিলো।

هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ۔ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِي الْاَبْصَارِ ②

২. তিনিই হন, যিনি ঐসব কাফির কিতাবীকে (৩) তাদের গৃহসমূহ থেকে বহিষ্কার করেছেন (৪) তাদের প্রথম সমাবেশের জন্য (৫)। তোমাদের ধারণা ছিলো না যে, তারা বের হবে (৬) এবং তারা মনে করতো যে, তাদের দুর্গসমূহ তাদেরকে আল্লাহ্ (-এর শাস্তি) থেকে রক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহ্‌র নির্দেশ তাদের নিকট এসেছে যেখান থেকে তাদের ধারণাও ছিলো না (৭)। এবং তিনি তাদের অন্তরসমূহে আতঙ্কের সঞ্চার করলেন (৮) যে, তারা আপন গৃহসমূহ ধ্বংস করছে নিজেদের হাতে (৯) এবং মুসলমানদের হাতেও (১০); সুতরাং শিক্ষা গ্রহণ করো হে চক্ষুষ্মানগণ!

وَلَوْلَآ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ③

৩. এবং যদি এটা না হতো যে, আল্লাহ্ তাদের জন্য ঘরবাড়ী থেকে উৎখাত হওয়া লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন, তবে পৃথিবীতেই তাদের উপর শাস্তি আপতিত করতেন (১১) এবং তাদের জন্য (১২) আখিরাতে আগুনের শাস্তি রয়েছে।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَآقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ④

৪. এটা এ জন্য যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে রয়েছে (১৩) এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ্‌র শাস্তি বড়ই কঠিন।

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰٓى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ ⑤

৫. যেই বৃক্ষগুলো তোমরা কেটেছো অথবা সেগুলোর মূলের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছো– এ সবই আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে ছিলো (১৪) এবং এ জন্য যে, ফাসিকগণকে

টীকা-৫. এ বহিষ্কার তাদের 'প্রথম হাশর' (নির্বাসনে প্রথম একত্রিকরণ) ছিলো। দ্বিতীয় 'হাশর' তাদের এ যে, আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাদেরকে আপন খিলাফতের যুগে 'খায়বার' থেকে সিরিয়ার দিকে বহিষ্কার করেছিলেন। অথবা সর্বশেষ 'হাশর' 'ক্বিয়ামত-দিবসের হাশরই'। তা এভাবে যে, আগুন সমস্ত লোককে সিরিয়াভূমির দিকে নিয়ে যাবে এবং সেখানেই তাদের উপর ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে।

এরপর মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে–

টীকা-৬. মদীনা থেকে। কেননা, তারা শক্তিশালী এবং তারা সৈন্যবাহিনী ও মজবুত দুর্গের অধিকারী ছিলো। তাদের সংখ্যাও ছিলো প্রচুর। তারা ছিলো জায়গীরদার ও সম্পদশালী।

টীকা-৭. অর্থাৎ এ আশংকাও ছিলো না যে, মুসলমানগণ তাদের বিরুদ্ধে হামলা করতে পারবে।

টীকা-৮. তাদের নেতা কা'আব ইবনে আশ্‌রাফের হত্যার কারণে।

টীকা-৯. এবং সেগুলোকে ভেঙ্গে ফেলছে, যাতে যেসব কাঠ ইত্যাদি তাদের পছন্দ হয় তা বহিষ্কৃত হবার সময় তাদের সাথে নিয়ে যেতে পারে।

টীকা-১০. যে, তাদের গৃহসমূহের যে অংশ অবশিষ্ট থাকতো সেগুলো মুসলমানেরা ভেঙ্গে ফেলতেন, যাতে যুদ্ধের জন্য ময়দান পরিষ্কার হয়ে যায়।

টীকা-১১. এবং তাদেরকে হত্যা ও কারাগারে বন্দী করতেন যেমন বনী ক্বোরায়যা গোত্রের ইহুদীদের সাথে করেছিলেন।

টীকা-১২. যে কোন অবস্থায়– চাই তাদের জন্মভূমি থেকে বহিষ্কার করা হোক কিংবা হত্যা করা হোক।

টীকা-১৩. অর্থাৎ বিরুদ্ধাচরণে তৎপর থাকে।

টীকা-১৪. শানে নুযূলঃ যখন বনী নযীর তাদের দুর্গসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করলো, তখন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদের বৃক্ষাদি কেটে ফেলার এবং সেগুলো জ্বালিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। এর ফলে, আল্লাহ্‌র ঐ সব শত্রু খুব ভীত হয়ে পড়লো ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলো। আর বলতে লাগলো– "তোমাদের কিতাবে কি এ নির্দেশ আছে?" এতে মুসলমানদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হলো। কেউ কেউ বললো, "বৃক্ষাদি কেটো না– এ

গুলো গণীমত; যা আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে দান করেছেন।" কেউ কেউ বললো, "এর মাধ্যমে কাফিরদেরকে লাঞ্ছিত করা ও তাদেরকে ক্রোধান্বিত করাই মঞ্জুর হয়েছে।" এই প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হলো। আর তাতে বলে দেয়া হয়েছে যে, মুসলমানদের মধ্যে যারা বৃক্ষাদি কর্তনকারী ছিলেন তাঁদের কাজও সঠিক ছিলো। আর যাঁরা সেগুলো কাটতে অনিচ্ছা প্রকাশ করছেন তাঁরাও ঠিক বলছেন। কেননা, বৃক্ষাদি কাটা অথবা না কেটে রেখে দেয়া– এ উভয়টিই আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে হচ্ছে।

টীকা-১৫. অর্থাৎ ইহুদীদেরকে লাঞ্ছিত করবেন বৃক্ষাদি কেটে ফেলার নির্দেশ দিয়ে।

টীকা-১৬. অর্থাৎ বনী-নযীর গোত্রের ইহুদী সম্প্রদায় থেকে।

টীকা-১৭. অর্থাৎ তজ্জন্য তোমাদেরকে কোন কষ্ট ও দুঃখ সহ্য করতে হয়নি। শুধু দু'মাইলের দূরত্ব ছিলো। সবাই পদব্রজেই চলে গিয়েছিলো। কেবল রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামই আরোহী ছিলেন।

টীকা-১৮. আপন শত্রুদের মধ্য থেকে। অর্থ এ যে, বনী নযীর থেকে যেই 'গণীমত' (সম্পদ) পাওয়া গিয়েছিলো, তজ্জন্য মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করতে হয়নি। আল্লাহ্ তা'আলা আপন রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে তাদের উপর কর্তৃত্ব দান করেছেন। সুতরাং এ সম্পদ হুযূরেরই মর্জির উপর নির্ভরশীল। তিনি যেখানেই চান ব্যয় করবেন। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঐ মাল মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। আর আনসারদের মধ্যে শুধু তিনজন অভাবী লোককেই দিয়েছিলেন। তাঁরা হলেনঃ ১) আবূ দুজানা সাম্মাক ইবনে খারশাহ্, ২) সাহল ইবনে হানীফ এবং ৩) হারিস ইবনে সিম্মাহ।

টীকা-১৯. প্রথমে আয়াতে গণীমতের যে বিধান উল্লেখ করা হয়েছে, এ আয়াতে সেটারই বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। কোন কোন তাফসীরকারক এ অভিমতের বিরোধিতা করেছেন। আর বলেছেন যে, প্রথম আয়াত বনী নযীরের সম্পদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তা আল্লাহ্ তা'আলা আপন রসূলের জন্যই খাস্ করেছেন। আর এ (শেষোক্ত) আয়াত ঐ সমস্ত শহরের গণীমত সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, যা মুসলমানেরা নিজেদের শক্তি প্রয়োগ পূর্বক অর্জন করেন। (মাদারিক)

সূরা ঃ ৫৯ হাশ্র ৯৮৩ পারা ঃ ২৮

অপমানিত করবেন (১৫)।

৬. এবং আল্লাহ্ আপন রসূলকে তাদের নিকট থেকে (১৬) যেই গণীমত প্রদান করিয়েছেন। অতঃপর তোমরা তো তাদের উপর না নিজেদের অশ্ব পরিচালনা করেছো এবং না উষ্ট্র (১৭)। হাঁ, আল্লাহ্ আপন রসূলগণের আয়ত্বে দিয়ে দেন যাকে চান (১৮)। এবং আল্লাহ্ সব কিছু করতে পারেন।

৭. যেই গণীমত প্রদান করিয়েছেন আল্লাহ্ আপন রসূলকে নগরবাসীদের নিকট থেকে (১৯), তা আল্লাহ্ ও রসূলের এবং নিকট-আত্মীয়দের (২০) এবং এতিম, মিসকীন ও মুসাফিরদের, যাতে তা তোমাদের ধনীদের সম্পদ না হয়ে যায় (২১) এবং যা কিছু তোমাদেরকে রসূল দান করেন, তা গ্রহণ করো (২২)। আর যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো এবং আল্লাহ্কে ভয় করো (২৩)! নিশ্চয় আল্লাহ্র শাস্তি কঠিন (২৪)।

৮. ঐসব দরিদ্র হিজরতকারীদের জন্য, যাদেরকে আপন গৃহ ও সম্পদ থেকে উৎখাত

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا
أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَ
لَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝٦

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ
فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ
دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ۚ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ۝٧
لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا
مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ

মানযিল - ৭

টীকা-২০. 'নিকটাত্মীয়গণ' দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকটাত্মীয়গণ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ বনূ-হাশিম ও বনূ মুত্তালিব।

টীকা-২১. আর গরীব ও অভাবীগণ ক্ষতিগ্রস্ত থেকে যায়। যেমন– অন্ধকার যুগের প্রথা ছিলো যে, 'গণীমত' থেকে এক চতুর্থাংশ তো নেতৃবর্গই নিয়ে নিতো, অবশিষ্ট সম্পদ সম্প্রদায়ের অন্যান্য লোকদের জন্য রেখে দিতো। তা থেকেও অর্থশালী লোকেরা বেশীর ভাগ নিয়ে নিতো। ফলে, গরীব-অভাবীদের জন্য অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকতো। এই প্রথানুসারে লোকেরা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরয করলেন, "হুযূর! গণীমতের এক চতুর্থাংশ আপনি নিন। অবশিষ্টাংশ আমরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবো।" আল্লাহ্ তা'আলা তা বাতিল করে দিলেন এবং বন্টনের ইখ্তিয়ার নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকেই প্রদান করলেন এবং এর নিয়মাবলীও এরশাদ ফরমায়েছেন।

টীকা-২২. 'গণীমত' থেকে। কেননা, তা তোমাদের জন্য বৈধ। অথবা অর্থ এই যে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে যেই নির্দেশ দেন সেটারই আনুগত্য করো। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ প্রত্যেক বিষয়ে অপরিহার্য।

টীকা-২৩. নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করো না এবং তাঁর নির্দেশ পালন করার ক্ষেত্রে আলস্য করো না।

টীকা-২৪. তাদের উপর, যারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অমান্য করে। আর গণীমতের মালের মধ্যে যেমন উপরোল্লেখিত লোকদের প্রাপ্য রয়েছে, তেমনি

টীকা-২৫. এবং তাদের ঘর-বাড়ী ও সম্পদ মক্কার কাফিরগণ জবর-দখল করে নিয়েছিলো।

মাস্‌আলাঃ এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হলো যে, কাফিরগণ তাদের বিজয় দ্বারা মুসলমানদের সম্পদের মালিক হয়ে যায়।

টীকা-২৬. অর্থাৎ আখিরাতের সাওয়াব।

টীকা-২৭. স্বীয় জীবন ও সম্পদ দ্বারা দ্বীন রক্ষার ক্ষেত্রে।

টীকা-২৮. ঈমান ও নিষ্ঠার।

ক্বাতাদাহ্ বলেন যে, ঐসব মুহাজির ঘর-বাড়ি, ধন-সম্পদ ও সম্প্রদায় আল্লাহ্ তা'আলা ও রসূলের ভালবাসায় ত্যাগ করেছেন, ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং এমন সব নির্যাতন ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন যেগুলোর তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করার কারণে সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাঁদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিলো যে, ক্ষুধার তীব্রতার কারণে পেটে পাথর বাঁধতেন, শীতের মৌসুমে গরম কাপড় না থাকার কারণে গর্ত ও গুহাগুলোর মধ্যে কালাতিপাত করতেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত যে, গরীব মুহাজিরগণ ধনীদের চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

টীকা-২৯. অর্থাৎ মুহাজিরদের পূর্বে অথবা তাদের হিজরত করার পূর্বে, বরং নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের পূর্বে।

টীকা-৩০. মদীনা পাক।

টীকা-৩১. অর্থাৎ মদীনা পাককে জন্মভূমি ও ঈমানকে আপন স্থায়ী ঠিকানা করে নিয়েছেন এবং ইসলামগ্রহণ করেছেন আর হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের দু'বছর পূর্বে মসজিদসমূহ নির্মাণ করেছেন। তাদের অবস্থা এই যে,

فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ⑧

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۗ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ⑨

করা হয়েছে (২৫) তাঁরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ (২৬) ও তাঁর সন্তুষ্টি চায় এবং আল্লাহ্ ও রসূলের সাহায্য করে (২৭)। তারাই সত্যবাদী (২৮)।

৯. এবং যারা প্রথম থেকে (২৯) এ শহর (৩০) ও ঈমানের মধ্যে গৃহ নির্মাণ করেছে (৩১), তারা বন্ধুত্ব করে তাদেরই সাথে, যারা তাদের প্রতি হিজরত করে গেছে (৩২) এবং নিজেদের অন্তরগুলোর মধ্যে কোন প্রয়োজন খুঁজে পায়না (৩৩) ঐ বস্তুর, যা তাদেরকে প্রদান করা হয়েছে (৩৪) এবং নিজেদের প্রাণের উপর তাদেরকে প্রাধান্য দেয় (৩৫) যদিও তাদের অভাব অত্যন্ত প্রকট হয় (৩৬), এবং যাকে আপন প্রবৃত্তির লোভ থেকে রক্ষা করা হয়েছে (৩৭), সুতরাং তারাই সফলকাম।

টীকা-৩২. সুতরাং আপন ঘরে তাঁদেরকে নিয়ে এসে বসবাস করতে দেন, স্বীয় সম্পদে তাঁদেরকে অর্দ্ধেক অংশের অংশীদার করতেন।

টীকা-৩৩. অর্থাৎ তাদের অন্তরে কোন কামনা ও চাহিদা সৃষ্টি হয়না।

টীকা-৩৪. মুহাজিরগণ। অর্থাৎ মুহাজিরগণকে যেই গণীমতের মাল দেয়া হয়েছে, আনসারীদের মনে সেগুলোর প্রতি কোনরূপ কামনাই সৃষ্টি হয় না। তবে, ঈর্ষা সৃষ্টি হওয়া তো স্বাভাবিক ছিলো। কিন্তু বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বরকত অন্তরসমূহকে এমনই পবিত্র করে দিয়েছিলো যে, আনসারীগণ মুহাজিরদের সাথে এমন সদ্ব্যবহার করেন।

টীকা-৩৫. অর্থাৎ মুহাজিরগণকে।

টীকা-৩৬. শানে নুযূলঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে একজন ক্ষুধার্ত লোক এসেছিলো। হুযূর পবিত্র বিবিগণের নিকট ঘরে কোন খাদ্যবস্তু আছে কিনা জানতে চাইলেন। জানতে পারলেন যে, কোন বিবির নিকট কিছুই মওজুদ নেই। তখন হুযূর সাহাবা কেরামকে বললেন, "যে ব্যক্তি এ লোককে মেহমান করে নেবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি দয়াপরবশ হবেন।" হযরত আবূ তালহা আনসারী দণ্ডায়মান হলেন। অতঃপর হুযূরের নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে মেহমানকে আপন গৃহে নিয়ে গেলেন। ঘরে গিয়ে বিবিকে জিজ্ঞাসা করলেন ঘরে কিছু আছে কিনা। তিনি বললেন, "কিছুই নেই। শুধু ছোট শিশুদের জন্য স্বল্প খাবার রেখেছি।" হযরত আবূ তালহা বললেন, "ছেলেদেরকে ফুসলিয়ে শুইয়ে দাও। আর যখন মেহমান খেতে বসবে, তখন বাতি ঠিক করার বাহানা করে তা নিভিয়ে দাও যাতে সে তৃপ্ত হয়ে আহার করে নেয়।"

ঐ সিদ্ধান্তটা তিনি এ জন্যই গ্রহণ করলেন যেন মেহমানটা এ কথা জানতে না পারে যে, ঘরের লোকেরা তার সাথে আহার করছেন না। কেননা, এ কথা জানতে পারলে সে সংকোচ বোধ করবে। যেহেতু, খাবার পরিমাণে কম ছিলো, সুতরাং সে ক্ষুধার্ত থেকে যাবে। এভাবেই মেহমানকে আহার করালেন। আর ঘরের সব লোক ক্ষুধার্ত অবস্থায়ই রাত অতিবাহিত করলেন।

যখন ভোর হলো এবং বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন, তখন হুযূর আক্বদাস আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম এরশাদ ফরমালেন, "গত রাতে অমুক অমুক লোক আশ্চর্যজনক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছেন।" আর এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৩৭. অর্থাৎ যার অন্তরকে লোভ-লালসা থেকে পবিত্র করা হয়েছে,

টীকা-৩৮. অর্থাৎ মুহাজিরগণ ও আনসার। এতে ক্বিয়ামত পর্যন্ত যত মুসলমানের সৃষ্টি হবে সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

টীকা-৩৯. অর্থাৎ রসূল (দঃ) এর সাহাবীগণের প্রতি।

মাস্আলাঃ যার অন্তরে কোন সাহাবীর প্রতি হিংসা বিদ্বেষ থাকে এবং যে তাঁর জন্য আল্লাহ্র রহমত ও মাগফিরাত কামনা করেনা, সে মু'মিনদের সমস্ত স্তরেরই বহির্ভূত। কেননা, এখানে মু'মিনদের তিনটা স্তরের উল্লেখ করা হয়েছেঃ– ১) মুহাজিরগণ, ২) আনসার এবং ৩) তাদের পরবর্তীগণ। যারা তাঁদেরই অনুসারী হয় এবং তাঁদের প্রতি অন্তরে কোন হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে না আর তাঁদের জন্য মাগফিরাতের প্রার্থনা করে।

وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٠﴾

১০. এবং ঐসব লোক, যারা তাদের পরে এসেছে (৩৮) তারা আরয করে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা করো এবং আমাদের ভাইদেরকেও, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে এবং আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের দিক থেকে হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না (৩৯)! হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমিই অতি দয়ার্দ্র, দয়াময়।

রুকূ' – দুই

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ أَحَدًا أَبَدًا ۙ وَّإِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١١﴾

১১. আপনি কি মুনাফিকদেরকে দেখেননি (৪০), যারা তাদের কিতাবী কাফির ভাইদেরকে (৪১) বলে, 'যদি তোমরা নির্বাসিত হও (৪২) তবে অবশ্যই আমরাও তোমাদের সাথে বের হয়ে যাবো এবং অবশ্যই তোমাদের সম্পর্কে কারো কথা মানবো না (৪৩); এবং তোমাদের সাথে যুদ্ধ বাঁধলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করবো?' এবং আল্লাহ্ সাক্ষী রয়েছেন এ মর্মে যে, 'তারা মিথ্যুক' (৪৪)।'

لَئِنْ أُخْرِجُوْا لَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ ۚ وَلَئِنْ قُوْتِلُوْا لَا يَنْصُرُوْنَهُمْ ۚ وَلَئِنْ نَّصَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ۙ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿١٢﴾

১২. যদি তারা নির্বাসিত হয় (৪৫) তবে এরা তাদের সাথে বের হবে না এবং তাদের সাথে যুদ্ধ বাঁধলে, তবে এরা তাদের সাহায্য করবে না (৪৬), যদি তাদের সাহায্যও করতে আসে, তবে অবশ্যই পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে পলায়ন করবে। অতঃপর (৪৭) সাহায্য পাবে না।

لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿١٣﴾

১৩. নিশ্চয় (৪৮) তাদের অন্তরে আল্লাহ্র চেয়ে তোমাদের ভয় অধিক রয়েছে (৪৯)। এটা এ জন্য যে, তারা বোধশক্তিহীন লোক (৫০)।

সুতরাং যারা সাহাবা-কেরামের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে– চাই 'রাফেযী (শিয়া) সম্প্রদায়' হোক কিংবা 'খারেজী' হোক, তারা মুসলমানদের ঐ তিনটা স্তরেরই বহির্ভূত। হযরত উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দীক্বা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা বলেন যে, লোকজনকে নির্দেশ তো এটাই দেয়া হয়েছে যেন, তারা সাহাবীগণের জন্য মাগফিরাতের প্রার্থনা করে, কিন্তু তারা করছে কি? তারা কি তদস্থলে (তাঁদেরকে) গালি দেয়? ★

টীকা-৪০. আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে আবী সুলূল মুনাফিক ও তার সঙ্গীদেরকে?

টীকা-৪১. অর্থাৎ বনী ক্বোরায়যা ও বনী নযীর– দু' ইহুদী সম্প্রদায়কে

টীকা-৪২. মদীনা শরীফ থেকে,

টীকা-৪৩. অর্থাৎ তোমাদের বিরুদ্ধে কারো কথা মানবো না– না মুসলমানদের, না রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের;

টীকা-৪৪. অর্থাৎ মুনাফিকদের সাথে ইহুদীদের; এসব প্রতিশ্রুতিই মিথ্যা। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের অবস্থা সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন–

টীকা-৪৫. অর্থাৎ ইহুদী সম্প্রদায়।

টীকা-৪৬. সুতরাং এমনই ঘটেছে। ইহুদীগণ বহিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু মুনাফিকগণ তাদের সাথে বের হয়নি এবং ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ হয়েছে; কিন্তু মুনাফিকরা ইহুদীদের সাহায্য করেনি।

টীকা-৪৭. যখন এসব সাহায্যকারী পালিয়ে বের হয়ে যাবে তখন ইহুদীগণ

টীকা-৪৮. হে মুসলমানগণ!

টীকা-৪৯. যে, তোমাদের সম্মুখে তো কুফর প্রকাশ করতে ভয় পাচ্ছে এবং এ কথা জানা সত্ত্বেও যে, আল্লাহ্ তা'আলা অন্তরসমূহের গোপন কথা জানেন– তারা অন্তরে কুফর গোপন করছে।

টীকা-৫০. আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ত্ব সম্বন্ধে জানেনা। নতুবা যেভাবে তাঁকে ভয় করা আবশ্যক সেভাবেই ভয় করতো।

★ ভ্রান্ত রাফেযী শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা এবং তাদের অনুসারীরাই এমন অপকর্মে লিপ্ত হয়।

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾

১৪. এরা সবাই মিলেও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে না; কিন্তু দূর্গ-ঘেরা নগরসমূহে অথবা প্রাচীরের পেছনে। পরস্পরের মধ্যে তাদের যুদ্ধ ভীষণ (৫১)। তোমরা তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করবে এবং তাদের অন্তরসমূহ পৃথক পৃথক। এটা এ জন্য যে, তারা বিবেকহীন লোক (৫২)।

كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۖ ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٥﴾

১৫. তাদের দৃষ্টান্ত; ঐ সমস্ত লোকের মতো, যারা তাদের অব্যবহিত পূর্বেই ছিলো (৫৩); তারা আপন কৃতকর্মের অশুভ পরিণতি ভোগ করেছে (৫৪) এবং তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে (৫৫)।

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾

১৬. শয়তানের দৃষ্টান্ত; যখন সে মানুষকে বললো, 'কুফর করো!' অতঃপর যখন সে কুফর করে ফেলেছে, তখন বললো, 'আমি তোমার নিকট থেকে পৃথক হই। আমি আল্লাহকে ভয় করি, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক (৫৬)।'

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿١٧﴾ ع

১৭. সুতরাং ঐ দু'জনের (৫৭) পরিণতি এ হলো যে, তারা উভয়ই আগুনের মধ্যে রয়েছে, তাতেই তারা স্থায়ী হবে এবং যালিমদের এ শাস্তি।

রুকূ' – তিন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

১৮. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো (৫৮), এবং প্রত্যেকের দেখা উচিৎ যে, আগামীকালের জন্য সে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে (৫৯), এবং আল্লাহকে ভয় করো (৬০)। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের কার্যাদি সম্পর্কে অবহিত আছেন।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾

১৯. এবং তাদের মতো হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে বসেছে (৬১), অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন যে, নিজ প্রাণের কথাও তাদের স্মরণ নেই (৬২)। তারাই ফাসিক্ব।

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۚ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾

২০. দোযখবাসীগণ (৬৩) এবং জান্নাতবাসীগণ (৬৪) এক সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম।

لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

২১. যদি আমি এই ক্বোরআনকে কোন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম (৬৫), তবে অবশ্যই তুমি সেটাকে দেখতে অবনত, টুকরো টুকরো অবস্থায়, আল্লাহ্‌র ভয়ে (৬৬)। এবং এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য আমি বর্ণনা করি, যেন তারা-চিন্তা ভাবনা করে।

টীকা-৫১. অর্থাৎ যখন তারা পরস্পর পরস্পরের সাথে যুদ্ধ করে, তখন তারা খুবই কঠোর ও শক্তিশালী; কিন্তু মুসলমানদের মুকাবিলায় কাপুরুষ ও অকৃতকার্য প্রমাণিত হবে।

টীকা-৫২. এরপর ইহুদীদের একটা দৃষ্টান্ত এরশাদ ফরমান–

টীকা-৫৩. অর্থাৎ তাদের অবস্থা মক্কার মুশরিকদের মতোই। যেমন– বদরের যুদ্ধে–

টীকা-৫৪. অর্থাৎ রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি শত্রুতা পোষণ করার ও কুফর করার; অর্থাৎ লাঞ্ছনা ও অবমাননা সহকারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

টীকা-৫৫. এবং বনী নযীর গোত্রের ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রতি মুনাফিকদের আচরণ এমনই ছিলো যেমন

টীকা-৫৬. অনুরূপভাবে, মুনাফিকগণ বনী নযীর সম্প্রদায়ের ইহুদীদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছে। যুদ্ধের জন্য উদ্ধত করেছে, তাদেরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আর যখন তাদের কথামত এরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো, তখন মুনাফিকরা বসে রইলো, তাদের সাথে যোগ দিলো না।

টীকা-৫৭. অর্থাৎ ঐ শয়তান ও মানুষের

টীকা-৫৮. এবং তাঁর নির্দেশের বিরোধিতা করোনা।

টীকা-৫৯. অর্থাৎ ক্বিয়ামত-দিবসের জন্য কি কি কর্ম করেছে!

টীকা-৬০. তাঁর ইবাদত-বন্দেগী ও আনুগত্যে তৎপর থাকো।

টীকা-৬১. তাঁর আনুগত্য বর্জন করেছে,

টীকা-৬২. যে, তাদের জন্য উপকারী ও কাজে আসে এমন কাজ করে নিতো।

টীকা-৬৩. যাদের জন্য স্থায়ী শাস্তি রয়েছে।

টীকা-৬৪. যাদের জন্য স্থায়ী জীবন ও স্থায়ী আরামদায়ক জীবিকা রয়েছে।

টীকা-৬৫. এবং সেটাকে ইনসানের মতো বিবেক-বুদ্ধি দান করতাম,

টীকা-৬৬. অর্থাৎ ক্বোরআনের মহত্ব ও

মর্যাদা এমনই যে, পাহাড়ের যদি বোধশক্তি থাকতো তাহলে তা এত শক্ত ও মজবুত হওয়া সত্ত্বেও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতো। এ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, কাফিরদের অন্তর কতই পাষাণ যে, এতই মহৎ বাণী দ্বারাও প্রভাবিত হচ্ছে না।

টীকা-৬৭. অস্তিত্বময়েরও, অস্তিত্বহীনেরও, দুনিয়ারও, আখিরাতেরও।

টীকা-৬৮. রাজ্য ও রাজত্বের প্রকৃত মালিক যে, সমস্ত সৃষ্টি তাঁরই রাজ্য ও রাজত্বের অধীনে, এবং তাঁর মালিকত্ব ও বাদশাহী চিরস্থায়ী, যা কখনো ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না।

টীকা-৬৯. যে কোন প্রকারের দোষ-ত্রুটি থেকে ও সমস্ত মন্দ থেকে।

টীকা-৭০. আপন সৃষ্টিকে।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٢٢﴾

২২. তিনিই হন আল্লাহ্ যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই; প্রত্যেক অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্যের জ্ঞাতা (৬৭)। তিনিই হন মহা দয়ালু, করুণাময়।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. তিনিই হন আল্লাহ্, যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই; বাদশাহ্ (৬৮), অতি পবিত্র (৬৯), শান্তিদাতা (৭০), নিরাপত্তা প্রদানকারী (৭১), রক্ষাকারী, পরম সম্মানিত, মহান, দম্ভশীল (৭২); আল্লাহ্ পবিত্র তাদের শির্ক থেকে।

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٤﴾

২৪. তিনিই হন আল্লাহ্, নির্মাতা, স্রষ্টা (৭৩); প্রত্যেককে রূপদাতা (৭৪); তাঁরই সব ভালো নাম (৭৫)। তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করে যা কিছু আসমান ও যমীনে রয়েছে এবং তিনিই সম্মান ও প্রজ্ঞাময়। ★

সূরা মুমতাহিনা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা মুমতাহিনা মাদানী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-১৩ রুকূ'-২

রুকূ' - এক

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ

১. হে ঈমানদারগণ! আমার ও তোমাদের শত্রুকে মিত্ররূপে গ্রহণ করো না (২)। তোমরা তাদের নিকট খবরাদি পৌঁছাচ্ছো বন্ধুত্বের

টীকা-৭১. আপন শাস্তি থেকে আপন অনুগত বান্দাদেরকে।

টীকা-৭২. অর্থাৎ মহত্ব ও বড়ত্বের অধিকারী, আপন সত্তা ও সমস্ত গুণাবলীতে এবং আপন মহত্ব প্রকাশ করা তাঁরই জন্য শোভা পায় ও তিনি এর উপযোগী। যেহেতু তাঁর প্রত্যেকটা পরিপূর্ণতা মহান এবং তাঁর প্রত্যেকটা গুণ উচ্চ; সৃষ্টির মধ্যে কারো জন্য শোভা পায় না যে, অহংকার অর্থাৎ আপন মহত্ব প্রকাশ করবে। বান্দার জন্য অক্ষমতা ও বিনয় প্রকাশ করাই শোভা পায়।

টীকা-৭৩. অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বময়কারী।

টীকা-৭৪. যেমন ইচ্ছা করেন।

টীকা-৭৫. নিরানব্বই, যেগুলো হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে। ★

* * * * * * *

টীকা-১. 'সূরা মুমতাহিনা' মাদানী; এতে দু'টি রুকূ', তেরটি আয়াত, তিনশ আটচল্লিশটি পদ এবং এক হাজার পাঁচশ দশটি বর্ণ আছে।

টীকা-২. অর্থাৎ কাফিরদেরকে।

শানে নুযূলঃ 'বনী হাশিম' গোত্রের এক দাসী 'সারাহ্' মদীনা তৈয়্যবাহ্য় বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে উপস্থিত হলো। তখন হুযূর মক্কা-বিজয়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। হুযূর তাকে বললেন, "তুমি কি মুসলমান হয়ে এসেছো?" সে বললো, "না।" হুযূর বললেন, "তাহলে কি হিজরত করে এসেছো?" আরয করলো, "না।" হুযূর বললেন, তাহলে কি জন্য এসেছো?" সে বললো, "অভাবের তাড়না সহ্য করতে না পেরে।" আবদুল মুত্তালিবের বংশধরেরা তাকে সাহায্য করলেন, কাপড় বুননের সামগ্রী দিলেন। হাতিব ইবনে আবী বাল্‌তা'আহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি তাকে দশটা দিনার দিলেন। একটা চাদর দান করলেন। আর একটা চিঠিও তার মাধ্যমে মক্কাবাসীদের প্রতি প্রেরণ করলেন। সেটার বিষয়বস্তু এ ছিলো যে, "বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তোমাদের উপর হামলা করার ইচ্ছা রাখেন। তোমাদের দ্বারা নিজেদের রক্ষা করার জন্য যা চেষ্টা-তদ্‌বীর সম্ভব হয়, করে নাও!"

'সারাহ্' ঐ চিঠি নিয়ে রওনা হয়ে গেলো। আল্লাহ্ তা'আলা আপন হাবীবকে এ সম্পর্কে খবর দিলেন। হুযূর আপন কতিপয় সাহাবীকে, যাঁদের মধ্যে হযরত

★ 'সূরা হাশ্‌র' সমাপ্ত।

আলী মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুও ছিলেন, ঘোড়ায় আরোহণ করিয়ে রওনা করে দিলেন, আর এরশাদ ফরমালেন, "রওয়া-ই-খাখ্ নামক স্থানে তোমরা একজন মুসাফির নারী দেখতে পাবে। তার নিকট হাতিব ইবনে আবী বালতা'আহর চিঠি রয়েছে; যা মক্কাবাসীদের প্রতি লেখা হয়েছে। উক্ত চিঠিখানা তার নিকট থেকে নিয়ে নাও এবং তাকে ছেড়ে দাও। আর যদি অস্বীকার করে তাহলে তার শিরশ্ছেদ করো।"

ঐসব হযরত রওনা হলেন। নারীটাকে ঠিক ঐ স্থানে গিয়ে পেলেন, যেখানে হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন। তারা তার নিকট চিঠিটা চাইলেন; সে অস্বীকার করলো আর শপথ করে বললো। সাহাবা কেরাম ফিরে আসার ইচ্ছা করলেন। হযরত আলী মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আল্লাহ্‌র শপথ করে বললেন– "বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের খবর অবাস্তব হতেই পারেনা।" অতঃপর তরবারি উঁচিয়ে ঐ নারীকে বললেন, "হয়ত চিঠি বের করে দে, নতুবা গর্দান রাখ্।" যখন সে দেখলো যে, হযরত হত্যা করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত, তখন আপন চুলের ঝুঁটির ভিতর থেকে চিঠিখানা বের করে দিলো।

হযরত বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত হাতেব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে ডেকে বললেন, "হে হাতেব! এর কারণ কি?" তিনি আরয করলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! আমি যখন থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছি তখন থেকে কখনো কুফর করিনি। আর যখন থেকেই হুযূরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছি, তখন থেকে কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। যখন থেকে মক্কাবাসীদেরকে ছেড়ে এসেছি, তখন থেকে কখনো তাদের প্রতি ভালবাসা আমার অন্তর আসেনি। তবে ঘটনা এ যে, আমি কোরাঈশের মধ্যে থাকতাম; কিন্তু তাদের গোত্রের লোক ছিলাম না। আমি ব্যতীত অন্য যেসব মুহাজির আছেন মক্কা মুকার্‌রামায় তাঁদের আত্মীয় স্বজন রয়েছে, যারা তাঁদের ঘর-বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ করে। আমি আমার পরিবার-পরিজনের জন্য আশঙ্কাবোধ করছিলাম। এ জন্য আমি চেয়েছি যে, আমি মক্কাবাসীদের কিছু উপকার করবো, যাতে তারা আমার পরিবারবর্গের প্রতি নির্যাতন না চালায়। আমি নিশ্চিতভাবেই জানি যে, মক্কাবাসীদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। আমার চিঠি তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না।"

বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর সেই ওযর গ্রহণ করলেন এবং সেটা সত্যায়ন করলেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আরয করলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল, সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! আমাকে অনুমতি দিন! আমি এ মুনাফিকের শিরশ্ছেদ করে দিই!" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "হে ওমর! (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু!) আল্লাহ্ তা'আলা খবর রাখেন; যখনই তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সম্পর্কে এরশাদ ফরমান– "যা ইচ্ছা হয় করো, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।" এ কথা শুনে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর দু'নয়নে অশ্রু প্রবাহিত হলো। আর এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো।

وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ
الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ
إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَ
ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ
وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن
يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ①

কারণে; অথচ তারা অস্বীকারকারী ঐ সত্যের, যা তোমাদের নিকট এসেছে (৩); ঘর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় (৪) রসূলকে ও তোমাদেরকে এ কারণে যে, তোমরা আপন প্রতিপালক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছো। যদি তোমরা বের হয়ে থাকো আমার পথে জিহাদ করার ও আমার সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করার জন্য, তা'হলে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না। তোমরা তাদের নিকট গোপনে ভালবাসার বার্তা প্রেরণ করছো; এবং আমি ভালভাবেই জানি যা তোমরা গোপন করো এবং যা প্রকাশ করো এবং তোমাদের মধ্যে যে কেউ এমন করে, নিশ্চয় সে সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়।

إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا
إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا
لَوْ تَكْفُرُونَ ②

২. তারা যদি তোমাদেরকে পায় (৫) তবে তোমাদের শত্রু হবে এবং তোমাদের প্রতি তাদের হাত (৬) ও তাদের রসনাগুলো (৭) অনিষ্ট সহকারেই প্রসারিত করবে এবং তাদের কামনা হচ্ছে যে, কোন মতে তোমরা কাফির হয়ে যাও (৮)!

لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا

৩. কখনো তোমাদের কাজে আসবে না তোমাদের আত্মীয়তা এবং না তোমাদের

টীকা-৩. অর্থাৎ ইসলাম ও কোরআন;

টীকা-৪. অর্থাৎ মক্কা মুকার্‌রামাহ্ থেকে

টীকা-৫. অর্থাৎ যদি কাফিরগণ তোমাদের বিরুদ্ধে সুযোগ পেয়ে যায়,

টীকা-৬. প্রহার ও হত্যা সহকারে।

টীকা-৭. গালি-গালাজ এবং

টীকা-৮. সুতরাং এমন লোকদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা, তাদের নিকট থেকে কোন উপকারের আশা পোষণ করা এবং তাদের শত্রুতা সম্পর্কে উদাসীন থাকা কখনো উচিত নয়।

أَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ③

সন্তানগণ (৯) ক্বিয়ামত-দিবসে। (তিনি) তোমাদেরকে তাদের নিকট থেকে পৃথক করে দেবেন (১০)। এবং আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম প্রত্যক্ষ করছেন।

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ إِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ۚ إِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۫ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرٰهِيْمَ لِأَبِيْهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۖ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ④

৪. নিশ্চয় তোমাদের জন্য উত্তম অনুসরণ (আদর্শ) ছিলো (১১) ইব্রাহীম ও তার সাথীদের মধ্যে (১২); যখন তারা আপন সম্প্রদায়কে বললো (১৩), 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের প্রতি নারায এবং তাদের প্রতিও, যাদের তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত পূজা করছো; আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করেছি (১৪) এবং আমাদের ও তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষভাব প্রকাশিত হয়ে গেছে চিরকালের জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনবে না।' কিন্তু ইব্রাহীমের আপন পিতাকে একথা বলা যে, 'আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো (১৫) এবং আমি আল্লাহ্‌র সম্মুখে তোমার কোন উপকারের মালিক নই (১৬)!' হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমারই উপর নির্ভর করেছি এবং তোমারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছি এবং তোমার প্রতিই প্রত্যাবর্তন (১৭)।

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ⑤

৫. হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে কাফিরদের পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করো না (১৮)! এবং আমাদেরকে ক্ষমা করো! হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমিই সম্মান ও প্রজ্ঞাময়।'

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ⑥

৬. নিশ্চয় তোমাদের জন্য (১৯) তাদের মধ্যে উত্তম অনুসরণ (আদর্শ) ছিলো (২০) তারই জন্য, যে আল্লাহ্ ও সর্বশেষ দিবসের আশাবাদী (২১) এবং যে মুখ ফেরায় (২২), তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ই অভাবমুক্ত, সমস্ত প্রশংসায় প্রশংসিত।

রুকূ' - দুই

عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ

৭. অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে

টীকা-৯. যাদের কারণে তোমরা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও সদ্ভাব রাখছো।

টীকা-১০. যে, অনুগত জান্নাতে থাকবে, আর কাফির-অবাধ্য জাহান্নামে থাকবে।

টীকা-১১. হযরত হাতেব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু এবং অন্যান্য মু'মিনদের প্রতি এ সম্বোধন এবং সবাইকে হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামের অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাতে ধর্মের ব্যাপারে নিকটাত্মীয়দের সাথে তাঁর পন্থা অবলম্বন করে।

টীকা-১২. 'সাথীগণ' দ্বারা ঈমানদারগণ বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১৩. যারা মুশ্‌রিক ছিলো।

টীকা-১৪. এবং আমরা তোমাদের ধর্মের বিরোধিতাকেই অবলম্বন করেছি।

টীকা-১৫. এটা অনুসরণযোগ্য নয়। কেননা, তা একটা প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই ছিলো। আর যখন হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামের সামনে একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে, সে কুফরের উপরই অটল রয়েছে, তখন তিনি তার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। সুতরাং এটা কারো জন্য বৈধ নয় যে, সে আপন বে-ঈমান নিকটাত্মীয়দের জন্য মাগফেরাত কামনা করবে।

টীকা-১৬. যদি তুমি তাঁর অবাধ্য হও এবং শির্কের উপর কায়েম থাকো। (খাযিন)

টীকা-১৭. এটাও হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামের এবং ঐসব মু'মিনের প্রার্থনা, যারা তাঁর সাথে ছিলো এবং পৃথককৃত (استثناء) বাক্যের পূর্ববর্তী বাক্যগুলোর সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং মু'মিনের জন্য এ প্রার্থনার (رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا الخ) ক্ষেত্রেও হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামের অনুসরণ করা উচিত হবে।

টীকা-১৮. তাদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করো না। যাতে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে সত্যের উপর রয়েছে বলে ধারণা করতে থাকে।

টীকা-১৯. হে হাবীবে খোদা মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উম্মত!

টীকা-২০. অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম এবং তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে।

টীকা-২১. আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ও সাওয়াব এবং পরকালের সুখ-শান্তির সন্ধানী হয় এবং আল্লাহ্‌র শাস্তিকে ভয় করে।

টীকা-২২. ঈমান থেকে। আর কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে।

টীকা-২৩. অর্থাৎ মক্কাবাসী কাফিরদের মধ্য থেকে।

টীকা-২৪. এভাবে যে, তাদেরকে ঈমানের শক্তি দেবেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাই করেছেন এবং মক্কা বিজয়ের পর তাদের মধ্যে বহু সংখ্যক লোক ঈমান এনেছে এবং মু'মিনদের বন্ধু ও ভাই-এ পরিণত হয়ে গেছে এবং পারস্পরিক ঘনিষ্টতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

শানে নুযূলঃ যখন উপরোল্লেখিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হলো, তখন মু'মিনগণ আপন নিকটাত্মীয়দের সাথে শত্রুতাকে কঠোরতর করলেন; তাদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে লাগলেন। আর এ ব্যাপারে তারা অতি কঠোর হয়ে গেলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করে তাঁদেরকে আশাবাদী করলেন যে, ঐসব কাফিরের অবস্থা পরিবর্তনশীল এবং এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো।

টীকা-২৫. অন্তরকে পরিবর্তিত করতে ও অবস্থা পাল্টে দিতে।

وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ۚ وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

ও তাদেরই মধ্যে, যারা তাদের মধ্যে (২৩) তোমাদের শত্রু, বন্ধুত্ব সৃষ্টি করবেন (২৪)! এবং আল্লাহ্ শক্তিমান (২৫) এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝٨

৮. আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাদের ক্ষেত্রে (২৬) বারণ করেন না, যারা তোমাদেরই সাথে দ্বীনের কারণে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ী থেকে বের করেনি, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে এবং তাদের প্রতি সুবিচার করতে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায় বিচারকদেরকে ভালবাসেন।

إِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَأَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰٓى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝٩

৯. আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাদেরই ক্ষেত্রে বারণ করছেন, যারা তোমাদের সাথে ধর্মের কারণে যুদ্ধ করেছে, অথবা তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছে অথবা তোমাদেরকে বহিষ্কার করতে সাহায্য করেছে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে (২৭)। আর যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে, সুতরাং তারাই যালিম।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ۖ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ

১০. হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদের নিকট মুসলিম নারীগণ কুফরস্থান থেকে আপন ঘরবাড়ী ছেড়ে আসে তখন তাদেরকে পরীক্ষা করো (২৮); আল্লাহ্ তাদের ঈমানের অবস্থা সম্পর্কে ভাল জানেন। অতঃপর যদি তোমরা জানতে পারো যে, তারা ঈমানদার, তবে তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত দিওনা। না এরা (২৯) তাদের জন্য হালাল (৩০), না তারা এদের জন্য হালাল (৩১)। এবং তাদের কাফির

টীকা-২৬. অর্থাৎ ঐ কাফিরদের দিক থেকে।

শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, এ আয়াত 'খাযা'আহ' গোত্রের লোকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে এ শর্তে সন্ধি করেছিলো যে, না তাঁর (দঃ) সাথে যুদ্ধ করবে, না তাঁর (দঃ) বিরোধীদেরকে সাহায্য করবে। আল্লাহ্ তা'আলা ঐসব লোকের সাথে সদ্ব্যবহার করতে অনুমতি দিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়র বলেন, "এ আয়াত তাঁর মাতা আস্‌মা বিনতে আবূ বকর সিদ্দীক্বের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁর মাতা মদীনা মুনাওয়ারায় তাঁর জন্য কিছু তোহফা নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু সে তখন মুশরিকা ছিলো। তখন হযরত আসমা তার তোহফাগুলো গ্রহণ করেন নি এবং তাকে আপন ঘরে আসারও অনুমতি দিলেন না আর রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন– 'এর বিধান কি?' এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো। আর রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিলেন, "তুমি তাকে ঘরে ডেকে আনো। তার হাদিয়াগুলোও গ্রহণ করো। আর তার প্রতি সদ্ব্যবহার করো।"

টীকা-২৭. অর্থাৎ এমন কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা নিষিদ্ধ।

টীকা-২৮. যে, তাদের হিজরত খাঁটিভাবে ধর্মের জন্যই কিনা। এমন তো নয় যে, তারা স্বামীদের সাথে শত্রুতা বশতঃ ঘরবাড়ী ছেড়ে এসেছে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, "ঐসব নারীকে শপথ এ মর্মে করাতে হবে যে, তারা না স্বামীর প্রতি শত্রুতা করে বের হয়েছে এবং না অন্য কোন পার্থিব কারণে; বরং তারা একমাত্র নিজেদের দ্বীন ও ঈমানের কারণেই হিজরত করেছে।"

টীকা-২৯. মুসলমান নারীগণ।

টীকা-৩০. অর্থাৎ কাফিরদের জন্য।

টীকা-৩১. অর্থাৎ না কাফির পুরুষ মুসলমান নারীর জন্য হালাল।

মাস্‌আলাঃ স্ত্রী মুসলমান হয়ে কাফির পুরুষের স্ত্রীত্ব থেকে মুক্ত হয়ে গেছে।

টীকা-৩২. অর্থাৎ যে মহর তারা ঐসব স্ত্রীদেরকে দিয়েছিলো তা তাদেরকে দিয়ে দাও। এ নির্দেশ যিম্মীদের জন্যই, যাদের সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু অমুসলিম রাষ্ট্র থেকে আগত নারীদের মহর ফেরৎ দেয়া না ওয়াজিব, না সুন্নাত। [কাফিরদের স্ত্রীদেরকে বিবাহ করার ক্ষেত্রে কৃত ব্যয় পরিশোধ করার নির্দেশ যদি ওয়াজিব (অপরিহার্য) হিসেবে ধরে নেয়া হয়, তবে সেই নির্দেশ রহিত। আর যদি এ নির্দেশ 'মুস্তাহাব' হিসেবে ধরে নেয়া হয়, যেমন– ইমাম শাফে'ঈ (রহঃ)-এর অভিমত, তাহলে এ আয়াতের হুকুম 'মানসুখ' বা রহিত নয় বরং বলবৎ।]

মাস্আলাঃ এ মহর ফেরত দেয়া তখনই জরুরী, যখন স্ত্রীর কাফির স্বামী তা দাবী করে। যদি দাবী না করে, তবে তাকে কিছুই দেয়া হবে না।

মাস্আলাঃ অনুরূপভাবে, যদি কাফির স্বামী ঐ মুহাজিরা স্ত্রীকে কোন মহর পূর্বে না দিয়ে থাকে, তাহলেও সে (স্বামী) কিছুই পাবে না।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত 'হুদায়বিয়ার সন্ধি'র পর অবতীর্ণ হয়েছে। সন্ধিতে এ শর্ত ছিলো যে, মক্কাবাসীদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি ঈমান এনে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে হাযির হলে তাকে মক্কাবাসীরা ফেরত নিয়ে যেতে পারবে। এ আয়াতে এটা বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ শর্ত শুধু পুরুষদের জন্য। না স্ত্রী লোকদের কথা চুক্তিনামায় বিবৃত হয়েছে, না স্ত্রী লোকেরা ঐ চুক্তিনামা'র অন্তর্ভূক্ত হতে পারে। কেননা, মুসলমান স্ত্রী কাফিরের জন্য হালাল নয়।

কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, এ আয়াত প্রথমোক্ত নির্দেশকে রহিত করে দেয়। এটা এতদ্ভিত্তিতে যে, যদি স্ত্রী লোকেরাও চুক্তিনামায় উল্লেখিত শর্তাবলীতে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। কিন্তু স্ত্রীলোকদের অন্তর্ভূক্তি ঐ চুক্তিপত্রের মধ্যে বিশুদ্ধ নয়। কেননা, হযরত আলী মুর্তাদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে 'সন্ধি পত্রের' এ বাক্যগুলোই বর্ণিত–

لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ -

স্বামীদেরকে দিয়ে দাও যা তাদের ব্যয় হয়েছে (৩২)। এবং তোমাদের উপর কোন গুণাহ্ নেই তাদেরকে বিবাহ করে নিলে (৩৩), যখন তাদের মহর তাদেরকে দিয়ে দাও (৩৪) এবং কাফির নারীদের সাথে বিবাহের উপর অবিচল থেকে যেও না (৩৫) এবং চেয়ে নাও যা তোমাদের খরচ হয়েছে (৩৬)। এবং কাফিররাও চেয়ে নেবে যা তারা খরচ করেছে (৩৭)। এটা আল্লাহ্‌র হুকুম। তিনি তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করেন এবং আল্লাহ্ জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময়।

১১. এবং যদি মুসলমানদের হাত থেকে কিছু সংখ্যক নারী কাফিরদের দিকে বের হয়ে যায় (৩৮) অতঃপর তোমরা কাফিরদেরকে শাস্তি

وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَآتُوهُم
مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن
تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ
وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا
أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ
حُكْمُ اللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى
الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ

অর্থাৎ "আমাদের মধ্য থেকে যে কোন 'পুরুষ' আপনার নিকট পৌঁছবে, যদিও সে হয় আপনার ধর্মাবলম্বী, আপনি তাকে ফেরত দেবেন।"

টীকা-৩৩. অর্থাৎ হিজরতকারী মহিলাদের সাথে যদিও অমুসলিম রাষ্ট্রে তাদের স্বামী অবস্থানরত হয়। কেননা, ইসলামগ্রহণের কারণে তারা ঐ স্বামীদের উপর হারাম হয়ে গেছে এবং তাদের স্ত্রীত্বে থাকেনি।

মাস্আলাঃ এ থেকে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) একথার পক্ষে দলীল গ্রহণ করেছেন যে, হিজরতকারী মহিলার উপর কোন 'ইদ্দত' (তালাকোত্তর নির্দ্ধারিত সময়ে অপেক্ষা করা) পালন করা ওয়াজিব নয়। অতঃপর তার জন্য (মুহাজিরা) 'ইদ্দত' পালন করা ব্যতিরেকেই বিবাহ করা বৈধ। তবে 'সাহিবাঈন' বা ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিমা) এ মাস্আলায় ভিন্নমত পোষণ করেন। (তাঁদের মতে ইদ্দত পালন করা আবশ্যক।)

টীকা-৩৪. 'মহর দেয়ার' অর্থ হচ্ছে সেটাকে আপন দায়িত্বে অপরিহার্য করে নেয়া, যদিও কার্যতঃ নগদ পরিশোধ না করে থাকে।

মাস্আলাঃ এ থেকে এও প্রমাণিত হলো যে, ঐসব মহিলার সাথে বিবাহ করলে নতুনভাবে মহর অপরিহার্য হয়ে যাবে। তাদের স্বামীকে যা পরিশোধ করা হয়েছে তা এতে (নতুন মহরে) গণ্য হবে না।

টীকা-৩৫. অর্থাৎ যে সব স্ত্রীলোক অমুসলিম রাষ্ট্রে রয়ে গেছে অথবা ধর্মত্যাগীনী (مرتده) হয়ে কাফির রাষ্ট্রে (دارالحرب) চলে গেছে তাদের সাথে দাম্পত্যজনিক সম্পর্ক রেখোনা'। সুতরাং এ আয়াত অবতীর্ণ হবার পর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ ঐসব কাফির স্ত্রীদেরকে তালাক্ব দিয়েছিলেন, যারা মক্কা মুকাররামায় ছিলো।

মাস্আলাঃ যদি মুসলমানের স্ত্রী (আল্লাহ্‌রই আশ্রয়!) 'মুরতাদ্দাহ্' বা ধর্মত্যাগীনী হয়ে যায়, তবে সে তার বিবাহ-বন্ধন বহির্ভূত হবে না। (এটারই উপর ফতোয়া। এটা পথরুদ্ধ করার এবং দ্বীনের দিকে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যেই।)

টীকা-৩৬. অর্থাৎ ঐসব স্ত্রীকে তোমরা যে মহর দিয়েছিলে তা ঐ কাফিরদের থেকে উশুল করে নাও, যারা তাদেরকে বিবাহ করেছে।

টীকা-৩৭. আপন স্ত্রীদের জন্য; যারা হিজরত করে ইসলামী রাষ্ট্রে চলে এসেছে; তাদের মুসলিম স্বামীদের থেকে, যারা তাদেরকে বিবাহ করেছে।

টীকা-৩৮. শানে নুযূলঃ এ আয়াত অবতীর্ণ হবার পর মুসলমানেরা তো মুহাজির স্ত্রীদের 'মহর' তাদের কাফির স্বামীদেরকে পরিশোধ করে দিলেন।

কিন্তু কাফিরগণ ধর্মত্যাগীনী স্ত্রীদের মহর মুসলমানদেরকে পরিশোধ করতে অস্বীকৃতি জানালো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৩৯. জিহাদের মধ্যে এবং তাদের নিকট থেকে 'গণীমত' লাভ করো,

টীকা-৪০. অর্থাৎ 'মুরতাদ্দাহ্' (ধর্মত্যাগীনী) হয়ে অমুসলিম রাষ্ট্রে চলে গিয়েছিলো,

টীকা-৪১. ঐ স্ত্রীদের মহর দেয়ার ক্ষেত্রে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেছেন– হিজরতকারী মু'মিনদের স্ত্রীদের মধ্য থেকে ছয়জন স্ত্রীলোক এমন ছিলো, যারা অমুসলিম রাষ্ট্রকে (دارالحرب) অবলম্বন করেছিলো এবং মুশ্‌রিকদের সাথে মিলেছিলো ও মুরতাদ্দাহ্ হয়ে গিয়েছিলো। রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদের স্বামীদেরকে গণীমতের মাল থেকে তাদের মহর প্রদান করলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ আয়াতসমূহে মুহাজির নারীদেরকে পরীক্ষা করা, কাফিরগণ যা আপন স্ত্রীদের জন্য ব্যয় করেছে তা হিজরতের পর তাদেরকে প্রদান করা, মুসলমানগণ যা আপন স্ত্রীদের জন্য ব্যয় করেছেন তা তাদের ধর্মত্যাগীনী হয়ে কাফিরদের সাথে মিলিত হবার পর তাদের নিকট থেকে দাবী করা এবং যাদের স্ত্রীগণ মুরতাদ্দাহ্ হয়ে চলে গেছে তারা তাদের জন্য যা ব্যয় করেছিলো তা তাদেরকে গণীমতের মাল থেকে প্রদান করা– এসব বিধানই রহিত হয়ে গেছে 'আয়াত-ই-সায়ফ' বা জিহাদের নির্দেশ সম্বলিত আয়াত দ্বারা, অথবা গণীমত সম্পর্কীয় আয়াত দ্বারা অথবা 'আয়াতে সুন্নাত' দ্বারা। কেননা, এ বিধানগুলো ততদিন পর্যন্ত কার্যকর ছিলা, যতদিন ঐ চুক্তি বা সন্ধি বলবৎ ছিলো, আর যখন সন্ধিই বাতিল হয়ে গেলো, তখন এ বিধানগুলোও আর বলবৎ থাকেনি।

فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ اَنْفَقُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿١١﴾

দাও (৩৯), তবে যাদের স্ত্রীরা চলে যাচ্ছিলো (৪০) গণীমতের মাল থেকে তাদেরকে এতটুকু দিয়ে দাও যতটুকু তাদের ব্যয় হয়েছিলো (৪১)। এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো, যাঁর উপর তোমাদের ঈমান আছে।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

১২. হে নবী! যখন আপনার সম্মুখে মুসলমান নারীরা হাযির হয় এর উপর বায়'আত গ্রহণের জন্য এ মর্মে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকেও শরীক স্থির করবেনা এবং না চুরি করবে, না যিনা করবে, না আপন সন্তানদেরকে হত্যা করবে (৪২) এবং না তারা ঐ অপবাদ আনবে, যাকে আপন হাত ও পাগুলোর মধ্যখানে অর্থাৎ জন্মের স্থানে (রচনা করে) রটাবে (৪৩) এবং কোন সৎকাজে আপনার নির্দেশ অমান্য করবে না (৪৪), তখন তাদের নিকট থেকে বায়'আত গ্রহণ করুন। এবং আল্লাহ্‌র নিকট তাদের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করুন (৪৫)। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

টীকা-৪২. যেমন জাহেলিয়্যাহ্ যুগের প্রথা ছিলো যে, লোকেরা কন্যা সন্তানদেরকে অপমানের ভয়ে ও দারিদ্রের আশংকায় জীবিত কবর দিয়ে ফেলতো। তা থেকে এবং প্রত্যেক প্রকারের অন্যায় হত্যাকাণ্ড থেকে বিরত থাকা এই অঙ্গীকারের মধ্যে শামিল রয়েছে।

টীকা-৪৩. অর্থাৎ অপরের সন্তান নিয়ে স্বামীকে ধোকা দেয়া এবং তাকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে ঘোষণা করা; যেমন অন্ধকার যুগের প্রথা ছিলো।

টীকা-৪৪. 'সৎকাজ' হচ্ছে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করা।

টীকা-৪৫. বর্ণিত আছে যে, যখন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন পুরুষদের বায়'আত গ্রহণ করা সম্পন্ন করলেন, তখন 'সাফা' পাহাড়ের উপর নারীদের নিকট থেকে বায়'আতগ্রহণ করতে আরম্ভ করলেন। আর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু নীচে দণ্ডায়মান হয়ে হুযূরের বরকতময় বাক্যগুলো ঐ নারীদেরকে শুনাচ্ছিলেন। হিন্দাহ্ বিনতে ওতবা, আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী, ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বোরকা পরিহিতাবস্থায় এমনভাবে হাযির হলো যেন তাকে কেউ চিনতে না পারে।

বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন– "আমি তোমাদের নিকট থেকে এ মর্মে বায়'আতগ্রহণ করছি যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কোন কিছুকেই শরীক স্থির করবে না। হিন্দাহ্ মাথা উঁচু করে বললো, "আপনি আমাদের নিকট থেকে ঐ অঙ্গীকার গ্রহণ করছেন, যা আমরা আপনাকে পুরুষদের নিকট থেকে নিতে দেখিনি।" বস্তুতঃ ঐ দিনে পুরুষদের নিকট থেকে শুধু ইসলাম ও জিহাদের উপর বায়'আতগ্রহণ করা হয়েছিলো। অতঃপর হুযূর এরশাদ ফরমান–"এবং চুরি করবে না।" তখন হিন্দাহ্ আরয করলো, "আবূ সুফিয়ান কৃপণ লোক। আর আমি তার মাল অবশ্যই নিয়েছি। আমি জানতাম না যে, তা আমার জন্য হালাল, না হালাল নয়।" আবূ সুফিয়ান সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, "যা তুমি ইতোপূর্বে নিয়েছো এবং ভবিষ্যতে নেবে সবই হালাল।" এ কথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন। আর এরশাদ ফরমালেন– "তুমি কি হিন্দাহ্ বিনতে ওত্‌বাহ?" আরয করলো, "জী, হাঁ! আমার দ্বারা যা কিছু ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে সব ক্ষমা করে দিন!" অতঃপর হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "এবং না যিনা-ব্যভিচার করবে।" তখন হিন্দাহ্ বললো, "কোন স্বাধীন স্ত্রীলোক কি যিনা-ব্যভিচারও করে!" এরশাদ ফরমালেন– "না আপন সন্তানদেরকে হত্যা করবে!" হিন্দাহ্ বললো, "আমরা শিশু অবস্থায় লালন-পালন করেছি। যখন তারা বড় হলো, তখন তোমরা ওদেরকে হত্যা করে ফেলেছো। তোমরা জানো. আর তারা জানে।" বস্তুতঃ তার পুত্র হান্‌যালাহ ইবনে আবূ সুফিয়ান বদর-যুদ্ধে নিহত হয়েছিলো। হিন্দাহ্‌র এ কথা শুনে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুর

খুব হাসি পেয়েছিলো। অতঃপর হুযূর এরশাদ ফরমান– "স্বীয় হস্তপদের মধ্যখানে কোন অপবাদ রচনা করবে না।" হিন্দাহ্ বললো, "আল্লাহ্ শপথ! অপবাদ খুবই মন্দ কাজ। আর হুযূর আমাদেরকে সৎকর্ম ও উন্নততর চরিত্রসমূহের নির্দেশ দিচ্ছেন।" অতঃপর হুযূর এরশাদ ফরমান– "কোন সৎকাজে আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অমান্য করবে না।" এরপর হিন্দাহ্ বললো, "এ মজলিশে আমরা এ জন্য উপস্থিত হইনি যে, আমাদের অন্তরে আপনার নির্দেশ অমান্য করার খেয়ালও আসতে দেবো।"

মেয়ে লোকেরা উপরোক্ত সমস্ত বিষয় মেনে নিলো। (ঐ মজলিশে) চারশ সাতান্ন জন মহিলা বায়'আত গ্রহণ করেছিলো। এ বায়'আতের মধ্যে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'করমর্দন' করেননি এবং মেয়ে লোকদেরকে পবিত্র হস্ত মুবারক স্পর্শ করতে দেননি। ঐ বায়'আতের নিয়মাবলী প্রসঙ্গে এ কথাও বর্ণিত হয় যে, একপাত্র পানির মধ্যে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন পবিত্র হস্ত মুবারক ডুবালেন, অতঃপর ঐ পাত্রে মেয়ে লোকেরা তাদের হস্ত রেখেছিলো। এ কথাও বর্ণিত হয় যে, বায়'আত কাপড়ের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছিলো। এ কথাও অসম্ভব নয় যে, উভয় পন্থায় বায়'আত গ্রহণের কাজ সমাধা করা হয়েছিলো।

সূরা ঃ ৬১ সাফ্ফ ৯৯৩ পারা ঃ ২৮

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ ﴿١٣﴾

১৩. হে ঈমানদারগণ! ঐসব লোকের সাথে বন্ধুত্ব করো না, যাদের উপর আল্লাহ্‌র ক্রোধ আপতিত (৪৬), তারা পরকাল সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে পড়েছে (৪৭), যেভাবে কাফিরগণ নিরাশ হয়ে পড়েছে কবরবাসীদের থেকে (৪৮)। ★

সূরা সাফ্ফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা সাফ্ফ মাদানী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-১৪ রুকূ'-২

রুকূ' – এক

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١﴾

১. আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে যা কিছু আস্‌মানসমূহে রয়েছে, এবং যা কিছু যমীনে রয়েছে; এবং তিনিই সম্মান ও প্রজ্ঞাময়।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٢﴾

২. হে ঈমানদারগণ! তা কেন বলো, যা করো না (২)?

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٣﴾

৩. কেমন জঘন্য অপছন্দনীয় আল্লাহ্‌র নিকট ঐ কথা যে, তা-ই বলবে যা করবেনা।

মানযিল – ৭

কতিপয় মাস্‌আলাঃ বায়'আতের সময় কাঁচি (مقراض) ব্যবহার করা 'মাশাইখ' (তরীকতের শায়খ বা বুজর্গ ব্যক্তিগণ)-এরই নিয়ম। এ কথাও বর্ণিত হয় যে, এটা হযরত আলী মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সুন্নাত।

খিলাফতের সাথে টুপি দেয়া 'মাশাইখ'-এর দস্তুর। কথিত আছে যে, এটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত।

মেয়েলোকদের বায়'আত গ্রহণ করার সময় পর-নারীর হাত স্পর্শ করা হারাম। অথবা বায়'আত মুখে মুখে গ্রহণ করা হবে, অথবা কাপড়ের মাধ্যমে হবে।

টীকা-৪৬. ঐসব লোক দ্বারা ইহুদীদের কথা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৪৭. কেননা, তারা পূর্ববর্তী কিতাবাদি থেকে জানতে পেরেছিলো এবং তারা নিশ্চিতভাবে জানতো যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র রসূল। আর ইহুদীরা এটা অস্বীকার করেছিলো। এ কারণে তাদের মনে নিজেদের মাগফিরাতের আশা নেই।

টীকা-৪৮. অতঃপর দুনিয়ায় ফিরে আসার।

অথবা এ অর্থ যে, ইহুদীগণ পরকালের সাওয়াব (প্রতিদান) থেকে তেমনি নিরাশ হয়ে পড়েছিলো যেমন মৃত কাফিররা তাদের কবরসমূহের মধ্যে আপন অবস্থাদি জেনে পরকালের সাওয়াব থেকে একেবারে হতাশ হয়ে থাকে। ★

****

টীকা-১. 'সূরা সাফ্ফ' মক্কী; তবে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা ও অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে, 'মাদানী'। এতে দু'টি রুকূ', চৌদ্দটি আয়াত, দু'শ একুশটি পদ এবং নয়শটি বর্ণ আছে।

টীকা-২. শানে নুযূলঃ সাহাবা কেরামের একটি দল পরস্পর কথাবার্তা বলছিলেন। এটা এমন এক সময় ছিলো যে, তখনও জিহাদের নির্দেশ অবতীর্ণ হয়নি। এ দলটি আলোচনা করছিলেন, "কোন্ কাজটা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বাধিক প্রিয় তা আমাদের জানা থাকলে আমরা তাই করতাম, যদিও তাতে আমাদের প্রাণ ও সম্পদ বিসর্জন দিতে হয়।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে আরো কতিপয় অভিমত রয়েছে– তন্মধ্যে একটি অভিমত এ যে, এ আয়াত শরীফ মুনাফিকদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে;

★ 'সূরা মুম্‌তাহিনা' সমাপ্ত।

যারা মুসলমানদের সাথে সাহায্য করার মিথ্যা ওয়াদা করতো।

টীকা-৩. একের সাথে অপরজন মিলিত, প্রত্যেকে আপন আপন স্থানে অবিচলিত, শত্রুর মুকাবিলায় সবাই এক বস্তুর মতই।

টীকা-৪. নিদর্শনাদিকে অস্বীকার করে এবং আমার প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে?

টীকা-৫. দৃঢ়-বিশ্বাস সহকারে

টীকা-৬. আর রসূলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব হয়। তাঁদেরকে সম্মান করা ও মর্যাদা দেয়া আবশ্যক। তাঁদেরকে কষ্ট দেয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ (হারাম) এবং চরম পর্যায়ের দুর্ভাগ্যই।

টীকা-৭. হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে কষ্ট দিয়ে সত্য পথ থেকে বিমুখ ও

টীকা-৮. তাদেরকে সত্যের অনুসরণের শক্তি থেকে বঞ্চিত করে

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴿٤﴾

৪. নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন তাদেরকে, যারা তাঁর পথে জিহাদ করে এমনই সারিবদ্ধ হয়ে যেন তারা শীশা ঢালাইকৃত ইমারত (৩)।

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ۖ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥﴾

৫. এবং স্মরণ করুন! যখন মূসা আপন সম্প্রদায়কে বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়, আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছো (৪)? অথচ তোমরা জানো (৫) যে, আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্রই রসূল (৬)। অতঃপর যখন তারা (৭) বক্র হলো, তখন আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে বক্র করে দিলেন (৮) এবং আল্লাহ্ ফাসিক্ব লোকদেরকে পথ দেখাননা (৯)।'

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٦﴾

৬. এবং স্মরণ করুন! যখন মারয়াম-তনয় ঈসা বললো, 'হে বনী ইস্রাঈল! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্রই রসূল; আমার পূর্বেকার কিতাব তাওরীতের সত্যায়নকারী (১০) এবং ঐ (সম্মানিত) রসূলের সুসংবাদদাতা হয়ে, যিনি আমার পরে তাশরীফ আনবেন, তাঁর নাম 'আহমদ (১১)।' অতঃপর যখন আহমদ তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি নিয়ে তাশরীফ আনলেন, তখন তারা বললো, 'এতো সুস্পষ্ট যাদু।'

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ

৭. এবং তার চেয়ে বড় যালিম কে, যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে (১২), অথচ তাকে

টীকা-৯. যে তাঁর জ্ঞানে, অবাধ্য। এ আয়াতের মধ্যে এ মর্মে সতর্ক করা হয়েছে যে, রসূলগণকে কষ্ট দেয়া জঘন্যতম অপরাধ। আর এর অশুভ পরিণতি হচ্ছে– এর ফলে অন্তরে বক্রতা এসে যায় এবং মানুষ হিদায়ত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

টীকা-১০. এবং তাওরীত ও আল্লাহর অন্যান্য কিতাবের কথা স্বীকার করে এবং স্বীয় পূর্ববর্তী সমস্ত নবীকে মান্য করে

টীকা-১১. হাদীসঃ রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে সাহাবা কেরাম নাজ্জাশী বাদশাহ্র নিকট গেলেন। তখন নাজ্জাশী বাদ্শাহ্ বললেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র রসূল এবং তিনি ঐ রসূল, যাঁর সম্পর্কে হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম সুসংবাদ দিয়েছেন। যদি রাজ্য পরিচালনার দায়িত্বাবলী না থাকতো, তবে আমি হুযূরের দরবারে হাযির হয়ে হুযূরের জুতা মুবারক বহনের সেবাই আঞ্জাম দিতাম।" (আবূ দাঊদ শরীফ)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম থেকে বর্ণিত যে, তাওরীতের মধ্যে বিশ্বকুল সরদা'র সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলী উল্লেখিত রয়েছে এবং এটাও যে, হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম তাঁর পাশে সমাধিস্থ হবেন। আবূ দাউদ মাদানী বলেছেন, "রওযা আক্বদাসে একটা কবরের স্থান অবশিষ্ট রয়েছে– (তিরমিযী)।" হযরত কা'আব-ই-আহ্বার থেকে বর্ণিত আছে যে, 'হাওয়ারীগণ' ★ হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের দরবারে আরয করলেন– "হে রূহুল্লাহ্! আমাদের পরও কি আরো উম্মত হবে?" বললেন, "হাঁ, আহ্মদ-ই-মুজতাবা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উম্মত। তাঁরা বিশেষ প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানী, সৎকর্মপরায়ণ ও খোদাভীরু। আর 'ফিক্হ' (দ্বীন ও বিধানাবলীর সূক্ষ্ম জ্ঞান)-এ নবীগণের প্রতিনিধি। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে অল্প রিযক্ব পেয়ে সন্তুষ্ট। আল্লাহ্ তা'আলাও তাঁদের স্বল্প আমলের উপর সন্তুষ্ট।"

টীকা-১২. তাঁর প্রতি শরীফ ও সন্তানের সম্বন্ধ রচনা করে এবং তাঁর আয়াতসমূহকে 'যাদু' বলে?

★ হযরত ঈসা আলায়হিস সালামের খাস্ অনুসারীগণ।

টীকা-১৩. যার মধ্যে উভয় জগতের সৌভাগ্য রয়েছে।

টীকা-১৪. অর্থাৎ সত্য দ্বীন ইসলাম

ইসলামের প্রতি আহবান করা হয় (১৩)? এবং যালিম লোকদেরকে আল্লাহ্‌ সৎপথ প্রদান করেন না।

يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ⑦

৮. তারা চায় যে, আল্লাহ্‌র নূরকে (১৪) তাদের মুখের ফুৎকার দিয়ে নিভিয়ে দিতে (১৫) আর আল্লাহ্‌ তাঁর নূরকে পরিপূর্ণ করবেনই, যদিও অপছন্দ করে কাফিরগণ।

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ⑧

৯. তিনিই হন যিনি আপন রসূলকে হিদায়ত ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেন, যেন সেটাকে সমস্ত ধর্মের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন, (১৬) যদিও অপছন্দ করে মুশরিকগণ।

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ⑨

রুকূ' - দুই

১০. হে ঈমানদারগণ (১৭)! আমি কি সন্ধান দেবো এমন ব্যবসার যা তোমাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে (১৮)?

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ⑩

১১. ঈমান রাখো আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের উপর এবং আল্লাহ্‌র পথে আপন সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করো এটা তোমাদের জন্য শ্রেয় (১৯) যদি তোমরা জানো (২০);

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑪

১২. তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদেরকে বাগানসমূহে প্রবেশ করাবেন যেগুলোর পাদদেশে নহরসমূহ প্রবহমান এবং পবিত্র মহলসমূহে, যেগুলো বসবাস করার বাগানসমূহে অবস্থিত। এটাই মহা সাফল্য;

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑫

১৩. এবং আরো একটা নি'মাত তোমাদেরকে দেবেন (২১), যা তোমাদের নিকট প্রিয়- আল্লাহ্‌র সাহায্য এবং শীঘ্রই আগমনকারী বিজয় (২২)। এবং হে মাহবূব! মুসলমানদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন (২৩)।

وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ⑬

১৪. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌র ধর্মের সাহায্যকারী হও, যেমন (২৪) মার্‌য়াম-তনয় ঈসা হা'ওয়ারীদেরকে বলেছিলেন, 'কারা আছে, যারা আল্লাহ্‌র পক্ষ হয়ে আমার সাহায্য করবে?' হাওয়ারীগণ বললো (২৫), 'আমরাই হলাম আল্লাহ্‌র দ্বীনের সাহায্যকারী।' অতঃপর বনী ইস্রাঈলের একদল ঈমান এনেছে (২৬) এবং

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ۖ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

টীকা-১৫. ক্বোরআন পাককে 'কবিতা', 'যাদু' ও 'জ্যোতির্বিদ্যা' (-এর গ্রন্থ) বলে আখ্যায়িত করে।

টীকা-১৬. সুতরাং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহক্রমে প্রত্যেকটা ধর্মই ইস্‌লাম দ্বারা পরাস্ত হয়ে গেছে। মুজাহিদ থেকে বর্ণিত যে, যখন হযরত ঈসা আলায়হিস্‌ সালাম অবতরণ করবেন, তখন পৃথিবী-পৃষ্ঠে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন থাকবে না।

টীকা-১৭. শানে নুযূলঃ মু'মিনগণ বলেছিলেন, "আমরা যদি জানতাম আল্লাহ্‌র নিকট কোন্‌ আমলটা খুব পছন্দনীয়, তাহলে আমরা তাই করতাম।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর এ আয়াতে ঐ আমলকে 'ব্যবসা' বলা হয়েছে। কেননা, যেভাবে ব্যবসায় লাভের আশা করা যায় তেমনি এ আমলগুলোর বিনিময়ে তা অপেক্ষা উত্তম লাভ- আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, জান্নাত ও নাজাত অর্জিত হয়।

টীকা-১৮. এখন ঐ ব্যবসা কি তা বলে দেয়া হচ্ছে-

টীকা-১৯. জান-মাল ও প্রত্যেক বস্তু থেকে।

টীকা-২০. এবং এমন করলে,

টীকা-২১. এতদ্ব্যতীত যা শীঘ্রই পাওয়া যাবে-

টীকা-২২. এ 'বিজয়' দ্বারা হয়ত 'মক্কা বিজয়'-এর কথা বুঝানো হয়েছে, অথবা পারস্য সাম্রাজ্য কিংবা রোম সাম্রাজ্য বিজয়ের কথা (বুঝানো হয়েছে)।

টীকা-২৩. দুনিয়ায় বিজয়ের এবং আখিরাতে জান্নাতের।

টীকা-২৪. 'হা'ওয়ারীগণ' আল্লাহ্‌র দ্বীনের সাহায্য করেছিলেন যখন

টীকা-২৫. 'হাওয়ারী' হযরত ঈসা আলায়হিস্‌ সালামের নিষ্ঠাবান শিষ্যদেরকে বলা হয়। তাঁরা বারজন বুযর্গ ব্যক্তি ছিলেন, যাঁরা হযরত ঈসা আলায়হিস্‌ সালামের প্রতি সর্বপ্রথম ঈমান এনেছিলেন। তাঁরা আরয করলেন-

টীকা-২৬. হযরত ঈসা আলায়হিস্‌ সালামের উপর

টীকা-২৭. ঐ উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হলো।

টীকা-২৮. ঈমানদারগণ। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এটাও বর্ণিত হয় যে, যখন হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামকে আস্‌মানের উপর উঠিয়ে নেয়া হলো। তখন থেকে তাঁর সম্প্রদায় তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে গেলোঃ এক দল হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে বললো, "তিনি আল্লাহ্ ছিলেন, আসমানের উপর চলে গেছেন।" দ্বিতীয় দল বললো, "তিনি আল্লাহ্ তা'আলার পুত্র হন। তিনি তাঁকে নিজের নিকটেই ডেকে নিয়ে গেছেন।" তৃতীয় দল বললো, "তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বান্দা ও তাঁর রসূল ছিলেন। এ জন্য তিনি তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন।" এই তৃতীয় দলের লোকেরা মু'মিন ছিলো। তাদের সাথে অপর দু'দলের যুদ্ধ অব্যাহত ছিলো। আর কাফির দলই তাঁদের উপর বিজয়ী থাকতো। শেষ পর্যন্ত নবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের শুভাগমন হলো। তখনই ঈমানদার দলটা অপর দু'কাফির দলের উপর বিজয়ী হলো। এতদ্ভিত্তিতে, অর্থ এ দাঁড়ায় যে, 'হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের উপর যারা ঈমান এনেছিলো তাদেরকে আমি হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সত্য বলে মেনে নেয়ার কারণে সাহায্য করেছি।' ★

******

টীকা-১. 'সূরা জুমু'আহ্' মাদানী; এতে দু'টি রুকূ', এগারটি আয়াত, একশ আশিটি পদ ও সাতশ বিশটি বর্ণ রয়েছে।

طَآئِفَةٌ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ⑭ وَكَفَرَتْ

একটা দল কুফর করেছে (২৭)। সুতরাং আমি ঈমানদারদেরকে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছি। ফলে তারা বিজয়ী হয়েছে (২৮)। ★

সূরা জুমু'আহ্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা জুমু'আহ্ মাদানী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-১১ রুকূ'-২

রুকূ' – এক

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ①

১. আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করছে যা কিছু আস্‌মানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে রয়েছে (২), যিনি বাদশাহ্, পূর্ণ পবিত্রতাময়, মহা সম্মানিত, প্রজ্ঞাময়।

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ

২. তিনিই হন, যিনি উম্মী লোকদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেন (৩) যেন তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ

টীকা-২. 'তাস্‌বীহ' (تسبيح) তিন প্রকার। যথা–

এক) 'সৃষ্টির তাস্‌বীহ' (تسبيح خلقت): তা হচ্ছে– প্রত্যেক বস্তুর সত্তা ও সেটার সৃষ্টি– মহান স্রষ্টা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কুদরত, প্রজ্ঞা এবং তাঁর একত্ব ও পবিত্রতার প্রমাণ বহন করে।

দুই) 'মা'রিফাতের তাস্‌বীহ' (تسبيح معرفت): তা হচ্ছে– আল্লাহ্ তা'আলা নিজ দয়া ও অনুগ্রহে সৃষ্টির মধ্যে স্বীয় মা'রিফাত বা পরিচিতি সৃষ্টি করেন।

তিন) 'জরুরী তাস্‌বীহ' (تسبيح ضرورى): তা হচ্ছে এ যে, আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টির প্রত্যেক মূল উপাদানের উপর আপন তাস্‌বীহ্ জারী করেন। অবশ্য এটা 'তাস্‌বীহ্-ই-মা'রিফাতের' উপর বর্তায় না।

টীকা-৩. যাঁরবংশ ও আভিজাত্য সম্পর্কে তারা ভালভাবে জানে ও তাঁকে চিনে। তাঁর পবিত্র নাম 'মুহাম্মদ মোস্তফা' (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)। হুযূর নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর গুণ বাচক নাম 'নবী-ই-উম্মী'। এর বহু ব্যাখ্যা রয়েছেঃ-

এক) তিনি উম্মী-উম্মতের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন। হযরত শা'ইয়ার কিতাবে আছে– আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন– "আমি উম্মীদের মধ্যে একজন উম্মী (নবী) প্রেরণ করবো। আর তাঁরই মাধ্যমে নবুয়তের ধারা সমাপ্ত করবো।"

দুই) তিনি 'উম্মুল ক্বোরা' অর্থাৎ মক্কা মুকাররামায় প্রেরিত হয়েছেন।

তিন) হুযূর আনওয়ার আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম না লিখতেন, না কোন বই-পুস্তক থেকে কিছু পড়তেন। বস্তুতঃ এটা তাঁর শ্রেষ্ঠত্বই ছিলো। কারণ, তাঁর চূড়ান্ত পর্যায়ের খোদাপ্রদত্ত জ্ঞানের কারণে (অধ্যয়নের মাধ্যমে) অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োজনই ছিলো না। 'লিখন' একটা সৃষ্টিগত শিল্প, যা শারীরিক উপায়ে প্রকাশ পায়। সুতরাং যে সত্তা এমনই হয় যে, 'সর্বোচ্চ কলম' তাঁর নির্দেশাধীন রয়েছে তাঁর এ কলম দিয়ে লিখার প্রয়োজনই বা কি?

তাছাড়া, হুযূরের না লিখা; অথচ লিখনে দক্ষ হওয়া এক মহা মু'জিযাই। তিনি লিখকদেরকে লিখন-বিদ্যা ও লিখার পদ্ধতি শিক্ষা দিতেন। আর পেশাদারদেরকে পেশাসমূহের শিক্ষা দিতেন এবং প্রত্যেক পার্থিব ও পরকালীন পূর্ণতার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী করেছেন।

★ 'সূরা সাফ্ফ' সমাপ্ত।

টীকা-৪. অর্থাৎ ক্বোরআন পাক শুনান,

টীকা-৫. ভ্রান্ত-আক্বীদা, হীন-চরিত্রসমূহ, জাহেলিয়াতের অপবিত্র ও মন্দ কার্যাদি থেকে

টীকা-৬. 'কিতাব' দ্বারা 'ক্বোরআন', 'হিকমত' দ্বারা 'সুন্নাহ্ ও ফিকহ্' অথবা 'শরীয়তের বিধানাবলী ও তরীকতের রহস্যাদি' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৭. অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের পূর্বে

টীকা-৮. যে, শির্ক, ভ্রান্ত আক্বীদাসমূহ ও অপবিত্র কার্যাদির মধ্যে লিপ্ত ছিলো এবং তাদের জন্য পরিপূর্ণ পথ প্রদর্শকের একান্ত প্রয়োজন ছিলো।

টীকা-৯. অর্থাৎ উম্মীদের মধ্য থেকে।

وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝٢

করেন (৪), তাদেরকে পবিত্র করেন (৫) এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের জ্ঞান দান করেন (৬) এবং নিশ্চয় তারা ইতোপূর্বে (৭) অবশ্যই সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যেই ছিলো (৮);

وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٣

৩. এবং তাদের মধ্য থেকে (৯) অন্যান্যদেরকে (১০) পবিত্র করেন এবং জ্ঞান দান করেন তাদেরকে, যারা ঐ পূর্ববর্তীদের সাথে মিলিত হয়নি (১১); এবং তিনিই সম্মান ও প্রজ্ঞাময়।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝٤

৪. এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ; যাকে চান দান করেন, এবং আল্লাহ্ বড় অনুগ্রহশীল (১২)।

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝٥

৫. তাদের দৃষ্টান্ত, যাদের উপর তাওরীত অর্পণ করা হয়েছিলো (১৩), অতঃপর তারা সেটার নির্দেশ পালন করেনি (১৪), গর্দভের ন্যায়, যা পিঠের উপর কিতাবের বোঝা বহন করে (১৫)। কতই মন্দ দৃষ্টান্ত ঐ সমস্ত লোকের, যারা আল্লাহ্‌র আয়াতগুলোকে অস্বীকার করেছে এবং আল্লাহ্ যালিমদেরকে সৎপথ প্রদান করেন না।

قُلْ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٦

৬. আপনি বলুন, 'হে ইহুদীগণ! যদি তোমাদের এ ধারণা হয় যে, তোমরাই আল্লাহ্‌র বন্ধু হও, অন্যান্য লোকেরা নয় (১৬), তাহলে মৃত্যু কামনা করো (১৭)! যদি তোমরা সত্যবাদী হও (১৮)।

وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝٧

৭. এবং তারা কখনো সেটার কামনা করবে না ঐ সমস্ত কৃতকর্মের কারণে, যেগুলো তাদের হস্ত অগ্রে প্রেরণ করেছে (১৯)। এবং আল্লাহ্ যালিমদের সম্বন্ধে জানেন।

টীকা-১০. 'অন্যান্যগণ' দ্বারা হয়ত 'অনারব' (عجمى) অথবা ঐ সমস্ত লোক বুঝানো হয়েছে, যারা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পর ক্বিয়ামত পর্যন্ত ইসলামে প্রবেশ করবে, তাদেরকে

টীকা-১১. তাদের যুগ পায়নি, তাদের পরে এসেছে, অথবা মর্যাদা ও আভিজাত্যে তাদের স্তরে পৌঁছেনি। কেননা, সাহাবীদের পরবর্তী লোকেরা- চাই গাউস-কুতুবও হোন না কেন, কোন সাহাবী হবার বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পারেন না;

টীকা-১২. আপন সৃষ্টির প্রতি; যেহেতু, তিনি তাদের পথ প্রদর্শনের জন্য আপন হাবীব হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেন।

টীকা-১৩. এবং সেটার বিধি-বিধানের অনুসরণ তাদের উপর অপরিহার্য করা হয়েছিলো। তারা হচ্ছে- 'ইহুদী সম্প্রদায়।'

টীকা-১৪. এবং সেটা অনুযায়ী কাজ করেনি এবং তাতে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের গুণাবলী ও পরিচয় দেখা সত্ত্বেও হুযূরের উপর ঈমান আনেনি,

টীকা-১৫. এবং বোঝা ব্যতীত সেগুলো থেকে কোন উপকার লাভ করতে পারেনি এবং যেই জ্ঞান সেগুলোর মধ্যে রয়েছে সে সম্পর্কে মোটেই অবগত নয়। এ অবস্থাটা ঐ সব ইহুদীরই, যারা তাওরীত বহন করে বেড়ায়, সেটার উক্তিগুলো পাঠ করে শুনায়। কিন্তু নিজেরা তা থেকে উপকার লাভ করেনা ও তদনুযায়ী কাজ করে না। আর এই দৃষ্টান্তটা ঐসব লোকের বেলায়ও প্রযোজ্য, যারা না ক্বোরআন করীমের অর্থ বুঝে, না তদনুযায়ী কাজ করে; বরং তা থেকে বিমুখ হয়ে থাকে।

টীকা-১৬. যেমন তোমরা বলে থাকো, "আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র ও তাঁর প্রিয়পাত্র।"

টীকা-১৭. যেন মৃত্যু তোমাদেরকে তাঁর নিকট পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়!

টীকা-১৮. নিজেদের এ দাবীতে।

টীকা-১৯. অর্থাৎ ঐ কুফর ও অস্বীকারের কারণে, যেগুলো তাদের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে।

টীকা-২০. কোনমতেই তা থেকে বাঁচতে পারবে না।

টীকা-২১. 'জুমু'আহ্-দিবস'ঃ এ দিনের নাম আরবী ভাষায় عروبه (আরূবাহ্) ছিলো। এ দিনটিকে এ জন্যই জুমু'আহ্ (جمعة) বলা হয় যে, এ দিনে নামাযের জন্য দলে দলে লোকের জমায়েত হয়। এর নামকরণের প্রসঙ্গে আরো কতিপয় অভিমত রয়েছে। সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি ঐ দিনের নাম ' جمعه ' 'জুমু'আহ্' রেখেছিলো সে কা'আব ইবনে লুয়াই ছিলো।

সর্বপ্রথম জুমু'আহ্র নামায, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন সাহা'বীদের সাথে পড়েছিলেনঃ

'আসহাবে সিয়র' (হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনী লেখকগণ) বর্ণনা করেন যে, হুযূর আলায়হিস্ সালাম যে দিন হিজরত করে মদীনা তৈয়্যবাহ্য় তাশরীফ আনয়ন করেছিলেন, সে দিন ১২ই রবিউল আউয়াল রোজ সোমবার ছিলো। সেদিন মধ্যাহ্নে (চাশ্‌তের সময়) 'ক্বোবা' নামক স্থানে অবস্থান করেন। সোমবার, মঙ্গলবার ও বুধবার এখানে অবস্থান করলেন। মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। জুমু'আর দিন মদীনা তৈয়্যবার দিকে রওনা হন। সালেম ইবনে আওফ গোত্রের উপত্যকায় পৌঁছলে জুমু'আহ্র সময় উপস্থিত হলো। ঐ স্থানকে লোকেরা মসজিদ করে নিলেন। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সেখানে জুমু'আহ্র নামায পড়ালেন এবং খোত্‌বা প্রদান করলেন।

'জুমু'আহ্-দিবস' হচ্ছে সপ্তাহের দিনগুলোর সরদার (سيد الايام)। যে মু'মিন ঐ দিন মৃত্যুবরণ করে, হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে শহীদের সাওয়াব দান করেন এবং কবরের ফিত্‌না থেকে রক্ষা করেন।

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

৮. আপনি বলুন, 'ঐ মৃত্যু, যা থেকে তোমরা পলায়ন করো, তা তো অবশ্যই তোমাদের সাথে সাক্ষাত করবে (২০)। অতঃপর তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফেরানো হবে, যিনি অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য সবকিছুই জানেন, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে বলে দেবেন যা তোমরা করেছিলে।

রুকূ' - দুই

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩﴾

৯. হে ঈমানদারগণ, যখন নামাযের আযান হয় জুমু'আহ্-দিবসে (২১), তখন আল্লাহ্র যিক্‌রের দিকে দৌড়াও (২২) এবং বেচা-কেনা পরিত্যাগ করো (২৩), এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানো।

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٠﴾

১০. অতঃপর যখন নামায শেষ হলো, তখন ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ তালাশ করো (২৪) আর আল্লাহ্কে খুব স্মরণ করো! এ আশায় যে, সাফল্য লাভ করবে।

'আযান' দ্বারা 'প্রথম আযান' বুঝানো হয়েছে; দ্বিতীয় আযান নয়, যার পরপরই খোত্‌বা প্রদান করা হয়। যদিও প্রথম আযান হযরত ওসমান গণী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর যুগে বৃদ্ধি করা হয়েছে, তবুও 'নামাযের দিকে দৌড়ানো ও ক্রয়-বিক্রয় পরিহার করার অপরিহার্যতা সেটারই সাথে সম্পৃক্ত। ('দুর্‌রুল মুখতার'-এ এটাই বর্ণিত হয়।)

টীকা-২২. 'দৌড়ানো' দ্বারা ছুটে যাওয়া বুঝায় না; বরং উদ্দেশ্য এ যে, 'নামাযের জন্য প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করো।' আর অধিকাংশের মতে, ' ذكر الله '(আল্লাহ্র যিক্‌র) মানে 'খোত্‌বাহ্'।

টীকা-২৩. মাস্‌আলাঃ এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জুমু'আহ্র আযান হওয়া মাত্রই ক্রয়-বিক্রয় হারাম (কঠোরভাবে নিষিদ্ধ) হয়ে যায়। আর দুনিয়ার সমস্ত কাজকর্ম, যেগুলো আল্লাহ্র স্মরণের ক্ষেত্রে উদাসীনতার কারণ হয়, এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আযান হওয়ার পর ঐসব কিছু পরিহার করা কর্তব্য।

মাস্‌আলাঃ এ আয়াত থেকে জুমু'আহ্র নামায ফরয হওয়া, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি দুনিয়াবী কাজকর্ম হারাম হওয়া এবং নামাযের দিকে দৌড়ানো বা নামাযের প্রতি গুরুত্বারোপ করার অপরিহার্যতাই (وجوب) প্রমাণিত হয়। আর 'খোত্‌বা'-এর অস্তিত্বও প্রমাণিত হয়।

মাস্‌আলাঃ 'জুমু'আহ্' মুসলমান, শরীয়তের বিধানাবলী পালনে আদিষ্ট ব্যক্তি, আযাদ, সুস্থ, মুসাফির নয়-এমন ব্যক্তি (মুক্বীম)-এর উপর শহরে ওয়াজিব হয়। অন্ধ ও খোঁড়া লোকের উপর ওয়াজিব হয়না।

'জুমু'আহ্' বিশুদ্ধ হবার জন্য সাতটা পূর্বশর্ত রয়েছেঃ- ১) শহর হওয়া; যেখানে মুকাদ্দমার ফয়সালা দেয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন কোন বিচারক উপস্থিত থাকেন। অথবা 'শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকা' হওয়া (فناء شهر), যা শহরের পাশেই অবস্থিত এবং শহরবাসীরা সেটা নিজেদের কাজে ব্যবহার করে থাকে; ২) হাকিম থাকা, ৩) যোহরের নামাযের সময় হওয়া, ৪) খোত্‌বা প্রদান করা নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে, ৫) খোত্‌বা নামাযের পূর্বে প্রদান করা, এতটুকু জমায়েতে যতটুকু জুমু'আহ্র জন্য জরুরী, ৬) জমা'আত। আর এর সর্বনিম্ন পরিমাণ হচ্ছে কমপক্ষে তিনজন লোক উপস্থিত থাকা, ইমাম ব্যতীত এবং ৭) সাধারণ অনুমতি থাকা অর্থাৎ নামাযীদেরকে যেন নামাযের স্থানে আসতে বাধা দেয়া না হয়।

টীকা-২৪. অর্থাৎ এখনই তোমাদের জন্য বৈধ হবে- জীবিকার্জনের কাজে লিপ্ত হওয়া অথবা জ্ঞানার্জন কিংবা রোগীর সেবা বা দেখাশুনা করা অথবা জানাযা নামাযে শরীক হওয়া অথবা ওলামা কেরামের যিয়ারত করা এবং অনুরূপ কার্যাদিতে মশগুল হয়ে সাওয়াব অর্জন করাও।

টীকা-২৫. শানে নুযূলঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনা তৈয়্যবায় জুমু'আহ্‌র দিন খোত্‌বা প্রদান করছিলেন। এমতাবস্থায় ব্যবসায়ীদের একটা দল আসলো এবং প্রথানুযায়ী ঘোষণার জন্য ঢোল পিটানো হলো। যুগটা ছিলো খুব অভাব ও দুর্মূল্যের। লোকেরা এ মনে করে সেদিকে চলে গিয়েছিলো যে, "দেরী হলে জিনিসপত্র শেষ হয়ে যাবে আর আমরা পাবো না।" ফলে, মসজিদ শরীফে মাত্র বারজন লোক অবশিষ্ট ছিলেন। তাঁদের প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো।

১১. এবং যখন তারা কোন ব্যবসা অথবা খেলাধূলা দেখতে পেলো, তখন সেটার দিকে ছুটে গেলো (২৫) এবং আপনাকে খোত্‌বার মধ্যে দণ্ডায়মান রেখে গেলো (২৬)। আপনি বলুন! 'তা-ই, যা আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে (২৭), খেলাধূলা ও ব্যবসা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট;' এবং আল্লাহ্‌র রিয্‌ক্ব সর্বাপেক্ষা উত্তম। ★

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾

সূরা মুনাফিক্বূন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সূরা মুনাফিক্বূন মাদানী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-১১ রুকূ'-২

রুকূ' - এক

১. যখন মুনাফিকরা আপনার সম্মুখে হাযির হয় (২) বলে, 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হুযূর নিশ্চয় নিশ্চয় আল্লাহ্‌র রসূল' এবং আল্লাহ্ জানেন যে, আপনি তাঁর রসূল। আর আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকগণ অবশ্যই মিথ্যুক (৩)।

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿١﴾

২. এবং তারা তাদের শপথগুলোকে ঢাল স্থির করে নিয়েছে (৪) অতঃপর আল্লাহ্‌র পথে বাধা নিয়েছে (৫)। নিশ্চয় তারা অত্যন্ত মন্দ কাজ করে (৬)।

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾

৩. এটা এ জন্য যে, তারা মুখে ঈমান এনেছে, অতঃপর অন্তরের দিক দিয়ে কাফির হয়েছে; ফলে তাদের অন্তরগুলোতে মোহর করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং এখন তারা কিছুই বুঝেনা।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٣﴾

৪. এবং যখন তুমি তাদেরকে দেখো (৭), তাদের শরীর তোমার ভালো মনে হবে এবং যদি তারা কথা বলে, তবে তাদের কথা মনোযোগ সহকারে শোনো (৮)। (তখন মনে হবে) যেন তারা প্রাচীরে ঠেকানো কতগুলো কাঠের স্তম্ভ

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ۖ

টীকা-২৬. মাস্‌আলাঃ এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, খতীবের জন্য দণ্ডায়মান হয়ে খোত্‌বা দান করা উচিত।

টীকা-২৭. অর্থাৎ নামাযের প্রতিদান ও সাওয়াব এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হবার বরকত ও সৌভাগ্য। ★

টীকা-১. 'সূরা মুনাফিক্বূন' মাদানী। এতে দু'টি রুকূ', এগারটি আয়াত, একশ আশিটি পদ এবং নয়শ ছিয়াত্তরটা বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. তখন নিজেদের বিশ্বাসের বিপরীত

টীকা-৩. তাদের মনের অবস্থা প্রকাশ্যের অনুরূপ নয়। যা মুখে বলে অন্তরে তার বিপরীতই বিশ্বাস রাখে।

টীকা-৪. যে, সেগুলোর মাধ্যমে হত্যা ও বন্দী থেকে রক্ষা পায়।

টীকা-৫. লোকদেরকে। অর্থাৎ জিহাদ থেকে অথবা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনা থেকে। বিভিন্ন প্রকারের প্ররোচনা ও সন্দেহ সৃষ্টি করে।

টীকা-৬. যে, ঈমানের মুকাবিলায় কুফর অবলম্বন করে।

টীকা-৭. অর্থাৎ মুনাফিকদেরকে, যেমন আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সুলূল প্রমূখের-

টীকা-৮. 'ইবনে উবাই' সুঠামদেহী, উজ্জ্বল বর্ণের, সুন্দর চেহারাসম্পন্ন এবং ভালো বক্তা ছিলো। আর তার সঙ্গে যারা ছিলো তারাও প্রায়ই তার মতো ছিলো। হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের মজলিস শরীফে যখন এসব লোক হাযির হতো, তখন শ্রুতিমধুর কথাবার্তা রচনা করে বলতো, যা শ্রোতাদের শুনতে ভালো লাগতো।

★ 'সূরা জুমু'আহ্' সমাপ্ত।

টীকা-৯. যে গুলোর মধ্যে প্রাণহীন আকৃতির ন্যায় না ঈমানের রূহ আছে, না পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করার মতো বিবেক আছে।

টীকা-১০. কেউ কাউকেও ডাকলে অথবা আপন হারানো বস্তু তালাশ করলে অথবা সৈন্য বাহিনীতে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে কোন কথা উচ্চ-রবে বলা হলে এসব লোক তাদের মনের অপবিত্রতা ও খারাপ ধারণার কারণে এটাই মনে করে যে, তাদেরকে কিছু বলা হয়েছে এবং তাদের এ আশংকা হয় যে, তাদের প্রসঙ্গে এমন কোন 'আলোচ্য বিষয়' অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে তাদের রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে।

টীকা-১১. অন্তরে জঘন্য শত্রুতা পোষণ করে এবং কাফিরদের নিকট এখানকার খবরাদি পৌঁছায় এবং তাদের গুপ্তচর।

টীকা-১২. এবং তাদের প্রকাশ্য অবস্থা দেখে প্রতারণার শিকার হয়ো না।

টীকা-১৩. এবং সুস্পষ্ট প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও সত্য থেকে বিমুখ হয়!

টীকা-১৪. ক্ষমা চাওয়ার জন্য।

টীকা-১৫. শানেনুযূলঃ 'মুরাইসী'র যুদ্ধ থেকে অবসর গ্রহণের পর যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'কূপের মাথায়' (স্থানবিশেষ) এসে পৌঁছলেন, তখন সেখানে এ ঘটনা ঘটেছিলো যে, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর মজদূর জাহ্‌জাহ্ গিফারী ও ইবনে উবাইর বন্ধু সিনান ইবনে দুবার জুহানীর মধ্যে সংঘর্ষ হলো। জাহ্‌জাহ্ মুহাজিরগণকে এবং সিনান আনসারকে আহবান করলো। তখন ইবনে উবাই মুনাফিক হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের শানে জঘন্য বেয়াদবীপূর্ণ ও ভিত্তিহীন মন্তব্য করে বকাবকি করলো আর বললো, "মদীনা তৈয়্যবাহ্ পৌঁছে আমাদের মধ্য থেকে সম্মানিতরা লাঞ্ছিত লোকদেরকে বহিষ্কার করবে।" আর স্বীয় গোত্রীয় লোকদেরকে বলতে লাগলো, "যদি তোমরা তাদেরকে তোমাদের উচ্ছিষ্ট খাদ্য না দাও তাহলে এরা তোমাদের ঘাড়ের উপর চড়ে বসবে না। এখন তাদের জন্য কিছুই খরচ করো না, যাতে তারা মদীনা তৈয়্যবাহ্ থেকে পালিয়ে যায়।" তার এ অশালীন কথা শুনে হযরত যায়দ ইবনে আরক্বাম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু) সহ্য করতে পারলেন না। তিনি তাকে বললেন, "আল্লাহ্‌রই শপথ! তুই-ই লাঞ্ছিত লোক, স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী। আর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বরকতময় শিরে মি'রাজের তাজ শোভা পাচ্ছে।" হযরত রহমান (আল্লাহ্ তা'আলা) তাঁকে সম্মান ও শক্তি দান করেছেন।" ইবনে উবাই বলতে লাগলো, "চুপ করো। আমিতো হাসিঠাট্টা করে এ কথাগুলো বলেছিলাম।"

হযরত যায়দ ইবনে আরক্বাম এ খবর হুযূরের দরবারে পৌঁছিয়ে দিলেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু ইবনে উবাইকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করলেন আর এরশাদ ফরমালেন, "লোকেরা বলবে যে, মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আপন সাহাবীকে হত্যা করেন।"

হুযূর আন্‌ওয়ার ইবনে উবাইর উদ্দেশ্যে বললেন, "তুমি কি ঐসব কথা বলেছো?" সে অস্বীকার করলো আর শপথ করে বললো, "আমি কিছুই বলিনি।" তার সাথী যে মজলিস শরীফে উপস্থিত ছিলো, সে আরয করতে লাগলো, "ইবনে উবাই বৃদ্ধ লোক। সে যা বলছে, সত্যই বলছে। যায়দ ইবনে আরক্বামের হয়ত ধোকা হয়ে গেছে, কথা ও হয়ত স্মরণ নেই।" অতঃপর যখন উপরোল্লেখিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হলো এবং ইবনে উবাইর মিথ্যাবাদিতা প্রকাশ পেলো, তখন তাকে বলা হলো, "যা! বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে দরখাস্ত কর! হুযূর তোর জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে, মাগফিরাত কামনা করবেন।" তখন সে ঘাড় ঘুরিয়ে নিলো। আর বলতে লাগলো, "তোমরা বলেছো ঈমান আনো। আমি ঈমান নিয়ে এলাম। তোমরা বলেছো– যাকাত দাও। আমি যাকাত দিলাম। এখন শুধু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সাজদাহ্ করাটাই বাকী রইলো।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১৬. এ জন্য যে, তারা মুনাফিক্বীর মধ্যে পাকাপোক্ত হয়েছে।

সূরা ঃ ৬৩ মুনাফিক্বূন ১০০০ পারা ঃ ২৮

يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ④

(৯)। তারা প্রত্যেক উচ্চবাচ্যকে নিজেদের উপর টেনে নেয় (১০)। তারা শত্রু (১১)। সুতরাং তাদের থেকে বাঁচতে থাকো (১২)। আল্লাহ্ তাদেরকে বিনাশ করুন! ওরা উল্টো দিকে কোথায় যাচ্ছে (১৩)?

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَرَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ⑤

৫. এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, 'এসো (১৪)! আল্লাহ্‌র রসূল তোমাদের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করবেন।' তখন নিজেদের মাথা ঘুরিয়ে নেয় এবং আপনি তাদেরকে দেখবেন যে, তারা অহংকার করে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে (১৫)।

سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ⑥

৬. তাদের জন্য এক সমান– আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা নাই করুন, আল্লাহ্ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না (১৬)। নিশ্চয় আল্লাহ্ ফাসিক্বদেরকে সৎপথ প্রদান করেন না।

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا وَلِلّٰهِ

৭. তারাই, যারা বলে, 'তাদের জন্য ব্যয় করো না, যারা রসূলের নিকট রয়েছে, এ পর্যন্ত যে, তারা পেরেশান হয়ে যাবে।' এবং আল্লাহ্‌রই

মানযিল - ৭

خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ لٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝٧ يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَآ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ۚ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٨

আস্‌মানসমূহ ও যমীনের ধন-ভাণ্ডারসমূহ (১৭); কিন্তু মুনাফিকদের মধ্যে বোধশক্তি নেই।

৮. তারা বলে, 'আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে (১৮) অবশ্যই যে বড় সম্মানিত সে সেখান থেকে তাকেই বের করে দেবে, যে অত্যন্ত লাঞ্ছিত (১৯)।' আর সম্মান তো আল্লাহ্‌, তাঁর রসূল ও মু'মিনদের জন্যই; কিন্তু মুনাফিকদের নিকট খবর নেই (২০)।

রুকূ' - দুই

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝٩

৯. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ, না তোমাদের সন্তান-সন্ততি– কোন কিছুই যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে উদাসীন না করে (২১); এবং যে কেউ তেমন করে (২২) তবে ঐ সমস্ত লোক ক্ষতির মধ্যে রয়েছে (২৩)।

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝١٠

১০. এবং আমার প্রদত্ত (রিয্‌ক্ব) থেকে কিছু আমার পথে ব্যয় করো (২৪) এরই পূর্বে যে, তোমাদের মধ্যে কারো নিকট মৃত্যু এসে পড়বে। অতঃপর বলতে থাকবে, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে কিছু সময়ের জন্য কেন অবকাশ দিলে না? যাতে আমি দান-সাদক্বাহ্‌ করতাম এবং সৎকর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম!'

وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ۚ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝١١

১১. এবং কখনো আল্লাহ্‌ কোন প্রাণকে অবকাশ দেবেন না যখন তার প্রতিশ্রুতি (নির্দ্ধারিত সময়) এসে পড়বে (২৫) এবং তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্‌র খবর আছে। ★

সূরা তাগাবুন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা তাগাবুন মাদানী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-১৮ রুকূ'-২

রুকূ' - এক

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۖ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝١

১. আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে যা কিছু আস্‌মানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে। তাঁরই মালিকানা এবং তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা (২)। এবং তিনিই সবকিছুর উপর শক্তিমান।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ

২. তিনিই হন, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ কাফির

টীকা-১৭. তিনিই সবার রিয্‌ক্বদাতা।

টীকা-১৮. এ যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে

টীকা-১৯. মুনাফিকগণ নিজেদেরকে 'সম্মানিত' বলেছে আর মু'মিনদেরকে বললো 'লাঞ্ছিত'। আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ ফরমান–

টীকা-২০. এ আয়াত অবতীর্ণ হবার কিছু দিন পর ইবনে উবাই মুনাফিক আপন মুনাফিক থাকা অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হলো।

টীকা-২১. পঞ্জেগানা নামায থেকে অথবা ক্বোরআন শরীফ থেকে;

টীকা-২২. অর্থাৎ দুনিয়ায় ব্যস্ত হয়ে দ্বীনকে ভুলে বসে; আর সম্পদের ভালবাসায় নিজেরই দুরবস্থার প্রতি বে-পরোয়া হয়ে যায় এবং সন্তান-সন্ততির খুশীর জন্য পরকালের সুখশান্তি থেকে উদাসীন থেকে যায়–

টীকা-২৩. কারণ, তারা ধ্বংসশীল দুনিয়ার পেছনে পরকালের চিরস্থায়ী নি'মাতগুলোর পরোয়া করেনি।

টীকা-২৪. অর্থাৎ যেসব সাদক্বাহ্‌ ওয়াজিব, তা প্রদান করো।

টীকা-২৫. যা 'লওহ্‌-ই-মাহফূয'-এ লিপিবদ্ধ রয়েছে। ★

****

টীকা-১. 'সূরা তাগাবুন' অধিকাংশের মতে মাদানী। কোন কোন তাফ্‌সীর-কারকের মতে, মক্কী– তিনটি আয়াত ব্যতীত, যেগুলো

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ

থেকে আরম্ভ হয়।

এ সূরায় দু'টি রুকূ', আঠারটি আয়াত, দু'শ একচল্লিশটি পদ এবং এক হাজার সত্তরটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. স্বীয় রাজ্যে ক্ষমতা প্রয়োগ-কারী, যা ইচ্ছা করেন, যেমন ইচ্ছা করেন তেমনি করেন, তাঁর না কোন শরীক আছে, না কোন সমকক্ষ। সমস্ত নি'মাত তাঁরই।

★ 'সূরা মুনাফিক্বূন' সমাপ্ত।

এবং তোমাদের মধ্যে কেউ মুসলমান (৩)। এবং আল্লাহ্ তোমাদের কার্যাবলী দেখছেন।

৩. তিনি আস্মান ও যমীন সত্য সহকারে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, সুতরাং তোমাদের উত্তম আকৃতিই তৈরী করেছেন (৪) এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন (৫)।

৪. তিনি জানেন যা কিছু আস্মানসমূহ ও যমীনে রয়েছে এবং জানেন যা কিছু তোমরা গোপন করো এবং প্রকাশ করো; এবং আল্লাহ্ অন্তরগুলোর কথা জানেন।

৫. তোমাদের নিকট কি (৬) তাদের খবর আসেনি, যারা তোমাদের পূর্বে কুফর করেছে (৭)? এবং নিজেদের কর্মের অশুভ পরিণতি ভোগ করেছে (৮)? এবং তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে (৯)।

৬. এটা এ জন্য যে, তাদের নিকট তাদের রসূল সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আসতেন (১০), তখন তারা বলেছে, 'মানুষই কি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করবে (১১)?' সুতরাং তারা কাফির হয়েছে (১২) এবং ফিরে গেছে (১৩)। আর আল্লাহ্ পরোয়াহীনতারই কাজ করেছেন এবং আল্লাহ্ পরোয়াহীন, সমস্ত প্রশংসায় প্রশংসিত।

৭. কাফিরগণ বক্লো যে, তারা কখনো পুনরুত্থিত হবেনা। আপনি বলুন, 'কেন নয়, আমার প্রতিপালকের শপথ, তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে, অতঃপর তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে। আর এটা আল্লাহ্র জন্য সহজ।'

৮. সুতরাং তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল এবং ঐ নূরের উপর (১৪), যা আমি অবতীর্ণ করেছি। এবং আল্লাহ্ তোমাদের কার্যাদি সম্পর্কে অবহিত।

৯. যেদিন তোমাদেরকে একত্রিত করবেন, সবার একত্রিত হবার দিনে (১৫), সেদিন হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিগ্রস্ত হবারই (১৬) এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনে এবং ভালো কাজ করে আল্লাহ্ তার পাপাচারসমূহ মোচন করবেন এবং তাকে বাগানসমূহে নিয়ে যাবেন, যে গুলোর নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবহমান, তারা তাতে স্থায়ীভাবে থাকবে। এটাই মহা সাফল্য।

১০. এবং যারা কুফর করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে তারা অগ্নিবাসী, স্থায়ীভাবে তাতে থাকবে। এবং কতই মন্দ পরিণতি!

রুকূ' - দুই

১১. কোন বিপদ আপতিত হয়না (১৭); কিন্তু আল্লাহ্র নির্দেশে। এবং যে কেউ আল্লাহ্র উপর ঈমান আনে (১৮) আল্লাহ্ তার অন্তরকে হিদায়ত

وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ②

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ③

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ④

اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۡ فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ⑤

ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا ۡ فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ ۚ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ⑥

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ۚ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ⑦

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ⑧

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۚ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ⑨

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ⑩

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ۚ

টীকা-৩. হাদীস শরীফে আছে- ইন্সানের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য ফিরিশ্তা আল্লাহ্র নির্দেশে তখনই লিপিবদ্ধ করেন, যখন সে আপন মায়ের গর্ভে থাকে।

টীকা-৪. সুতরাং এটাই অপরিহার্য যে, তোমরা স্বীয় স্বভাবকে ভালো রাখবে

টীকা-৫. আখিরাতে।

টীকা-৬. হে মক্কার কাফিরগণ!

টীকা-৭. অর্থাৎ তোমরা কি পূর্ববর্তী উম্মতদের অবস্থাদি সম্পর্কে জানো না, যারা নবীগণকে অস্বীকার করেছে?

টীকা-৮. পৃথিবীতেই তাদের কর্মের জন্য শাস্তি ভোগ করেছে?

টীকা-৯. পরকালে।

টীকা-১০. মু'জিযাসমূহ দেখাতেন।

টীকা-১১. অর্থাৎ তারা, 'মানুষ রসূল হতে পারেন'- এ বিষয়টা অস্বীকার করেছে। বস্তুতঃ এটা পূর্ণ বিবেকহীনতা ও বোধশক্তিহীনতাই। অতঃপর 'মানুষ রসূল হতে পারেন'- এ বিষয়টা তারা অস্বীকার করলো; কিন্তু পাথর 'খোদা হওয়া'য় বিশ্বাস করলো।

টীকা-১২. রসূলগণকে অস্বীকার করে

টীকা-১৩. ঈমান থেকে।

টীকা-১৪. 'নূর' দ্বারা 'ক্বোরআন শরীফ' বুঝানো হয়েছে। কেননা, তা দ্বারা পথভ্রষ্টতার পুঞ্জীভূত অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং প্রত্যেক কিছুর বাস্তব অবস্থা প্রকাশ পায়,

টীকা-১৫. অর্থাৎ ক্বিয়ামত-দিবস, যেদিন পূর্ব ও পরবর্তী সকলেই একত্রিত হবে,

টীকা-১৬. অর্থাৎ কাফিরদের বঞ্চিত হওয়া প্রকাশ পাবার।

টীকা-১৭. মৃত্যুর অথবা রোগের অথবা সম্পদ নাশের অথবা অন্য কিছুর।

টীকা-১৮. এবং জানে যে, যা কিছু সংঘটিত হয় তা আল্লাহ্ তা'আলা চাইলে ও তিনি ইচ্ছা করলেই হয়। আর বিপদের সময় اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ পাঠ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার দানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ও বিপদে ধৈর্যধারণ করে।

টীকা-১৯. যেন সে আরো অধিক সৎকাজ ও আনুগত্যের মধ্যে রত হয়

টীকা-২০. আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য থেকে,

টীকা-২১. সুতরাং তিনি তো তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন। আর পরিপূর্ণভাবে দ্বীনের প্রচার কার্য সম্পন্ন করেছেন।

টীকা-২২. যেহেতু, তোমাদেরকে সৎকাজ থেকে বাধা দেয়।

টীকা-২৩. এবং তাদের কথায় এসে সৎকাজ থেকে বিরত হয়োনা!

শানে নুযূলঃ কয়েকজন মুসলমান মক্কা মুকার্‌রামাহ্ থেকে হিজরত করার ইচ্ছা করলেন। তখন তাঁদের বিবি ও সন্তানরা তাঁদেরকে বাধা দিলো আর বললো, "আমরা তোমাদের বিচ্ছেদের উপর ধৈর্যধারণ করতে পারবো না। তোমরা চলে গেলে আমরা তোমাদের পশ্চাতে ধ্বংস হয়ে যাবো।" এ কথা তাদের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো। সুতরাং তাঁরা রুখে গেলেন। কিছুদিন পরে যখন তাঁরা হিজরত করলেন, তখন তাঁরা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদেরকে দেখতে পেলেন যে, তাঁরা দ্বীনের মধ্যে বড় দক্ষ ও ফকীহ্ (ধর্মীয় বিধানাবলীর সূক্ষ্মজ্ঞানী) হয়ে গেছেন। এটা দেখে তারা তাদের বিবি ও সন্তানদেরকে শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। আর এ ইচ্ছা করলেন যে, তাদের জন্য ব্যয় বন্ধ করে দেবেন। কেননা, তাঁরাই তাঁদের হিজরতের পথে বাধ সেধেছিলো; যার এ পরিণাম হলো যে, হুযূরের সাথে হিজরতকারী সাহাবীগণ জ্ঞান ও ফিক্বহয় তাঁদের থেকে বহুগুণ অগ্রসর হয়ে গেছেন। এপ্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাঁদেরকে স্বীয় স্ত্রী ও সন্তানদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার প্রতি এবং তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। সুতরাং সামনে এরশাদ করা হচ্ছে–

টীকা-২৪. কারণ, কখনো মানুষ তাদের কারণে পাপে এবং আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশ অমান্য করায় লিপ্ত হয়ে বসে। আর তাতে মশগুল হয়ে পরকালের বিষয়াদি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে উদাসীন হয়ে পড়ে।

টীকা-২৫. সুতরাং সে ব্যাপারে যত্নবান হও, যেন এমন না হয় যে, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে মগ্ন হয়ে মহা পুরস্কার হারিয়ে বসবে।

টীকা-২৬. অর্থাৎ আপন সামর্থ্য ও শক্তি পরিমাণ ইবাদত-বন্দেগী পালন করো।

করবেন (১৯) এবং আল্লাহ্ সবকিছু জানেন।

১২. এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ মান্য করো এবং রসূলের নির্দেশ মান্য করো। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও (২০), তবে জেনে রেখো যে, আমার রসূলের উপর শুধু সুস্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেয়াই আবশ্যক (২১)।

১৩. আল্লাহ্ হন, যিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত নেই এবং আল্লাহ্‌রই উপর যেন ঈমানদারগণ ভরসা করে।

১৪. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কিছু সংখ্যক স্ত্রী ও সন্তান তোমাদের শত্রু (২২)। সুতরাং তাদের থেকে সতর্ক থাকো (২৩)! এবং যদি ক্ষমা করো এবং (তাদের দোষত্রুটি) উপেক্ষা করো, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

১৫. তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তানগণ হচ্ছে পরীক্ষা (২৪) এবং আল্লাহ্‌র নিকট মহা পুরস্কার রয়েছে (২৫)।

১৬. সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় করো যে পর্যন্ত সম্ভব হয় (২৬)! এবং ফরমান শ্রবণ করো ও নির্দেশ মান্য করো (২৭)। আর আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করো নিজেদের মঙ্গলের জন্য এবং যাকে স্বীয় প্রাণের লাল্‌সা থেকে রক্ষা করা হয়েছে (২৮), সুতরাং তারাই সাফল্য লাভকারী।

১৭. যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভাল কর্জ প্রদান করো (২৯), তিনি তোমাদের জন্য তা দ্বিগুণ করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। এবং আল্লাহ্ মূল্যায়নকারী, সহনশীল।

১৮. প্রত্যেক গোপন ও প্রকাশ্যের জ্ঞাতা, মহা সম্মানিত, প্রজ্ঞাময়। ★

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ⑪

وَاَطِیْعُوا اللّٰهَ وَاَطِیْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّیْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰی رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِیْنُ ⑫

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ وَعَلَی اللّٰهِ فَلْیَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ⑬

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ⑭

اِنَّمَاۤ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِیْمٌ ⑮

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِیْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَیْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَنْ یُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ⑯

اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا یُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِیْمٌ ⑰

عٰلِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ⑱

এটা তাফসীর হচ্ছে اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ -এরই।

টীকা-২৭. আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের।

টীকা-২৮. এবং সে আপন সম্পদকে প্রশান্তচিত্তে শরীয়তের নির্দেশ মোতাবেক ব্যয় করেছে,

টীকা-২৯. অর্থাৎ খুশীমনে, সদুদ্দেশ্যে হালাল মাল থেকে সদ্‌ক্বাহ্ দাও! সদ্‌ক্বাহ্ প্রদান করাকে আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহবশতঃ 'কর্জ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এতে সাদ্‌ক্বাহ্ প্রদানের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে যে, সাদ্‌ক্বাহ্‌দাতা ক্ষতিগ্রস্ত নয়, নিশ্চিতভাবেই সে তার প্রতিদান পাবে। ★

****

★ 'সূরা তাগাবুন' সমাপ্ত।

টীকা-১. 'সূরা তালাক্ব' মাদানী। এতে দু'টি রুকূ', বারটি আয়াত, দু'শ উনপঞ্চাশটি পদ এবং এক হাজার ষাটটি বর্ণ আছে।

টীকা-২. আপন উম্মতকে বলে দিন।

টীকা-৩. শানে নুযূলঃ এ আয়াত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি আপন বিবিকে নির্দিষ্ট দিনসমূহে (অর্থাৎ রজঃস্রাবের দিনগুলো) তালাক্ব (রাজ'ঈ) দিয়েছিলেন। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে 'রাজ'আত' করার (স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করা) নির্দেশ দিলেন। আরো এরশাদ করলেন- "অতঃপর যদি তালাক্ব দিতে চাও, তবে 'তুহ্‌র' অর্থাৎ ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র থাকা অবস্থায় তালাক্ব দাও।" এ আয়াতে স্ত্রীগণ দ্বারা ঐ সমস্ত স্ত্রী বুঝানো হয়েছে, যাদের সাথে সহবাস সম্পন্ন হয়েছে, যারা আপন আপন স্বামীর সান্নিধ্যে গেছে; না-বালিকা, গর্ভবতী ও 'হতাশা' (آئسه) নয়।[হতাশা (آئسه) হচ্ছে- ঐ নারী, যার রজঃস্রাব হওয়া বার্দ্ধক্যের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে, রজঃস্রাবের বয়স শেষ হয়ে গেছে।]

মাস্‌আলাঃ সহবাস হয়নি এমন স্ত্রীর জন্য 'ইদ্দত' নেই। অবশিষ্ট তিন প্রকারের স্ত্রীলোকেরই কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যদি তাদের ঋতুস্রাব না হয়, তাহলে তাদের 'ইদ্দত' ঋতুস্রাব দ্বারা গণনা করা যাবে না।

মাস্‌আলাঃ যে স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়নি তাকে 'ঋতুস্রাব' (حيض) কালে তালাক্ব প্রদান করা বৈধ। এ আয়াতে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাতে এমনসব স্ত্রীই বুঝানো উদ্দেশ্য, যাদের ইদ্দত 'হায়য' (ঋতুস্রাব) দ্বারা গণনা করা যায়। তাদেরকে তালাক্ব দিতে হলে এমন 'তুহ্‌র' (বা ঋতুস্রাবমুক্ত পবিত্রতার সময়ের মধ্যে) দিতে হবে, যাতে সে তার সাথে সহবাস করেনি। অতঃপর 'ইদ্দত' অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত তার প্রতি অগ্রসর হবে না। এ ধরণের তালাক্বকে 'তালাক-ই-আহসান' (সর্বাপেক্ষা সুন্দর তালাক্ব) বলা হয়। আর যে স্ত্রীর সাথে তার স্বামী সহবাস করেনি তাকে একটা মাত্র তালাক দেয়াকে 'তালাক্ব-ই-হাসান' (সুন্দর তালাক্ব) বলে। যদিও এ তালাক্ব রজঃস্রাব অবস্থায় দেয়া হয়। আর সহবাসকৃত স্ত্রী যদি 'হায়য্ সম্পন্না' না হয়, তবে তাকে তিন মাসে তিন তালাক্ব দেয়াও 'তালাক্ব-ই-হাসান'।

তালাক্ব-ই-বিদ'আতঃ হায়যাবস্থায় তালাক্ব দেয়া অথবা এমন (ঋতুমুক্ত) পবিত্রাবস্থায় তালাক্ব দেয়া, যাতে তার সাথে সহবাস করা হয়েছে, 'তালাক্ব-ই-বিদ'আত'এর পর্যায়ভুক্ত। অনুরূপভাবে, এক 'তুহ্‌র'-এ তিন তালাক্ব অথবা দু'তালাক্ব একই বারে অথবা দু'বারে দেয়াও 'তালাক্ব-ই-বিদ'আত'; যদিও ঐ 'তুহ্‌র'-এ সহবাস নাই করে থাকে।

মাস্‌আলাঃ 'তালাক্ব-ই-বিদ'আত' মাকরূহ; কিন্তু তালাক্ব সংঘটিত হয়ে যায়। এমন তালাক্বদাতা গুনাহ্‌গার হয়।

সূরা ঃ ৬৫ তালাক্ব | ১০০৪ | পারা ঃ ২৮

সূরা তালাক্ব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা তালাক্ব মাদানী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-১২ রুকূ'-২

রুকূ' - এক

১. হে নবী! (২) 'যখন তোমরা আপন স্ত্রীদের তালাক্ব দাও, তখন তোমরা তাদের ইদ্দতের সময়ের উপর তাদেরকে তালাক্ব দাও এবং ইদ্দতের হিসাব রাখো (৩) এবং আপন প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করো। 'ইদ্দতের মধ্যে তাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দিওনা। এবং না তারা নিজেরাও বের হবে (৪); কিন্তু তারা কোন সুস্পষ্ট অশ্লীলতার কাজ করলে (৫); এবং এগুলো আল্লাহ্‌রই নির্দ্ধারিত

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ

মানযিল - ৭

টীকা-৪. মাস্‌আলাঃ স্ত্রীর জন্য 'ইদ্দত' স্বামীর ঘরেই পূর্ণ করা আবশ্যক। না স্বামীর জন্য তালাক্ব প্রাপ্ত স্ত্রীকে 'ইদ্দত'-এর মধ্যে ঘর থেকে বের করে দেয়া বৈধ, না ঐ স্ত্রীদের জন্য সেখান থেকে নিজে বের হয়ে যাওয়া বৈধ।

টীকা-৫. তাদের দ্বারা যদি এমন কোন অবৈধ কাজ সম্পন্ন হবার কথা প্রকাশ পায়, যেটার উপর শাস্তি (حد) নির্দ্ধারিত, যেমন যিনা ও চুরি ইত্যাদি, তবে এ কারণে তাদেরকে বের হয়ে যেতেই হবে।

মাস্‌আলাঃ যদি স্ত্রী অশ্লীল ভাষায় বকাবকি করে, পরিবারের লোকদেরকে কষ্ট দেয়, তবে তাকে বের করে দেয়া বৈধ। কেননা, সে 'অবাধ্যস্ত্রী' (ناشزه)-এর পর্যায়ে পড়ে।

মাস্‌আলাঃ যেই স্ত্রী 'তালাক্ব-ই-রাজ'ঈ' অথবা 'বা-ইন্'-এর 'ইদ্দতে' থাকে, তার জন্য ঘর থেকে বের হওয়া একেবারেই বৈধ নয়। আর যে নারী স্বামীর মৃত্যুর ইদ্দতের মধ্যে থাকে, সে প্রয়োজনে দিনের বেলায় বের হতে পারবে; কিন্তু রাত্রি-যাপন করা তার জন্য স্বামীর ঘরেই অপরিহার্য।

মাস্‌আলাঃ যে স্ত্রী 'তালাক্ব-ই-বা-ইন্' এর ইদ্দতের মধ্যে থাকে, তার ও তার স্বামীর মধ্যে পর্দা থাকা আবশ্যক। আর এ ক্ষেত্রে অধিক উত্তম এ যে, অপর কোন স্ত্রীলোক তাদের দু'জনের মধ্যে অন্তরাল হবে।

মাস্‌আলাঃ যদি স্বামী ফাসিক্ব (পাপাসক্ত, লম্পট) হয়, অথবা ঘর খুব সংকীর্ণ হয়, তবে স্বামীর জন্য সে বাসগৃহ থেকে অন্যত্র চলে যাওয়াই উত্তম।

টীকা-৬. 'রাজ্'আত (স্ত্রীর প্রতি প্রত্যাবর্তন)-এর।

টীকা-৭. অর্থাৎ ইদ্দত শেষ হবার নিকটবর্তী হয়,

টীকা-৮. অর্থাৎ তোমাদের জন্য ইখ্তিয়ার রয়েছে- যদি তোমরা তাদের সাথে উত্তমরূপে সামাজিক জীবন-যাপন ও সঙ্গে থাকতে চাও, তবে 'রাজ্'আত' (নির্দ্ধারিত পন্থায় স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ) করে নাও। আর অন্তরে দ্বিতীয়বার তালাক্ব দেয়ার ইচ্ছা রেখোনা।

যদি তোমরা তাদের সাথে উত্তমরূপ জীবন যাপনে আশাবাদী না হও, তবে 'মহর' ইত্যাদি তাদের প্রাপ্য পরিশোধ করে তাদের থেকে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নাও এবং তাদেরকে দুঃখ দিওনা এভাবে যে, 'ইদ্দত'-এর শেষভাগে রাজ্'আত করে বসবে। অতঃপর তালাক্ব দিয়ে দেবে! এভাবে তাদের ইদ্দতকে দীর্ঘায়িত করে পেরেশানীতে ফেলবে! এমন পন্থা অবলম্বন করোনা। আর চাই 'রাজ্'আত করো কিংবা বিচ্ছেদের পথকে বেছে নাও- উভয় অবস্থায় অপবাদ দূর করা ও বিপদ এড়ানোর নিমিত্ত দু'জন মুসলমানকে সাক্ষী করে নেয়া মুস্তাহাব। অতএব, এরশাদ হচ্ছে-

টীকা-৯. উদ্দেশ্য তাতে তাঁর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করাই হয় এবং সত্য-প্রতিষ্ঠা ও আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন ব্যতীত স্বীয় অন্য কোন খারাপ উদ্দেশ্য তাতে না থাকে,

وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ①

বিধান; আর যে কেউ আল্লাহ্‌র সীমাগুলো লংঘন করে আগে বাড়ে, নিশ্চয় সে আপন প্রাণের উপর অত্যাচার করেছে। আপনার জানা নেই, হয়তো আল্লাহ্ এরপর কোন নতুন নির্দেশ প্রেরণ করবেন (৬)।

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ②

২. সুতরাং যখন তারা তাদের মেয়াদকাল পর্যন্ত পৌঁছার উপক্রম হয় (৭); যখন তাদেরকে উত্তমভাবে রেখে দাও অথবা উত্তম পন্থায় পৃথক করে দাও (৮) এবং নিজেদের মধ্যে দু'জন নির্ভরযোগ্য লোককে সাক্ষী করে নাও! এবং আল্লাহ্‌র জন্য সাক্ষী স্থির করো (৯)। এটা দ্বারা উপদেশ দেয়া হচ্ছে তাকেই, যে আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে (১০); এবং যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে (১১), আল্লাহ্ তার জন্য মুক্তির পথ বের করে দেবেন (১২)।

وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ③

৩. এবং তাকে সেখান থেকে জীবিকা দেবেন, যেখানে তার কল্পনাও থাকে না এবং যে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে, তবে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট (১৩)। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর কাজ পরিপূর্ণকারী। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ রেখেছেন।

টীকা-১০. মাস্আলাঃ এ থেকে এ মর্মে দলীল গ্রহণ করা যায় যে, কাফিরদেরকে শরীয়তের বিধানাবলীর ক্ষেত্রে সম্বোধন করা হয়নি।

টীকা-১১. এবং তালাক্ব দিলে 'তালাক্ব-ই-সুন্নাত' প্রদান করে, 'ইদ্দত' পালনকারিনীকে কষ্ট না দেয়, না তাকে বাসস্থান থেকে বের করে দেয় এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ মোতাবেক মুসলমানদেরকে সাক্ষী করে নেয়-

টীকা-১২. যাতে সে দুনিয়া ও আখিরাতের বিভিন্ন দুঃখ থেকে মুক্তি পায় এবং যে কোন প্রকারের দুঃশ্চিন্তা ও পেরেশানী থেকে মুক্ত থাকে।

বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, 'যে ব্যক্তি এ আয়াত শরীফ পাঠ করে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য দুনিয়ার সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, মৃত্যু-যন্ত্রণা ও রোজ-ক্বিয়ামতের বিভিন্ন কষ্ট থেকে মুক্তির পথ খুলে দেবেন। আর এই আয়াত সম্পর্কে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এটাও এরশাদ করেছেন যে, "আমার জ্ঞানে এমন এক আয়াত আছে যদি লোকেরা সেটা সংরক্ষণ করে রাখে, তবে তাদের প্রত্যেক চাহিদা ও অভাব পূরণের জন্য যথেষ্ট।"

শানে নুযূলঃ আওফ ইবনে মালিকের সন্তানকে মুশরিকগণ বন্দী করে রেখেছিলো। তখন আওফ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলেন। আর তিনি এ কথাও আরয করেছিলেন, "আমার পুত্রকে মুশরিকগণ বন্দী করে নিয়েছে।" তদ্‌সঙ্গে তিনি স্বীয় অভাব এবং দারিদ্রের কথাও প্রকাশ করলেন। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান- "মনে আল্লাহ্ তা'আলার ভয় রাখো, ধৈর্যধারণ করো এবং অধিক পরিমাণে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ (লা হাওলা ওয়া কু ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম) পাঠ করতে থাকো।" আওফ ঘরে এসে তাঁর বিবিকে এ কথা বললেন। আর উভয়েই পড়তে আরম্ভ করলেন। তারা পাঠরত আছেন, তখনি পুত্র এসে ঘরের দরজার কড়ায় নাড়া দিলো। শত্রুরা অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলো। এ সুযোগে সে বন্দী থেকে বের হয়ে পালিয়ে এলো এবং আসার পথে শত্রুদের চার হাজার মেষও সাথে নিয়ে এলো। আওফ্ হুযূরের পবিত্রতম দরবারে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ছাগলগুলো তাঁদের জন্য হালাল হবে কিনা। হুযূর (দঃ) অনুমতি দিলেন। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো।

টীকা-১৩. উভয় জাহানে।

টীকা-১৪. বৃদ্ধা হয়ে যাবার কারণে সে নৈরাশ্যের বয়সে উপনীত হয়েছে। এ নৈরাশ্যের বয়স' হচ্ছে এক অভিমতানুযায়ী, পঞ্চান্ন বছর, অন্য এক অভিমতানুযায়ী, ষাট বৎসর বয়স। বিশুদ্ধতম অভিমত হচ্ছে- যে বয়সেই 'হায়য্' (রজঃস্রাব) বন্ধ হয়ে যায় সেটাই নৈরাশ্যের বয়স'।

টীকা-১৫. এ'তে যে, সেটার বিধান কিঃ

শানে নুযূলঃ সাহাবীগণ রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরয করলেন, 'হায়য্সম্পন্ন স্ত্রী লোকদের ইদ্দত তো আমরা জেনে নিয়েছি, যারা হায়য সম্পন্ন নয় তাদের 'ইদ্দত' কিঃ" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১৬. অর্থাৎ তারা অপ্রাপ্ত বয়স্কা অথবা বয়স তো প্রাপ্তবয়স্কার হয়েছে, কিন্তু এখনো 'হায়য্' আরম্ভ হয়নি। তাদের 'ইদ্দত'ও তিন মাস।

টীকা-১৭. মাস্আলাঃ গর্ভবতী নারীদের 'ইদ্দত' গর্ভস্থ সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত- চাই সে 'ইদ্দত' তালাক্বের হোক, অথবা স্বামীর মৃত্যুর হোক।

টীকা-১৮. অর্থাৎ এ বিধানগুলো, যেগুলো উল্লেখ করা হয়েছে,

টীকা-১৯. এবং আল্লাহ্ তা'আলার অবতীর্ণ বিধানাবলী মোতাবেক কাজ করে এবং নিজের উপর যে কর্তব্য অবশ্য করণীয় সেগুলো যত্নসহকারে পালন করে।

৪. এবং তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা 'হায়য্' (রজঃস্রাব) থেকে নিরাশ হয়েছে (১৪), যদি তোমাদের কিছুটা সন্দেহ থাকে (১৫), তবে তাদের 'ইদ্দত' তিন মাস এবং তাদেরও, যাদের এখনও 'হায়য' আসেনি (১৬)। আর গর্ভবতীদের মেয়াদ এ'যে, তারা তাদের গর্ভস্থ সন্তান প্রসব করে নেবে (১৭) এবং যে কেউ আল্লাহ্কে ভয় করবে, আল্লাহ্ তার কাজ সহজ করে দেবেন।

وَالّٰٓـِٔیْ یَىِٕسْنَ مِنَ الْمَحِیْضِ مِنْ نِّسَآىِٕكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَّالّٰٓـِٔیْ لَمْ یَحِضْنَ ؕ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ یَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؕ وَمَنْ یَّتَّقِ اللّٰهَ یَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ یُسْرًا ٤

৫. এটা (১৮) আল্লাহর নির্দেশ, যা তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন; এবং যে আল্লাহ্কে ভয় করে (১৯) আল্লাহ্ তার পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তাকে মহা প্রতিদান দেবেন।

ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗۤ اِلَیْكُمْ ؕ وَمَنْ یَّتَّقِ اللّٰهَ یُكَفِّرْ عَنْهُ سَیِّاٰتِهٖ وَیُعْظِمْ لَهٗۤ اَجْرًا ٥

৬. স্ত্রীদেরকে সেখানেই রাখো, যেখানে নিজে থাকো, স্বীয় সামর্থ্যানুযায়ী (২০) এবং তাদের ক্ষতি করো না তাদেরকে সংকটে ফেলে (২১)। এবং যদি (২২) গর্ভবতী হয়, তবে তাদের জন্য ব্যয় করো, যতদিন না তারা সন্তান প্রসব করে (২৩); অতঃপর যদি তারা তোমাদের জন্য সন্তানকে স্তন্য দান করে, তবে তাদেরকে তাদের পারিশ্রমিক দাও (২৪)। এবং পরস্পরের মধ্যে

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَیِّقُوْا عَلَیْهِنَّ ؕ وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَیْهِنَّ حَتّٰی یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ

টীকা-২০. মাস্আলাঃ তালাক্ব-প্রদত্ত স্ত্রীকে 'ইদ্দত' অতিবাহিত করা পর্যন্ত সময়ের জন্য স্বীয় সামর্থ্যানুযায়ী বাসস্থান প্রদান করা স্বামীর উপর ওয়াজিব বা অপরিহার্য। আর ঐ মেয়াদকালে তার ব্যয়ভার বহন করাও ওয়াজিব।

টীকা-২১. বাসস্থানে তাদের থাকার স্থানটুকু ঘিরে ফেলে অথবা কোন বিরুদ্ধভাবাপন্ন নারীকে তার সাথে থাকতে দিয়ে অথবা এমন কোন কষ্ট দিয়ে, যাতে সে বের হয়ে যেতে বাধ্য হয়।

টীকা-২২. ঐ তালাক্বপ্রাপ্ত স্ত্রীগণ

টীকা-২৩. কেননা, যখনই তাদের 'ইদ্দত' পূর্ণ হবে।

মাস্আলাঃ গর্ভবতীর ব্যয়ভার বহন করা যেমন জরুরী তেমনি গর্ভবতী নয়-এমন স্ত্রীর ব্যয়ভার বহন করাও জরুরী- চাই তাকে 'তালাক্ব-ই-রাজঈ' দেয়া হোক অথবা 'বা-ইন্'।

টীকা-২৪. মাস্আলাঃ সন্তানকে স্তন্যদান করা মায়ের উপর ওয়াজিব বা অপরিহার্য নয়। পিতারই কর্তব্য পারিশ্রমিক দিয়ে দুগ্ধ পান করানো। কিন্তু সন্তান যদি তার মা ব্যতীত অন্য কারো স্তনের দুধ পান না করে অথবা পিতা দরিদ্র হয়, তখন এমতাবস্থায় দুধ পান করানো মায়ের উপর ওয়াজিব হয়ে যায়। সন্তানের মা যতদিন পর্যন্ত সন্তানের পিতার বিবাহাধীন থাকে কিংবা 'তালাক্ব-ই-রাজ'ঈ'-এর 'ইদ্দত' পালনরত থাকে, এমতাবস্থায় তার জন্য সন্তানকে দুধ পান করানোর বিনিময়-মূল্য গ্রহণ করা বৈধ নয়; ইদ্দতের পরে বৈধ।

মাস্আলাঃ কোন মেয়েলোককে নির্দ্ধারিত বিনিময়-মূল্যের উপর স্তন্যদানের জন্য নিয়োগ করা বৈধ।

মাস্আলাঃ পর-নারীর তুলনায় বিনিময়-মূল্যের উপর দুগ্ধপান করানোর জন্য সন্তানের জননীই অধিকতর হকদার বা উপযোগী।

মাস্আলাঃ যদি মা অধিক মূল্য দাবী করে, তবে অন্য নারীই উত্তম।

মাস্আলাঃ যে নারী স্তন্যদান করে তারই উপর সন্তানকে গোসল করানো, তার কাপড়-চোপড় ধোয়া, তৈল লাগানো, তার খাদ্য-পানীয়ের আয়োজন করাও জরুরী। কিন্তু এসব কিছুর ব্যয়ভার বহন করার দায়িত্ব তার পিতার উপরই বর্তায়।

মাস্আলাঃ দুধ পান করানোর জন্য নিয়োজিত (ধাত্রী) যদি শিশুকে নিজের (স্তন্যের) পরিবর্তে তার ছাগীর দুধ পান করায়, অথবা অন্যান্য খাদ্যের উপর

وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ⑥

সংগতভাবে পরামর্শ করো (২৫); অতঃপর যদি পরস্পর সংকট সৃষ্টি করো (২৬), তবে অবিলম্বে তার জন্য অন্য নারী পাওয়া যাবে, যে দুধ পান করাবে।

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ⑦

৭. সামর্থ্যবান (২৭) যেন স্বীয় সামর্থ্যোপযোগী ব্যয় করে এবং যার উপর তার জীবিকা সংকীর্ণ করা হয়েছে সে তা থেকেই ব্যয় করবে যা তাকে আল্লাহ্ প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ কোন আত্মার উপর বোঝা চাপান না, কিন্তু সেই পরিমাণ, যতটুকু তাকে প্রদান করেছেন। অবিলম্বে আল্লাহ্ কষ্টের পর স্বস্তি প্রদান করবেন (২৮)।

রুকূ' - দুই

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا ⑧

৮. এবং কত শহরই ছিলো, যারা তাদের প্রতিপালকের নির্দেশ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন করেছে অতঃপর আমি তাদের থেকে কঠোর হিসাব নিয়েছি (২৯) এবং তাদেরকে মন্দ মার নিয়েছি (৩০)।

فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ⑨

৯. তখন তারা তাদের কৃতকর্মের অশুভ পরিণতি ভোগ করেছে এবং তাদের কাজের পরিণতি হয়েছে অনিষ্টই।

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ⑩

১০. আল্লাহ্ তাদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। সুতরাং আল্লাহ্কে ভয় করো হে বিবেকসম্পন্নরা! ঐ সব লোক, যারা ঈমান এনেছে; নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সম্মান অবতারণ করেছেন;

رَّسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ⑪

১১. ঐ রসূল (৩১), যিনি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করেন, যাতে তাদেরকেই, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে (৩২) অন্ধকারসমূহ থেকে (৩৩) আলোর দিকে নিয়ে যান। এবং যে আল্লাহ্র উপর ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তাকে এমন বাগানসমূহে নিয়ে যাবেন, যেগুলোর নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, যেগুলোতে তারা সর্বদা স্থায়ীভাবে থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তার জন্য উত্তম জীবিকা রেখেছেন (৩৪)।

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ⑫

১২. আল্লাহ্ হন, যিনি সপ্ত আস্মান সৃষ্টি করেছেন (৩৫) এবং অনুরূপ সংখ্যায় যমীনসমূহও (৩৬)। নির্দেশ সেগুলোর মধ্যখানে অবতীর্ণ হয় (৩৭), যাতে তোমরা জানতে পারো যে, আল্লাহ্ সব কিছু করতে পারেন; আল্লাহ্র জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে। ★

রাখে, তাহলে সে পারিশ্রমিকের উপযোগী নয়।

টীকা-২৫. না পুরুষ স্ত্রীর বেলায় সংকীর্ণতা প্রদর্শন করবে, না স্ত্রী উক্ত ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করবে।

টীকা-২৬. উদাহরণ স্বরূপ, মা যদি অপর কোন নারীর সমান বিনিময় মূল্যের উপর রাজি না হয় এবং পিতাও বেশী দিতে না চায়,

টীকা-২৭. তালাক্বপ্রদত্ত স্ত্রীদেরকে এবং স্তন্যদানে নিয়োজিত নারীদেরকে

টীকা-২৮. অর্থাৎ আর্থিক সংকটের পর।

টীকা-২৯. এটা দ্বারা পরকালের হিসাব বুঝানো হয়েছে; যা অনুষ্ঠিত হওয়া নিশ্চিত। এ জন্য 'অতীতকাল' বাচক ক্রিয়া দ্বারা তা বিবৃত হয়েছে।

টীকা-৩০. জাহান্নামের শাস্তির, অথবা দুনিয়ায় দুর্ভিক্ষ ও হত্যা ইত্যাদি বিপদে আক্রান্ত করে।

টীকা-৩১. অর্থাৎ ঐ 'সম্মান' হচ্ছে 'রসূল করীম হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।'

টীকা-৩২. কুফর ও অজ্ঞতার

টীকা-৩৩. ঈমানের ও জ্ঞানের

টীকা-৩৪. জান্নাত, যার নি'মাতসমূহ স্থায়ী হবে; কখনো নিঃশেষ ও বন্ধ হবেনা।

টীকা-৩৫. একের উপর অপরটা। প্রত্যেকটার ঘনত্ব পাঁচশ বৎসরের পথ। আর প্রত্যেকটার দূরত্ব অপরটি পর্যন্ত পাঁচশ বৎসরের পথ।

টীকা-৩৬. অর্থাৎ সাতটি যমীন।

টীকা-৩৭. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ ঐ সবটিতেই প্রচলিত ও কার্যকর রয়েছে। অথবা অর্থ এ যে, জিব্রাঈল আমীন আস্মান থেকে ওহী নিয়ে পৃথিবীর দিকে অবতীর্ণ হন। ★

★ 'সূরা তালাক্ব' সমাপ্ত।

টীকা-১. 'সূরা তাহ্‌রীম' মাদানী; এতে দু'টি রুকূ', বারটি আয়াত, দু'শ সাতচল্লিশটি পদ এবং এক হাজার ষাটটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. শানে নুযূলঃ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মুল মু'মিনীন হাফ্‌সাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হার ঘরে তাশরীফ আনয়ন করলেন। তিনি হুযূরের অনুমতি নিয়ে তাঁর পিতা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে দেখতে গেলেন। হুযূর হযরত মারিয়া ক্বিব্‌তিয়াকে খেদমতের সুযোগ দান করে ধন্য করলেন। এতে হযরত হাফ্‌সার মন ভারী হলো। হুযূর তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য এরশাদ ফরমালেন, "আমি মারিয়াকে নিজের উপর হারাম করলাম এবং আমি তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি যে, আমার পর উম্মতের শাসন ক্ষমতার মালিক হযরত আবূ বকর ও ওমর হবেন। (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা)। এটা শুনে তিনি খুশী হলেন। আর অত্যন্ত খুশী হয়ে তিনি সমস্ত আলোচনা হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হাকে শুনালেন। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর এরশাদ করা হয়েছে যে, যে বস্তু আল্লাহ্ তা'আলা আপনার জন্য হালাল করেছেন অর্থাৎ মারিয়া ক্বিব্‌তিয়া, তাকে আপনি নিজের জন্য কেন হারাম করে নিচ্ছেন আপন বিবিগণ (হাফ্‌সাহ্ ও আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা)-এর সন্তুষ্টির জন্য?

এ আয়াতের শানে নুযূলের প্রসঙ্গে অন্য একটি অভিমত এটাও রয়েছে যে, উম্মুল মু'মিনীন যয়নাব বিনতে জাহ্‌শের নিকট যখন হুযূর তাশরীফ নিয়ে যেতেন, তখন তিনি হুযূরের সম্মুখে মধু পেশ করতেন। এ কারণে তাঁর সেখানে হুযূরের কিছুক্ষণ বেশী অতিবাহিত হতো। এটা হযরত আয়েশা ও হাফ্‌সাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমার নিকট অসহ্য হলো এবং তাঁদের মনে ঈর্ষা (رشك) হলো। তাঁরা পরস্পর পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, হুযূর তাশরীফ নিয়ে এলে এভাবে আরয করা হোক যে, 'হুযূরের বরকতময় মুখ থেকে 'মাগাফীর' (مغافير)-এর গন্ধ আসছে।" বস্তুতঃ মাগা-ফীরের গন্ধ হুযূরের নিকট অপছন্দনীয় ছিলো। সুতরাং তাই করা হলো। তাদের উদ্দেশ্য হুযূরের জানা ছিলো। তিনি এরশাদ ফরমালেন– "আমার নিকট তো মাগা-ফীর নেই। যয়নাবেরঘরে আমি মধু পান করেছি। সেটা আমি নিজের উপর হারাম করে নিচ্ছি।" উদ্দেশ্য এ যে, 'হযরত যয়নাবের সেখানে 'মধু' পানের ব্যস্ততার কারণে তোমাদের মন ভেঙ্গে যাচ্ছে। সুতরাং আমি মধু পানই বর্জন করছি।' এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৩. অর্থাৎ কাফ্‌ফারা। সুতরাং আপনি মারিয়াকে সেবা করার সুযোগ দান করে ধন্য করুন, অথবা মধু পান করে নিন। অথবা 'শপথগুলোর পতন' (সেগুলো থেকে মুক্তিলাভের উপায়) নির্দ্ধারণ দ্বারা এটাই বুঝায় যে, শপথের পর 'ইন্‌শাআল্লাহ্' বলা হোক! যাতে সেটার পরিপন্থী কাজ করলে 'শপথ ভঙ্গ' (حنث) না হয়।

হযরত মুক্বাতিল থেকে বর্ণিত– বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত মারিয়াকে 'হারাম করা' (تحريم)-এর কাফ্‌ফারা স্বরূপ একটা ক্রীতদাস আযাদ করেছিলেন।

হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, হুযূর কাফ্‌ফারা প্রদান করেন নি। কেননা, তিনি তো 'মাগফূর' (নিষ্পাপ)। কাফ্‌ফারার নির্দেশ উম্মতকে শিক্ষা দেয়ার জন্যই।

মাস্‌আলাঃ এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, হালালকে নিজের উপর হারাম করে নিলে তা 'শপথ' হয়ে যায়।

টীকা-৪. অর্থাৎ হযরত হাফ্‌সাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আন্‌হা)।

টীকা-৫. মারিয়াকে নিজের উপর হারাম করে নেয়ার কথা এবং তদ্‌সঙ্গে এ কথাও এরশাদ করা যে, 'এটা কারো নিকট প্রকাশ করোনা।'

টীকা-৬. অর্থাৎ হযরত হাফ্‌সাহ্ হযরত আয়েশাকে (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা)

সূরা তাহ্‌রীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা তাহ্‌রীম মাদানী	আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-১২ রুকূ'-২

রুকূ' – এক

১. হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী)! আপনি নিজের উপর কেন হারম করে নিচ্ছেন ঐ বস্তুকে, যা আল্লাহ্ আপনারজন্য হালাল করেছেন (২)? আপন বিবিগণের সন্তুষ্টি চাচ্ছেন। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

يَٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ①

২. নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদের শপথগুলোর পতন (সেগুলো থেকে মুক্তিলাভের ব্যবস্থা) নির্দ্ধারণ করে দিয়েছেন (৩) এবং আল্লাহ্ তোমাদের মুনিব এবং আল্লাহ্ জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময়।

قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ②

৩. এবং যখন নবী আপন এক বিবিকে (৪) একটা গোপন কথা গোপনে বলেছিলেন (৫); অতঃপর যখন সে (৬) ত প্রকাশ করে দিলো, আর আল্লাহ্ও তা নবীর নিকট প্রকাশ করে

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلٰى بَعْضِ أَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهٖ وَأَظْهَرَهُ اللّٰهُ

টীকা-৭. অর্থাৎ মারিয়াকে হারাম করা ও 'শায়খাঈন (হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা)-এর খিলাফতের প্রসঙ্গে যেই দু'টি কথা এরশাদ করেছিলেন, তন্মধ্যে একটা কথার উল্লেখ করেন যে, 'তুমি এ কথাটা প্রকাশ করে দিয়েছো' এবং অপর কথাটা উল্লেখ করেন নি। হুযূরের বদান্যতার এ মহান শান ছিলো যে, পাকড়াও করার ক্ষেত্রে কিছু বিষয় এড়িয়ে গেছেন।

টীকা-৮. হযরত হাফ্‌সাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা।

টীকা-৯. যাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আয়েশা ও হাফ্‌সাহকে (রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) সম্বোধন ফরমাচ্ছেন–

টীকা-১০. এটা তোমাদের উপর ওয়াজিবও। যেহেতু,

টীকা-১১. কারণ, তোমাদের নিকট ঐ কথা পছন্দীয় হলো, যা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট অপছন্দনীয়। অর্থাৎ মারিয়াকে হারাম করা।

عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ۚ
فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَٰذَا ۖ
قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ٣

দিলেন। অতঃপর নবী সে বিষয়ে কিছু ব্যক্ত করলেন এবং কিছু এড়িয়ে গেলেন (৭)। সুতরাং যখন নবী তাকে সে সম্পর্কে খবর দিলেন, তখন সে বললো (৮), 'হুযূরকে কে বলেছেন?' এরশাদ করলেন, 'আমাকে যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিষয়ে অবহিত তিনিই বলেছেন (৯)।'

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۖ
وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ
وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ
بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ ٤

৪. (হে) নবীর বিবিদ্বয়! যদি আল্লাহ্‌র দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তন করো, তবে (১০) নিশ্চয় তোমাদের অন্তর সঠিক পথ থেকে কিছুটা সরে গেছে (১১) এবং যদি তাঁর বিরুদ্ধে তোমরা জোট বাঁধো (১২), (একে অপরকে সাহায্য করো,) তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর সাহায্যকারী এবং জিব্রাঈল ও সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনগণ। এবং এরপর ফিরিশ্‌তাগণ সাহায্যকারী রয়েছে।

عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ
أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ
قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ
وَأَبْكَارًا ٥

৫. তাঁর প্রতিপালকের জন্য এটা অসম্ভব নয় যে, যদি তিনি তোমাদেরকে তালাক্ব দিয়ে দেন, তাঁকে তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের চেয়ে উত্তম বিবি প্রদান করবেন, যাঁরা অনুগত, ঈমানদার, আদবসম্পন্ন (১৩), তাওবাকারী, ইবাদতকারী (১৪), রোযাদার, বিবাহিতা ও কুমারী (১৫)।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ
نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ
مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

৬. হে ঈমানদারগণ! নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারবর্গকে ঐ আগুন থেকে রক্ষা করো (১৬) যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ (১৭) ও পাথর (১৮), যার উপর কঠোর নির্মম ফিরিশ্‌তাগণ নিয়োজিত রয়েছেন (১৯) যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করেনা এবং যা তাদের প্রতি আদেশ হয়, তাই করে (২০)।

টীকা-১২. এবং পরস্পর মিলে এমন পন্থা অবলম্বন করো, যা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের অসন্তুষ্টির কারণ হয়।

টীকা-১৩. যাঁরা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূল বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের অনুগত ও তাঁর সন্তুষ্টি অন্বেষণকারী হয়,

টীকা-১৪. অর্থাৎ অধিক ইবাদতকারী।

টীকা-১৫. এটা হচ্ছে সতর্কবাণী পবিত্র বিবিগণের জন্য যে, যদি তাঁরা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দুঃখ দেন, আর হুযূর আনওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তালাক্ব দিয়ে দেন, তবে হুযূর আনওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ তা'আলা আপন করুণা ও অনুগ্রহক্রমে আরো উত্তম বিবি দান করবেন। এই সতর্কবাণী থেকে পবিত্র বিবিগণের উপর বিশেষ প্রভাব প্রতিফলিত হলো। আর তাঁরা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সেবা করার সৌভাগ্যকে সমস্ত নি'মাত অপেক্ষাও শ্রেয় মনে করলেন, আর হুযূরের পবিত্র মন জয় করা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। সুতরাং তিনি তাঁদেরকে তালাক্ব দেননি।

টীকা-১৬. আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য অবলম্বন করে, ইবাদতসমূহ পালন করে, পাপাচার থেকে বিরত রয়ে, পরিবার-পরিজনকে সৎকর্মের প্রতি পথ-প্রদর্শন ও মন্দকাজে বাধা প্রদান করে এবং তাদেরকে জ্ঞান ও আদব শিক্ষা দিয়ে।

টীকা-১৭. অর্থাৎ কাফির

টীকা-১৮. অর্থাৎ বোত্ ইত্যাদি। উদ্দেশ্য এ যে, জাহান্নামের আগুনের তাপ খুবই প্রকট। আর যেভাবে দুনিয়ার আগুন কাঠ ইত্যাদি দ্বারা জ্বলে, জাহান্নামের আগুন ঐসব বস্তু দ্বারাই জ্বলে, যেগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে।

টীকা-১৯. যারা অতি মজবুত ও শক্তিশালী এবং তাদের স্বভাবে দয়াই নেই

টীকা-২০. কাফিরদেরকে, দোযখে প্রবেশের মুহূর্তে বলা হবে– যখন তারা দোযখের আগুনের কঠোরতা ও সেটার শাস্তি দেখতে পাবে।

টীকা-২১. কেননা, এখন তোমাদের জন্য কোন বাহানা-অজুহাতের অবকাশ বাকী থাকেনি; না আজ কোন ওযর-আপত্তি গ্রহণ করা হবে।

টীকা-২২. অর্থাৎ নিষ্ঠাপূর্ণ তাওবা। যার প্রভাব তাওবাকারীর কার্যাদিতে প্রকাশ পায় এবং তার জীবন আনুগত্য ও ইবাদত বন্দেগী দ্বারা আবাদ হয়ে যায়, আর সে পাপাচার সমূহ থেকে বিরত থাকে।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু এবং অন্যান্য সাহাবীগণ বলেন, 'তাওবা-ই-নাসূহ্' হচ্ছে এ যে, তাওবা করার পর তাওবাকারী আর গুনাহ্র প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে না, যেমনিভাবে দোহনকৃত দুধ পুনরায় স্তনের মধ্যে প্রবেশ করেনা।

টীকা-২৩. 'তাওবা' কবূল করার পর

টীকা-২৪. এতে কাফিরদের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঐ দিনটি তাদের লাঞ্ছনার দিন হবে। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও হুযূরের সঙ্গধন্যদের সম্মানের;

টীকা-২৫. পুল সিরাতের' উপর। আর যখন মু'মিনগণ দেখবে যে, মুনাফিকদের নূর নিভে গেছে,

টীকা-২৬. অর্থাৎ সেটা স্থায়ী রাখো, যেন জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত স্থায়ী হয়

টীকা-২৭. তরবারি দ্বারা।

টীকা-২৮. কঠোর কথা, সুন্দর উপদেশ এবং শক্তিশালী প্রমান দ্বারা

টীকা-২৯. এ মর্মে যে, তাদেরকে তাদের কুফর ও মু'মিনদের প্রতি শত্রুতার জন্য শাস্তি দেয়া হবে। আর এ কুফর ও শত্রুতা থাকা সত্ত্বে তাদের বংশ এবং মু'মিনগণ ও আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা তাদের কোন উপকার করবে না।

টীকা-৩০. দ্বীন-এর ক্ষেত্রে। অর্থাৎ তারা কুফর অবলম্বন করেছে। হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামের স্ত্রী 'ওয়াহিলাহ্' (واهلہ) তার সম্প্রদায়কে হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে বলতো যে, তিনি উন্মাদ। আর হযরত লূত আলায়হিস্ সালামের স্ত্রী 'ওয়াইলাহ্' (واعلہ) স্বীয় মুনাফিকীকে গোপন করতো। আর যে-ই মেহমান তাঁর নিকট আসতো আগুন জ্বালিয়ে আপন সম্প্রদায়কে তাদের আগমনের সম্পর্কে অবহিত করতো।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ⑦

৭. হে কাফিরগণ! আজ বাহানা তৈরী করো না (২১)। তোমরা ঐ প্রতিফল পাবে, যা তোমরা করতে!

রুকূ' - দুই

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑧

৮. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্র প্রতি এমন তাওবা করো যা আগামীর জন্য উপদেশ হয়ে যায় (২২) অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের প্রতিপালক (২৩) তোমাদের পাপসমূহ তোমাদের থেকে মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে ঐ বাগানসমূহে নিয়ে যাবেন, যেগুলোর পাদদেশে নহরসমূহ প্রবহমান; যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা অপমানিত করবেননা নবী ও তাঁর সঙ্গেকার ঈমানদারদেরকে (২৪); তাদের আলো দৌড়াতে থাকবে তাদের সম্মুখে এবং তাদের ডান দিকে (২৫), আরয করবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আমাদের নূরকে পরিপূর্ণ করে দাও (২৬) এবং আমাদেরকে ক্ষমা করো। নিশ্চয় তোমার প্রত্যেক কিছুর উপর ক্ষমতা রয়েছে।'

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ⑨

৯. হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী) (২৭)! কাফিরদের বিরুদ্ধে ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে (২৮) জিহাদ করুন। এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন এবং তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম আর কতই মন্দ পরিণতি!

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ ۖ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ⑩

১০. আল্লাহ্ কাফিরদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন (২৯)– নূহের স্ত্রী ও লূতের স্ত্রী; তারা দু'জনই আমার বান্দাদের মধ্যে দু'জন আমার নৈকট্যের উপযুক্ত বান্দার বিবাহে ছিলো। অতঃপর তারা তাঁদের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করলো (৩০)। সুতরাং তাঁরা (হযরত নূহ ও হযরত লূত) আল্লাহ্র সম্মুখে তাদের কোন কাজে আসেনি এবং বলে দেয়া হলো (৩১), তোমরা উভয় নারী জাহান্নামে প্রবেশ করো প্রবেশকারীদের সাথে (৩২)।

টীকা-৩১. তাদেরকে, মৃত্যুর সময় অথবা ক্বিয়ামত-দিবসে। (আর 'অতীতকাল' বাচক ক্রিয়া দ্বারা বর্ণনা করা হচ্ছে) নিশ্চিতভাবে সংঘটিত হবার প্রতি লক্ষ্য রেখেই।

টীকা-৩২. অর্থাৎ আপন সম্প্রদায়ের কাফিরদের সাথে। কেননা, তোমাদের ও ঐ নবীগণের মধ্যে তোমাদের কুফরের কারণে সম্পর্ক বাকী থাকেনি।

টীকা-৩৩. যে, তাদেরকে অপরের অবাধ্যতা কোন ক্ষতি করতে পারে না-

টীকা-৩৪. যাঁর নাম আসিয়া বিনতে মুযাহিম। যখন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম যাদুকরদেরকে পরাজিত করলেন, তখন এ আসিয়া তাঁর উপর ঈমান নিয়ে আসলেন। ফিরআউনের নিকট এ সংবাদ পৌছলো। তখন সে তাঁকে অসহনীয় কষ্ট দিলো। তাঁর হস্তদ্বয় ও পদদ্বয়ে চারটা পেরেক ঠুকে দিলো। ভারী চাক্কি (পাথর) তাঁর বুকের উপর চাপিয়ে দিলো এবং উত্তপ্ত রোদে নিক্ষেপ করলো। যখন ফিরআউনের অনুসারীরা তাঁর নিকট থেকে সরে পড়তো, তখন ফিরিশ্‌তা তাঁকে ছায়া দিতেন।

সূরা ঃ ৬৬ তাহ্‌রীম ১০১১ পারা ঃ ২৮

১১. এবং আল্লাহ্ মুসলমানদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন (৩৩)- ফিরআউনের বিবি (৩৪), যখন সে আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য তোমার নিকট জান্নাতে ঘর তৈরী করো (৩৫) এবং আমাকে ফিরআউন ও তার কর্ম থেকে মুক্তি দাও (৩৬) এবং আমাকে যালিম লোকদের থেকে মুক্তি দান করো (৩৭)।

১২. এবং ইম্‌রানের ★ কন্যা মারয়াম, ★★ যে আপন সতীত্বকে রক্ষা করেছিলো। তখন আমি তার মধ্যে আমার নিকট থেকে 'রূহ' ফুৎকার করেছি এবং সে আপন প্রতিপালকের বাণীসমূহ (৩৮) এবং তাঁর কিতাবসমূহের (৩৯) সত্যায়ন করলো এবং অনুগতদের অন্তর্ভূক্ত হলো। ★★★

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ
فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ
بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ
وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۱﴾

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْۤ اَحْصَنَتْ
فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ
بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ
ع الْقٰنِتِيْنَ ﴿۱۲﴾

মানযিল - ৭

টীকা-৩৫. আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বাসস্থান, যা জান্নাতে প্রস্তুত রয়েছে তা তাঁর সামনে প্রকাশ করলেন এবং ঐ খুশীতে ফির'আউনের নির্যাতনসমূহের কষ্ট তাঁর নিকট সহজ হয়ে গেলো।

টীকা-৩৬. 'ফির'আউনের কর্ম' দ্বারা হয়ত তার শির্ক, কুফর ও যুলুম-নির্যাতন বুঝানো উদ্দেশ্য অথবা তার সান্নিধ্য।

টীকা-৩৭. অর্থাৎ ফির'আউনের ধর্মাবলম্বীদের কবল থেকে। সুতরাং তাঁর এ প্রার্থনা কবূল হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রূহ কব্জ করলেন। আর ইবনে কায়সান বলেন যে, তাঁকে জীবিত উঠিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে।

টীকা-৩৮. প্রতিপালকের 'বাণীসমূহ' দ্বারা 'শরী'য়তের বিধানাবলী' বুঝানো হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ্ তা'আলা আপন বান্দাদের জন্য নির্দ্ধারণ করেছেন।

টীকা-৩৯. 'কিতাবসমূহ' দ্বারা ঐ সব কিতাব বুঝানো হয়েছে, যে গুলো নবীগণ আলায়হিমুস্ সালামের উপর অবতীর্ণ হয়েছিলো। ★★★

****

★ ইমরান দু'জন। একজন হলেন- হযরত মুসা ও হযরত হারুন আলায়হিমাস্ সালাম-এর সম্মানিত পিতা। তাঁর বংশীয় শজরা হচ্ছে এরূপঃ ইমরান ইবনে ইয়াস্‌হার ইবনে ফাহিস্ ইবনে লা-ভী ইবনে য়া'কূব ইবনে ইসহাক্ব ইবনে ইব্রাহীম আলায়হিমুস্ সালাম।

দ্বিতীয় ইমরান হলেন- ইমরান ইবনে মাসান, হযরত মার্‌য়ামের পিতা, হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের নানা। যাঁদের পবিত্র বংশীয় শজরা এরূপঃ ইমরান ইবনে মাসান ইবনে আদির ইবনে আবী হুদ ইবনে রাজি বাবিল ইবনে সা-লিয়ান ইবনে ইয়ুহুনা ইবনে উশা ইবনে উম্‌যর ইবনে মী-শাক ইবনে খা-রিক্বা ইবনে ইয়ুনাম ইবনে গারযিপা ইবনে ইয়ুযান ইবনে সাক্বিত ইবনে ঈশা ইবনে রাজক্বীম ইবনে সুলায়মান ইবনে দাঊদ ইবনে ঈশা ইবনে আভীল ইবনে সাল্‌মুন ইবনে ইয়া'ইর ইবনে মাম্‌শূন ইবনে 'আম্‌ইয়া ইবনে দাম ইবনে হাযারদাম ইবনে ফারিয্ ইবনে ইয়াহুদা ইবনে য়া'কূব ইবনে ইস্‌হাক্ব ইবনে ইব্রাহীম আলায়হিমুস্ সালাম। (তাফসীর-ই-রূহুল বয়ান)

উক্ত দু'ইমরানের মধ্যখানে এক হাজার আটশ বছরের ব্যবধান রয়েছে। (তাফসীর-ই-কবীর, তাফসীর-ই-নঈমী ঃ ৩য় খণ্ড)

এখানে দ্বিতীয় ইমরানের কথা বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের নানা। কেননা, সামনে 'রূহ' অর্থাৎ হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (তাফসীর-ই-নঈমী)।

★★ হযরত মার্‌য়াম, হযরত ফাতিমা, হযরত আয়েশা ও হযরত খাদীজা (রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুন্না)-এর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠতর?

এ'তে মত বিরোধ রয়েছে যে, উপরোক্ত মহিলাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠতর? কেউ কেউ বলেছেন যে, হযরত মরিয়ম শ্রেষ্ঠতর। কারণঃ

এক) সূরা আল্-ই-ইমরানে এরশাদ হয়েছে যে, (হযরত) মার্‌য়াম সমগ্র জাহানের নারীদের মধ্যে উত্তম। সেখানে 'জাহান' শব্দটা ব্যাপক। সেটাকে নিজস্ব অভিমত দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যাবে না।

দুই) ইবনে জরীর হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম এরশাদ ফরমায়েছেন- "হে ফাতিমা! তুমি মার্‌য়াম ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্ত জান্নাতী মহিলাদের সরদার।"

তিন) ইবনে আসাকির হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা থেকে বর্ণনা করেছেন- হুযূর আলায়হিস্ সালাম এরশাদ ফরমায়েছেন- জান্নাতী মহিলাদের সরদার হচ্ছে মার্‌য়াম। অতঃপর ফাতিমা, অতঃপর খাদীজা, অতঃপর আসিয়া (ফিরআউনের স্ত্রী)।

চার) ইবনে আবী শায়বাহ্ ইবনে কাহল থেকে বর্ণনা করেছেন- হুযূর আলায়হিস্ সালাম এরশাদ ফরমায়েছেন- উটের উপর আরোহণকারী নারীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম হচ্ছে ক্বোরাঈশ বংশীয় ঐ নারীগণ, যারা আপন সন্তানদের প্রতি স্নেহপরায়ণ ও স্বামীদের হিতাকাংখী। আর যদি আমার অনুসন্ধানে এ কথা সুস্পষ্ট হতো যে, মার্‌য়াম বিনতে ইমরান উটের উপর আরোহণ করেছেন, তবে আমি তাঁর উপর কাউকেও শ্রেষ্ঠত্ব দিতাম না।

(★★ পাদটীকার অবশিষ্টাংশ)

পাঁচ) হযরত মারয়াম হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের মাতা। আর অন্যান্য মহিলাদের, নবীর মাতা হবার সৌভাগ্য হয়নি।

ছয়) হযরত মারয়াম পবিত্র শৈশবে কথা বলেছেন। অন্যান্য মহিলাদের সেই সৌভাগ্য হয়নি।

সাত) হযরত মারয়ামের লালন-পালন মহান প্রতিপালকই করেছেন; আর অন্যান্যদের করেছেন তাঁদের মাতাপিতা।

আট) হযরত মারয়ামের নিকট জান্নাতের ফলমূল এসেছে; অন্যান্য নারীদের নিকট তা আসেনি।

নয়) হযরত মারয়াম 'হায়য্' (রজঃস্রাব) ও 'নিফাস্' (প্রসবোত্তর রক্তস্রাব) থেকে পবিত্র ছিলেন; কিন্তু অন্যান্য মহিলাদের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্য নেই।

এসব দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝা গেলো যে, হযরত মারয়ামই শ্রেষ্ঠতম।

কেউ কেউ বলেছেন হযরত ফাতিমা যাহ্‌রা, হযরত আয়েশা সিদ্দিক্বা এবং হযরত খাদীজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুন্না হযরত মারয়াম, বরং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত নারীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। খোদ মহান প্রতিপালক এরশাদ ফরমাচ্ছেন- يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ অর্থাৎ "হে শেষ যমানার নবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর পরিবারের নারীগণ! তোমরা অন্য কোন নারীর মতো নও, বরং সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ তা'আলা আরো এরশাদ ফরমাচ্ছেন- اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا

অর্থাৎ- "হে মাহবুব! (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর পরিবারভুক্তরা! মহান প্রতিপালক চাচ্ছেন যে, তোমাদের থেকে সব ধরণের অপবিত্রতা দূরীভূত করবেন এবং তোমাদেরকে যাহির ও বাতিন- উভয় দিক দিয়ে খুব পবিত্র করবেন।"

হযরত মারয়াম হযরত ইমরানের চোখের আলো, তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু হযরত ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আন্‌হা) তো জিন্ ও ইন্‌সানের সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কলিজার টুকরা, হযরত আলী মুরতাদার পবিত্র স্ত্রী, শহীদানের সরদারদ্বয় হযরত হাসান ও হোসাঈন (রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুমা)'-এরই সম্মানিত মাতা। এ বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু হযরত মারয়ামের মধ্যে নেই।

এখন প্রশ্ন জাগে যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মারয়ামের প্রসঙ্গে যে এরশাদ ফরমায়েছেন- وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ (এবং তিনি, হে মারয়াম! তোমাকে সমগ্র জাহানের নারীদের উপর মনোনীত করেছেন।) এর অর্থ কি? এর জবাব এ'যে- এটা হচ্ছে তেমনি, যেমন বনী ইস্রাঈল সম্প্রদায় সম্পর্কে এরশাদ করেছেন- وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ (অর্থাৎ হে বনী ইস্রাঈল! তোমাদেরকে আমি সমগ্র জাহানের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।) সুতরাং এ দু'টি আয়াতের মাহাত্ম্য দাঁড়াবে এই- যেমন ঐ যুগে বনী ইস্রাঈল অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে উত্তম ছিলো, তেমনি ঐ যুগের সমস্ত নারী অপেক্ষা হযরত মারয়াম শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

তাছাড়া, হযরত মারয়ামের নিকট যদি জান্নাতী ফলমূল এসে থাকে, তবে হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের গোলামদেরকে জান্নাতের পানি পান করানো হয়েছে। আর সেখানকার নি'মাতসমূহও আহার করানো হয়েছে। হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত হলো যে, এক পেয়ালা পানি থেকে চৌদ্দশ পিপাসার্ত সাহাবা কেরামকে পরিতৃপ্ত করা হয়েছিলো। এক গ্লাস দুধ থেকে সত্তরজন সাহাবী পান করে পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন। হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুর ঘরে মাত্র চার সের যব থেকে সম্পূর্ণ সেনাবাহিনী, বরং সমস্ত মদীনাবাসী পরিতুষ্ট হয়েছিলেন। ঐ পানি, দুধ, মাংস ও আটা কোত্থেকে এসেছিলো? হুযূর আলায়হিস্ সালাম সেগুলোর সম্পর্ক জান্নাতের সাথেই করে দিয়েছিলেন। এগুলো সেখানকারই নি'মাত ছিলো।

আর যদি হযরত মারয়ামের লালন-পালনের দায়িত্ব হযরত যাকারিয়া আলায়হিস্ সালাম নিয়ে থাকেন, তবে হযরত ফাতিমা যাহ্‌রা তো নবীকুল সরদার হুযূর মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের কোলেই লালিত হয়েছিলেন।

আর যদি হযরত মারয়াম হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের মাতা হন, তবে হযরত ফাতিমা যাহ্‌রা তো হুযূর আলায়হিস্ সালামের কন্যা ছিলেন এবং হুযূর (দঃ)-এর বংশ মুবারক তাঁরই মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছে।

আর যদি হযরত মারয়ামের সাথে ফিরিশ্‌তাগণ কথা বলে থাকেন, তবে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হাকে হযরত জিব্রাঈল সালাম করেছিলেন।

মোটকথা, সামগ্রিক (كُلِّي) শ্রেষ্ঠত্ব এসব মহিলাদের ভাগ্যে জুটেছিলো আর হযরত মারয়ামের শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে আংশিক হিসেবে (جُزْئِي)।

হযরত মুক্বাতিল বর্ণনা করেছেন যে, চারজন মহিলাই সমগ্র জাহানের নারীদের সরদার- ১) মারয়াম বিনতে ইমরান, (২) আসিয়া বিনতে মুযাহিম (ফির'আউনের স্ত্রী), ৩) খাদীজা বিনতে খুয়ায়লেদ এবং ৪) ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। আর তাঁদের মধ্যে অধিক শ্রেষ্ঠ হলেন হযরত ফাতিমা যাহ্‌রা (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন্‌হা)।

অনুরূপভাবে, ইবনে জারীর আম্মার ইবনে সা'আদ থেকে বর্ণনা করেছেন- আমাকে হুযূর আলায়হিস্ সালাম এরশাদ ফরমায়েছেন- 'মারয়াম যেমন সমস্ত নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলো, খাদীজাও তেমনি আমার উম্মতের সমস্ত নারীর মধ্যে উত্তম।

অনুরূপভাবে, হুযূর আলায়হিস্ সালাম এরশাদ ফরমায়েছেন- আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি- আল্লাহ্‌র কিতাব ও আমার বংশধরগণ। এ দু'টি আলাদা হবে না। শেষ পর্যন্ত আমার নিকট 'হাওয'-এর পাশে এসে যাবে।

হযরত মারয়ামের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হলে হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামকে শিশু অবস্থায় বাক্‌শক্তি দান করে তাঁর পবিত্রতা ও মহত্বের সাক্ষ্যদান করানো হয়েছিলো, হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালামের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হলে একটি দুগ্ধপায়ী শিশুর মাধ্যমে তাঁর চারিত্রিক পবিত্রতাকে প্রকাশ করা হয়েছিলো। কিন্তু যখনই আল্লাহ্‌র মাহবুবের মাহবুবা হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বার বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হলো তখনো তো কোন দুগ্ধপায়ী শিশু কিংবা কোন বৃক্ষ কিংবা কোন পাথর কিংবা কাঠ ইত্যাদিকে বাক্‌শক্তি প্রদান করে সাক্ষ্য প্রদান করানো সম্ভব ছিলো। কিন্তু তা করা হয়নি; বরং মহান প্রতিপালক নিজেই তাঁর পবিত্রতা, চারিত্রিক নিষ্কলুষতা ও জান্নাতী হবার সাক্ষ্য এভাবে দিলেন যে, 'সূরা-ই-নূর'-এর মধ্যে আঠারটি আয়াত অবতীর্ণ করলেন, যেগুলোর মধ্যে তাঁর পবিত্র চরিত্রের ঘোষণা দিয়েছেন। আর অপবাদদাতাদেরকে, বরং অন্তরে সন্দেহ পোষণকারীদেরকে, নীরবতা পালনকারীদের অর্থাৎ অপবাদের খণ্ডন থেকে যারা বিরত ছিলো তাদেরকেও কঠোরভাবে তিরস্কার করা হয়েছে ও অপবাদের শাস্তি দেয়া হয়েছে।

এ ব্যবধান কেন ছিলো? এটা মর্যাদারই ব্যবধান প্রকাশের জন্যই ছিলো। এ থেকে আয়েশা সিদ্দীক্বার শ্রেষ্ঠত্ব হযরত বিবি মারয়ামের উপর নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত হলো যে, বিবি মারয়ামের পবিত্রতার ঘোষণা দিচ্ছেন দুগ্ধপায়ী শিশু আর হযরত আয়েশার পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছেন খোদ রাব্বুল আলামীন। (সুবহানাল্লাহ্!) (তাফসীর-ই-নঈমীঃ ৩য় খণ্ড)

★★★ 'সূরা তাহ্‌রীম' সমাপ্ত।

★★★ অষ্টাবিংশতিতম পারা সমাপ্ত।